উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
MLD

সেনসেক্স : ৭৪,১১৫.১৭ (-২১৭.৪১)
নিফটি : ২২,৪৬০.৩০ (-৯২.২০)

মৌমাছির হুলে জখম ৬ পড়ুয়া
মৌমাছির হুলে জখম হয়েছে ৬ জন পড়ুয়া। সোমবার কুমারগঞ্জের গোলাপগঞ্জ রঘুনাথ হাইস্কুলে এই ঘটনা ঘটে। পড়ুয়াদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৮

বাজিতে হকার্স মার্কেটে আগুন
আতশবাজির আগুনে মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র হকার্স মার্কেটে আগুন লাগে। বাজারে টিনের আচ্ছাদনে পড়া আগুনের ফুলকিতে বেশ কয়েকটি দোকানে আগুন লাগে। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩০°	৩২°	২৯°	৩৪°
সর্বনিম্ন	১৭°	১৯°	১৬°	১৯°

পৃথক বিমানে দেশে ফিরলেন রোহিত, গম্ভীররা ১১

২৬ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 11 March 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 291

জয়পুরে গোবিন্দ দেবজি মন্দিরে 'ফাগ মহোৎসব'। সোমবার। - পিটিআই

শংকর, মনোজকে বহিষ্কার মার্শাল ডেকে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মার্চ : অধ্যক্ষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার জেরে সোমবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিনই মার্শাল ডেকে বের করে দেওয়া হল বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ ও কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁকে। সাম্প্রতিকালে মার্শাল ডেকে কোনও বিধায়ককে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেনি। অধ্যক্ষের দিকে লক্ষ্য করে কাগজ ছোড়ায় চলতি অধিবেশনের শেষ দিন পর্যন্ত সাসপেন্ড করে দেওয়া হল বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মনকে।

এদিন বিধানসভায় বাজেট নিয়ে বক্তব্য চলছিল। খড়্গপুর টাউনের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায় জন পরিষেবা নিয়ে বক্তব্য রাখতে ওঠেন। অধ্যক্ষ তখন তাতে বাধা দিয়ে বলেন, 'আপনি এই ধরনের অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবেন না।' অধ্যক্ষের উদ্দেশে হিরণ পালটা বলেন, 'আপনি আমাকে ডিকটেট করতে পারেন না।' এরপরও হিরণ ভাষণ চালিয়ে যেতে গেলে তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখনই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। শংকর ঘোষকে সতর্ক করে দিয়ে অধ্যক্ষ বলেন, 'মুখ্যসচেতক হয়ে আপনি এই ধরনের আচরণ করতে পারেন না।' তা সত্ত্বেও শংকর না থেমে বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে থাকলে বিধানসভার

সাসপেন্ড দীপক বর্মন

“ চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। বিধানসভা বিরোধী দলের কথা বলার জায়গা। কিন্তু এখানে বিরোধী দলকে কথা বলতে দেওয়া হয় না।
শংকর ঘোষ

মার্শালকে অধ্যক্ষ নির্দেশ দেন, শংকর ঘোষ ও মনোজ ওরাওঁকে বের করে দেওয়ার জন্য। এরপর মার্শাল শংকরের কাছে গিয়ে তাঁকে বেরিয়ে যেতে বলেন। অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে দিতে ওয়াকআউট করেন।

বিধানসভা থেকে বেরিয়ে শংকর বলেন, 'চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। বিধানসভা বিরোধী দলের কথা বলার জায়গা। কিন্তু এখানে বিরোধী দলকে কথা বলতে দেওয়া হয় না।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'উচ্চমাধ্যমিকের পর বারুইপুরে সভা করে এই অধ্যক্ষের মুখোশ খুলব। বাইরে যে গুন্ডামি তৃণমূল করাচ্ছে, বিধানসভার ভিতরে মার্শাল দিয়ে অধ্যক্ষ সেটাই করালেন। দীপক বর্মন রাজবংশী নেতা ও মনোজ ওরাওঁ আদিবাসী জনজাতি নেতা। তাঁদের যে অপমান করা হল, তা উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনজাতি ও রাজবংশী মানুষ বুঝে নেবেন।' পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিরোধী দল ছাড়া বিধানসভায় আলোচনা করার পরিবেশ থাকে না। কিন্তু এখানে বিরোধী দল যে আচরণ করল, তা কখনই কাম্য নয়। আমরাও বিরোধী দলে ছিলাম। কিন্তু এইরকম আচরণ আমরা কোনওদিন করিনি।' বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিধানসভার ভিতরে অধ্যক্ষর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

এরপর আটের পাতায়

সেহেরি তৈরির সময় অত্যাচার

পুড়িয়ে খুনের চেষ্টা বধূকে

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১০ মার্চ : রোজা রাখছেন। ভোরবেলা পরিবারের জন্য সেহেরির খাবার তৈরি করছিলেন। ভাবতে পারেননি স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সেই সময়টাতেই তাঁকে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করে বসে আছে। প্রথমে শ্বাসরোধ করে, তারপর মুখের ভেতর ও গায়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হল গৃহবধূকে। সোমবার ভোরে চাঁচল থানার সাহুরগাছি গ্রামের ঘটনা। নির্যাতিতার আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে যাওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচেছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্বামী ও শ্বশুর, শাশুড়ির বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তরা অবশ্য গা ঢাকা দিয়েছে।

নির্যাতিতা গৃহবধূর নাম রিয়া পারভিন (২১)। বছর তিনেক আগে সাহুরগাছি এলাকার সাদ্দাম আলির সঙ্গে রিয়ার বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই বাবার বাড়ি থেকে মোটা অংকের পণের টাকা আনার জন্য তাঁর উপর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি অত্যাচার চালাত। একটি পুত্রসন্তান জন্মানোর পরেও সেই অত্যাচার কমেনি। তিনবার গ্রামে সালিশি সভাও বসে। কিন্তু তাতে সুরাহার বদলে রিয়ার ওপর অত্যাচার আরও বেড়েছে। এদিন ভোরবেলা সেহেরির প্রস্তুতি সারার সময় স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি ফের রিয়ার উপর চড়াও হয়ে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার কথা বলে। অভিযোগ, রিয়া রাজি না হওয়ায় ওরা তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মারধর করতে শুরু করে। প্রথমে তাঁকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়। তারপর জোর করে মুখের ভেতর পেট্রোল ঢেলে গিলতে বাধ্য করা হয়। গায়েও পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরানোর চেষ্টা হতেই রিয়া মরিয়া হয়ে প্রাণপনে চিৎকার শুরু করেন। প্রতিবেশী শেখ রাহুল বলেন, 'এর আগেও এদের অশান্তি লেগেই থাকত। ভোরবেলা চিৎকার শুনে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম।' মারধরের কারণে এবং পেট্রোল খেয়ে নেওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন রিয়া। প্রতিবেশীরা তাঁকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন।

রিয়ার মা তারজুনা বিবি চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, 'প্রতিবেশীরা ঠিক সময়ে না এলে আজ হয়তো মেয়েটাকে পুড়িয়ে মেরে দিত। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার করছে। পুলিশ ওদের কঠোর শাস্তি দিক এটাই চাই।'

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

অভিযোগ
- বিয়ের পর থেকেই বাবার বাড়ি থেকে মোটা অঙ্কের পণের টাকা আনার জন্য তাঁর উপর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি অত্যাচার চালাত
- একটি পুত্রসন্তান জন্মানোর পরেও সেই অত্যাচার কমেনি
- তিনবার গ্রামে সালিশি সভাও বসে। কিন্তু তাতে সুরাহার বদলে রিয়ার ওপর অত্যাচার আরও বেড়েছে

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

গাড়ির ধাক্কায় আহত ৫ পরীক্ষার্থী

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পাঁচ ছাত্রী। চার চাকার একটি গাড়ির ধাক্কায় টোটো থেকে ছিটকে পড়ে ওই ছাত্রীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত শীতগ্রাম মণিডাঙা হাইস্কুলের সামনে জাতীয় সড়কের ওপরে। দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যায় টোটোটি। দুর্ঘটনার পর ক্ষিপ্ত পড়ুয়ারা চার চাকার গাড়িটিতে ভাঙচুর চালায়। চেষ্টা করে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়কে তাণ্ডব চলার পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

নাগর থেকে টোটোতে চেপে শীতগ্রাম হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল একাদশ শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রী। পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে মাত্র দেড়শো মিটার দূরে চার চাকার একটি যাত্রীবাহী গাড়ি টোটোয় ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যায় টোটোটি। ছিটকে পড়ে ছাত্রীরা। গুরুতর জখম হয় মুক্তি দাস, রুবি খাতুন, খুশি দাস, খায়রুন নেশা, আজমিরা খাতুন। এদের প্রত্যেকের বয়স ১৭ বছর। এদের প্রত্যেকের বাড়ির রায়গঞ্জ থানার জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরিয়াবাদ গ্রামে। আহত হন টোটোচালক বিক্রম সরকার(২২)। জগদীশপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। আহতদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা কনভেনার তথা তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতি প্রসূন দত্ত বলেন,'আমরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরিদর্শনে ছিলাম। রাস্তায় জানতে পারি পাঁচজন পরীক্ষার্থী সহ মোট ছয়জন একটি যাত্রীবাহী গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছে। আহত সকলের এরপর আটের পাতায়

দুর্ঘটনার কবলে
- পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে মাত্র দেড়শো মিটার দূরে চার চাকার একটি যাত্রীবাহী গাড়ি টোটোয় ধাক্কা মারে
- দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় টোটোটি। ছিটকে পড়ে ছাত্রীরা
- ক্ষিপ্ত পড়ুয়ারা চার চাকার গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। আগুন ধরানোর চেষ্টা করে
- প্রায় এক ঘণ্টা পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতরা রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় সংঘর্ষে জখম ছাত্রী। - দিবাকর সাহা

বোলাররাই প্রতিযোগিতা জেতায়, তৃপ্ত গম্ভীর

দুবাই, ১০ মার্চ : সাফল্যের রাত। উৎসবের রাত। আরও এগিয়ে চলার রাত!

ভারতীয় ক্রিকেটে সাফল্যের অভাব নেই। কিন্তু এমন রাত কমই এসেছে, যখন দমবন্ধ করা অবস্থার পর এসেছে ফুরফুরে বাতাস।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া। অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়া হওয়া। টানা ব্যর্থতার জেরে কোচ গৌতম গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছিল, শুরু হয়েছিল জল্পনা। তেমনই ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও খুব একটা স্বস্তিতে

দেশের হয়ে খেলা ইয়ার্কি নয় : রোহিত

জেতার পর। সোমবার।

ছিলেন না। তাঁর কেরিয়ারে ওঠাপড়ার নজির বিস্তর রয়েছে। কিন্তু অতীতে রোহিত কখনও এমন চাপে পড়েছিলেন কি?

জবাবে তর্ক চলবেই ক্রিকেট মহলে। গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর রোহিত এখন চাপমুক্ত। আপাতত ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েও তিনি ভাবছেন না, সাফল্যের রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নিজেই জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। শুধু তাই নয়, রোহিত জানিয়েছেন, দেশের জার্সিতে ক্রিকেট তিনি এখনও উপভোগ করছেন।

এরপর আটের পাতায়

কথায় কথায়

হিন্দির উগ্র আগ্রাসন রোধে আবার যুদ্ধে দ্রাবিড়ভূমি

আশিস ঘোষ

'তামিলকে রক্ষা করতে আমি মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একদিন সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই।' এটাই ছিল ২৭ বছরের চিন্নাস্বামীর শেষ চিঠি। ১৯৬৫ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন রাজ্যে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে গায়ে আগুন দিয়েছিলেন তিরুচিরাপল্লির এই তরুণ।

সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া নিয়ে দক্ষিণী এই রাজ্যে অসন্তোষ দীর্ঘদিনের। চিন্নাস্বামীর আত্মাহুতি তাতে ঘি ঢেলেছিল। পরপর আত্মাহুতির রীতিমতো হিড়িক পড়ে যায়। কম করেও আরও ছ'জন গায়ে আগুন দিয়ে মারা যান। বিষ খেয়েও প্রাণ দিয়েছিলেন আরও অনেকে। পুরোদস্তুর দাঙ্গা বেধে গিয়েছিল মাদুরাইতে। সব মিলিয়ে সত্তরজনের মৃত্যুর পরে দিল্লি বাধ্য হয় নড়েচড়ে বসতে। তখন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তামিলনাড়ুর নাম তখন মাদ্রাজ। হিন্দির সঙ্গে সহায়ক ভাষা হিসেবে ইংরেজিও থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর সেই তুমুল আন্দোলনে সাময়িক ভাটা পড়েছিল। '৬৭ সালের ভোটে জিতে যায় ডিএমকে। তারপর থেকে আর একবারও সে রাজ্যে জিততে পারেনি কংগ্রেস।

ষাট-সত্তর বছর পর আবার সেই তীব্র আন্দোলন ফিরে এসেছে। এবার গোলমালের মূলে নয়া শিক্ষানীতিতে ত্রিভাষা সূত্র। তাতে তিন ভাষার একটা ভাষা হিসেবে রয়েছে হিন্দি। তাতেই আবার মাথাচাড়া দিয়েছে সেই ব্যাপক আন্দোলনের স্মৃতি। দ্রাবিড় নেতারা ছাড়াও খ্যাতিমান তামিলরাও শামিল। ক্ষমতাসীন ডিএমকে বলছে দ্বিতীয় ভাষাযুদ্ধের কথা। কোনওমতেই দিল্লির সামনে মাথানত করবে না তারা। তামিল স্বাভিমানকে অবহেলা করে কেন্দ্রের খবরদারি মানা হবে না কখনোই। সর্বশিক্ষা অভিযানে তামিলনাড়ুকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে কেন্দ্র। চূড়ান্ত ক্ষোভ তা নিয়েও। যুদ্ধের হুমকি দিয়েছেন তামিল মুখ্যমন্ত্রী থেকে কমল হাসান। কমল হাসান বলেছেন, বরং ভারতেরই নাম বদলে এরপর আটের পাতায়

পিছিয়েই থাকা নাকি উন্নয়ন ?
কোন পথে হবে উত্তরের উত্তরণ
বলবেন আপনারাই
লিখব আমরা
আপনাদের মনের কথা
উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এডিশন স্পেশাল

আইহো বাসস্ট্যান্ডে বেহাল শৌচালয়
বিস্তারিত চারের পাতায়

প্রেমিকার বাবার রোষানলে প্রেমিক
বিস্তারিত আটের পাতায়

মায়ের দেহ রেখে পরীক্ষায়

পরীক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছে রূপঙ্কর। সোমবার। বোলপুরের কাছে।

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ১০ মার্চ : ঘরে পড়ে আছে মায়ের প্রাণহীন দেহ। কিন্তু তাতে থমকে যায়নি জীবন। তাই, হাজার কষ্ট বুকে চেপে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গেল ছেলে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের বোলপুর লাগোয়া রূপপুর গ্রামে।

এদিন সকাল থেকে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। ঘুম থেকে উঠে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল রূপঙ্কর ভাদুড়ি। সোমবার ছিল তার দর্শনের পরীক্ষা। সে গ্রামেরই বিনুরিয়া নীরদবরণ উচ্চবিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্র। তার পরীক্ষাকেন্দ্র বোলপুরের বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয়। পেশায় প্রান্তিক কৃষক বাবা বিপদতারণ ভাদুড়ি চাষের কাজে বেরিয়েছিলেন। ছেলে পরীক্ষা দিতে যাবে বলে তড়িঘড়ি রান্না করছিলেন বছর পঁয়তাল্লিশের মা অঞ্জু ভাদুড়ি।

প্রতিবেশী সূত্রে খবর, রোজকার মতো এদিনও সকালে ঘরের কাজ সেরেছেন অঞ্জু। তারপর যান রান্না করতে। কিছুটা রান্নার পর আচমকা বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন তিনি। রান্নাঘরের মাটির মেঝেতে গড়িয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় জল ঢালা হয়। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা যান। এমন ঘটনার জন্য আদৌ তৈরি ছিল না রূপঙ্কর। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যে তার জীবনের এত বড় পরীক্ষাকে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিই বা বলার থাকতে পারে। এমনটাই জানান প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে আসেন বিপদতারণ।

তিনি বলেন, 'অঞ্জুর কোনও অসুখ ছিল না। হঠাৎ যে কী হয়ে গেল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' রূপঙ্করের জ্যেঠু মধুসূদন ভাদুড়ির কথায়, 'এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব রূপঙ্কর মায়ের পাশে মাটিতেই শুয়ে পড়েছিল। বলছিল, আর কোনও পরীক্ষা দেবে না। খবর পেয়ে স্কুলের শিক্ষকরা এসে তাকে খুব করে বোঝান। এরপরই সে পরীক্ষা দিতে রাজি হয়। পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পর মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া ও দাহকার্য সম্পন্ন করে রূপঙ্কর। ওর জন্য আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি।' রূপঙ্কর বলে, 'আমার মানসিক অবস্থা ভালো নেই। শিক্ষকদের কথাতেই পরীক্ষায় বসেছি। কী লিখেছি জানি না। মায়ের এভাবে চলে যাওয়া কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

ঘটনা প্রসঙ্গে বিনুরিয়া নীরদবরণ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সন্ধ্যা দাস রায় বলেন, 'এমন মর্মন্তুদ ঘটনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঘটনার কথা জানার পরই স্কুল থেকে দুই শিক্ষক ছাত্রটির বাড়ি যান। তাঁরাই বুঝিয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে রাজি করান। এদিন সে পরীক্ষাও দিয়েছে। তার সাহস অতুলনীয়। আমি তাকে কুর্নিশ জানাই। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে আমরা অপেক্ষায় ছিলাম। তার সঙ্গে বাড়িও গিয়েছিলাম।'

পরীক্ষাকেন্দ্র বোলপুরের বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তথা সেন্টার ইনচার্জ শুভ্রা ঘোষ বলেন, 'ছেলে পরীক্ষা দেবে, এজন্য মা ভাত রান্না করছিলেন। এমন সুস্থ স্বাভাবিক মা এভাবে হঠাৎ চলে গেলেন! এমন কষ্ট বুকে চেপে সে দু'ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা দিয়েছে। আমরা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু সে রাজি হয়নি। সবার সঙ্গে বসেই পরীক্ষা দিয়েছে। ভালোই পরীক্ষা দিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, রূপঙ্করের এখনও আরও কয়েকটি পরীক্ষা বাকি। ঘটনায় কার্যত দিশেহারা বাবাও। তিনি বলেন, 'ছেলে আর কীভাবে লিখবে? আজই ওর মা চলে গেল। এমন শোকের কোনও সান্ত্বনা আছে কি?'

আত্রেয়ীতেও শিকারায় বেড়ানোর উদ্যোগ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : পাহাড় ঘেরা মনোরম দৃশ্যের মাঝে ডাল লেকে শিকারায় বসে কাওয়া-তে চুমুক। আহা! স্বর্গীয়। ভূ-স্বর্গের কথা ভাবলে এরকম একটা সুপ্ত বাসনা বা ছবি কমবেশি আমাদের সকলের মনেই ভেসে ওঠে। তবে এবার সেই শিকারা'র স্বাদ পেতে আর কাশ্মীরে যাওয়ার দরকার নেই। গৌড়বঙ্গবাসীকে গৌড়বঙ্গে থেকেই শিকারা'র স্বাদ দিতে চলেছে বালুরঘাট।

বালুরঘাট শহরের লাইফলাইন বলা হয় আত্রেয়ী নদীকে। পর্যটনবিহীন দক্ষিণ দিনাজপুরে এবার পর্যটনের ছোঁয়া আনতে শহরের লাইফলাইনকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। আত্রেয়ীতে খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে শিকারা পরিষেবা। মূলত পর্যটকদের আকর্ষণ কাড়তে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। আর তা তৈরি করতেই সোমবার বালুরঘাট পুরসভা, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ও সেচ দপ্তরের আধিকারিক আত্রেয়ী পাড় পরিদর্শন করেন। খুব শীঘ্রই এই প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্যে পাঠানো হবে বলে জানান বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

প্রোজেক্ট রিপোর্ট রাজ্যে পাঠানোর প্রস্তুতি

আত্রেয়ীর পাড় পরিদর্শনে প্রশাসনের আধিকারিকরা। সোমবার।

প্রকল্প সম্পর্কে জানা গিয়েছে, স্বল্প উচ্চতা বাঁধের ১০০ মিটারের মধ্যেই নদীবক্ষে বোটিংয়ের পাশাপাশি শিকারা পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। নদীর পূর্বপাড়ে চার নম্বর ওয়ার্ড ও পশ্চিম পাড়ে রয়েছে ১৩ নম্বর ওয়ার্ড। এই দুই দিকেই সুদৃশ্য পার্ক সহ সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হবে।

পর্যটনবিহীন জেলা হিসেবেই রাজ্যে পরিচিতি রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের। এই জেলায় পর্যটনের নতুন নতুন ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে মানুষ দাবি করে আসছে। ইকো ট্যুরিজম সহ নানা প্রকল্পের কথা ভাবা হলেও সেগুলির বাস্তবায়ন হয়নি। সম্প্রতি বালুরঘাট পুরসভার পক্ষে আত্রেয়ীকে কেন্দ্র করে পর্যটনের একটি প্রস্তাব দেওয়া হয় রাজ্য পর্যটন দপ্তরে। আর এরপরেই বালুরঘাট পুরসভার প্রস্তাবকে লুফে নিয়ে রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে আত্রেয়ীকে ঘিরে এই পর্যটন কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ইতিমধ্যেই বালুরঘাটের চকভবানী এলাকায় আত্রেয়ীর জল ধরে রাখতে স্বল্প উচ্চতার বাঁধের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সেচ দপ্তর। ওই বাঁধের কাছেই এবারে এই নতুন নৌকা বিহারের প্রকল্প করে তুলবে রাজ্য পর্যটন দপ্তর।

চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'আত্রেয়ীর দু'পাশেই সৌন্দর্যায়নের কাজ হবে। বসার ব্যবস্থা করা হবে। আর নদীতে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা করা হবে।'

যোগাসন শিবির

গঙ্গারামপুর, ১০ মার্চ : শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নারী দিবস সপ্তাহে মহিলাদের নিয়ে যোগাসন শিবিরে আয়োজন করল এবিওয়াইএসএ এবং ফিটনেস অফ বডি মাইন্ড সোল্ড সংগঠন। এদিনের যোগাসন শিবিরে গৃহবধূদের পাশাপাশি স্কুল ছাত্রীরাও অংশ নিয়েছিলেন। যোগাসন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এবিওয়াইএসএ-এর জেলা সম্পাদক মিঠুন রায়, ফিটনেস অফ বডি মাইন্ড সোল্ডের কর্মকর্তা পলি সাহা রায় প্রমুখ।

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ২.০০ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৫.০০ বিরোধ, রাত ১০.০০ একাই একশো
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ অন্নদাতা, ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ মহান, বিকেল ৪.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.৩০ দুই পৃথিবী, রাত ১০.৩০ ভাই আমার ভাই, ১.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার-টু
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.৩০ অন্যায় অবিচার, সন্ধে ৭.৩০ পাগলু, রাত ১০.৪০ চ্যাম্প
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ইস্টবেঙ্গলের ছেলে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ লক্ষ্মী দুর্গা সরস্বতী
জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৮ সিটিমার, দুপুর ২.২২ দ্য রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.১০ দ্য রিয়েল টাইগার, রাত ৮.০০ হিম্মতওর, ১০.৫৫ বেঙ্গল টাইগার
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৬ দরার, দুপুর ১.৫০ বজরঙ্গী-টু, বিকেল ৪.৫৩ বজ্রকায়া, সন্ধে ৭.৩০ সবসে বড়া খিলাড়ি, রাত ১০.৩৩ অঘোরি
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.২৯ জানওয়ার, বিকেল ৫.০৮ বিম্বিসার, রাত ৮.০০ ইন্ডিয়ান, ১১.১২ অরবিন্দ সমেথা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ গ্যাসলাইট, বিকেল ৩.০০ আ ওয়েডনেসডে! বিকেল ৪.৪৫ গুড লাক জেরি, সন্ধে ৬.৪৫ হেলিকপ্টার ইলা, রাত ৯.০০ বাবুল, ১১.৪৫ চান্স পে ডান্স

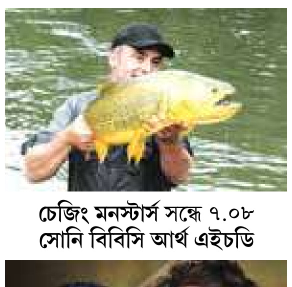

চেজিং মনস্টার্স সন্ধে ৭.০৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

মহান দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

রিও বিকেল ৪.০০ মুভিজ নাউ

গুড লাক জেরি, বিকেল ৪.৪৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

গ্রন্থাগারের অনুদান নিয়ে জেলায় বিতর্ক

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : জেলার বিভিন্ন সরকারি এবং সরকার পোষিত উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারের অনুদান নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মোট স্কুল ১৫৪ টি। তার মধ্যে অনুদান পেয়েছে ৯০টি স্কুল। অনুদানের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা। ৯০টি স্কুলের মধ্যে এমন স্কুলও আছে, যে স্কুলের গ্রন্থাগার দীর্ঘদিন বন্ধ। নেই গ্রন্থাগারিক অথচ সেই স্কুলকেও সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। অথচ ব্লকের একাধিক স্কুলের গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো বেশ ভালো। রয়েছেন গ্রন্থাগারিক। সেই সব স্কুল এই বছর অনুদান পায়নি। দেবীনগর কৈলাস চন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠ তার মধ্যে অন্যতম। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রাখি বিশ্বাস আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি যথেষ্ট ভালোমানের। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বইয়ের যথেষ্ট চাহিদা। কিন্তু অর্থাভাবে বই কেনা যাচ্ছে না। এবারের তালিকায় দেখলাম আমাদের বিদ্যালয়ের নাম নেই।'

অনুদান পায়নি সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চবিদ্যাচক্র স্কুলটিও। প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত জানান, 'এবার আমাদেরও তালিকায় নাম নেই। হয়তো এর আগে পেয়েছিলাম, সেজন্য হতে পারে।' নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক বিপুল মৈত্র বলেন, 'রায়গঞ্জ সহ জেলার অনেক ব্লকে বেশ কয়েকটি স্কুলে যথেষ্ট ভালো গ্রন্থাগার আছে। ছাত্রছাত্রীরা যথেষ্ট ভালো পরিষেবা পায়। গ্রন্থাগারের অনুদান পেলে পরিষেবার মান আরও ভালো হত।'

জন ঔষধি দিবস পালন

কালিয়াগঞ্জ, ১০ মার্চ : ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রের ব্যবহার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'জন ঔষধি' দিবস পালন করলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল।

কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সামনে একটি জন ঔষধি কেন্দ্রে উপস্থিত হন বিজেপি সাংসদ। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিজেপি কাউন্সিলার বিভাস সাহা, অপূর্ব রায় সহ অনান্যরা। এদিন ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র থেকে ওষুধের ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন।

রক্তদান

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত তেরো বছরের কিশোর তপন মহন্ত। ওই কিশোরকে রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচালেন বালুরঘাটের মৌসুমী দে। সোমবার তিনি বালুরঘাট ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে ওই কিশোরের জন্য রক্ত দান করেন।

এল হোলি...। মুখোশ পরে রং বিক্রি। সোমবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

রহস্যজনক আগুন ঘিরে আতঙ্ক হরিশ্চন্দ্রপুরে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১০ মার্চ : গ্রামে যখন তখন যেখানে সেখানে অগুন ধরে উঠছে। কিন্তু কীভাবে ধরছে কিছুই বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। হরিশ্চন্দ্রপুর দুই নম্বর ব্লকের শীতলপুর এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে এমন অদ্ভুতুড়ে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, গত চার দিন থেকে শীতলপুর গ্রামে কখনও কোনও খড়ের গাদায় কখনও বা কাপড়ের বাক্সে কখনও বা বাড়ির চালে আগুন লেগে যাচ্ছে। আর এর জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকাতে। ভয়ে বাড়ির বাইরে থাকতে চাইছেন না কেউ।

স্থানীয় বাসিন্দা মাসরেকুল আলমের দাবি, 'আমরা আগুনের কোনও হদিস পাচ্ছি না। ইতিমধ্যে গ্রামের চারজন মোহাম্মদ নুহু, জিয়ারুল ইসলাম, সাদিকুল ইসলাম, এবং সইবুর রহমানের বাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। কীভাবে আগুন লাগল কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সাদিকুল বলেন, 'বাড়ির কাপড় রাখার বাক্সে আগুন লেগে গিয়েছিল। কীভাবে লাগল কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

এপ্রসঙ্গে এলাকার বিধায়ক তজমুল হোসেন কলকাতা থেকে ফোনে বলেন, 'আমার প্রতিনিধিকে ঘটনাটা সরজমিনে দেখে আসতে বলেছি।'

বিডিও তাপস পাল এদিন বলেন, 'আজ একজন আধিকারিক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু যা রিপোর্ট পেয়েছি তাতে কোনও দাহ্য পদার্থ বা গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায়নি। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হচ্ছে।'

কয়েকদিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ফুলহর নদীর তীরে খিদিরপুর গ্রামের এক চাষির জল সেচের পাইপ থেকে সন্দেহজনক গ্যাস বেরোনোর ঘটনা সামনে এসেছে। জেলা বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদক সুনীল দাসের বক্তব্য, 'আশেপাশের মিথেন গ্যাসের কোনও উৎস আছে কি না সেটা দেখতে হবে। যদি না হয় তাহলে কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাড়িগুলিতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করছে। আমাদের টিম ওই গ্রামে গিয়ে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখবে।'

ছোটদের বইমেলা

কুশমণ্ডি, ১০ মার্চ : কুশমণ্ডি ব্লকের খাগড়াকুড়ি প্রাথমিকে আয়োজিত হল ছোটদের বইমেলা। সোমবার জেলার দুই কবি মৃণাল চক্রবর্তী ও গোবিন্দ তালুকদারের হাত দিয়ে মেলার সূচনা হয়। মেলার আয়োজন প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক প্রীতম সাহা জানিয়েছেন 'ছেলেদের ক্লাস নেবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম তোরা কি কোনও মেলা দেখেছিস? উত্তর এসেছিল না। ছয়মাস আগের সেই ঘটনা থেকেই এই মেলার পরিকল্পনা শুরু করা হয়।'

কলকাতার স্বর্ণারেশ প্রকাশনার সম্পাদক জয়দেব ভট্টাচার্যের কথায়, 'স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বর্তমানে লেখক ও প্রকাশক অসমঞ্জ ঘোষের কাছে জানতে পেরে আসব বলে ঠিক করি।'

প্রাথমিকের শিক্ষকদের নিজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও ছোটদের বইমেলায় যোগ দিয়েছেন কুশমণ্ডির মদনমোহন লাইব্রেরি, সরিফা বুকস। ছোটদের রামায়ণ, চাঁদের পাহাড়, টুনটুনির গল্প, গোপাল ভাঁড়, ঠাকুমার ঝুলি, থেকে শুরু করে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম হয়ে সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছোটদের বই। এছাড়াও জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের লেখা বই মিলিয়ে মোট চার হাজার বই রয়েছে মেলায়। প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ রেয়াজুল ইসলাম বলেন, 'বইয়ের জগৎ-এ ছোটদের প্রথম থেকেই যুক্ত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা।'

শোভাযাত্রা

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : 'বিবিধের মাঝে ঐক্য'-র বার্তা নিয়ে বালুরঘাট শহরে ফাল্গুন মাসের একাদশী তিথি উপলক্ষ্যে মারোয়ারি সমাজের তরফে খাটু শ্যামের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হলো সোমবার। সারা দেশের মতো এখানেও ভক্তরা ধুমধাম করে এই উৎসব পালন করেন। সঙ্গীত, নৃত্য ও ধর্মীয় স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহরের রাস্তা।

ছাত্রবৃত্তি প্রদান

গঙ্গারামপুর, ১০ মার্চ : বঙ্গীয় যাদব মহাসভার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডাঃ দুলাল চন্দ্র ঘোষ ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হল। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গঙ্গারামপুর শহরের কালিতলার একটি উৎসব ভবনে। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় যাদব মহাসভার রাজ্য সভাপতি শ্যামচাঁদ ঘোষ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা যুব শাখার সভাপতি নরেশ ঘোষ প্রমুখ। জেলার প্রায় ২০ জন দুঃস্থ পড়ুয়াদের হাতে ছাত্রবৃত্তির চেক তুলে দেওয়া হয়।

এসপির দ্বারস্থ তরুণী

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : সোশ্যাল মিডিয়ায় তরুণীর ছবি দিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য লেখার অভিযোগ উঠল বাগুইহাটির এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনায় ইতিমধ্যে বালুরঘাটে সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। যদিও তারপরে পুলিশ প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। অবশেষে বিচার পেতে জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন বালুরঘাট থানা এলাকার ওই তরুণী।

ওই তরুণের সঙ্গে ২০১৮ সালে কর্মসূত্রে পরিচয় হয় তরুণীর। এরপরই তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবাহিত জানতে পেরেই ২০২০ সালে সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসে বালুরঘাটের তরুণী। অভিযোগ, সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসার পরই ওই তরুণী এবং তাঁর পরিবারের নামে কুৎসা ও অপপ্রচার চালাচ্ছে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি। বিষয়টি নজরে আসতেই এবার জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন তরুণী ও তাঁর পরিবার। ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন।

হিমঘরে আলু

গঙ্গারামপুর, ১০ মার্চ : গঙ্গারামপুর হিমঘরে আলু রাখার কাজ শুরু করেছেন জেলার কৃষকরা। জেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা টোটো, ভ্যান ভর্তি আলু নিয়ে হিমঘরে সামনে ৫১২নং জাতীয় সড়কের ফুটপাথে লাইন করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দীর্ঘক্ষণ।

বেআইনি বালি পাচার রোধে অভিযান

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা যৌথভাবে বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসপুর এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক করেন তাঁরা। তবে আরও পাঁচটি ট্র্যাক্টর নিয়ে চালকরা পালিয়ে যান।

বালুরঘাট থানার খাসপুর সহ বেশকিছু এলাকা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বালি পাচার করার অভিযোগ উঠছিল। নদীচরে লিজ না থাকলেও সেখান থেকে দেদারে বালি তুলে তা বিক্রি করার অভিযোগ উঠছিল কয়েকজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। বেআইনি বালি পাচার রুখতেই শনিবার বিকেলে সদর মহকুমা শাসক সুব্রতকুমার বর্মন, ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ, এসডিএলআরও ভাস্কর ভট্টাচার্য সহ অন্য আধিকারিকরা অভিযানে নামেন।

পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের দেখে অনেক চালক বালি ফেলে ট্র্যাক্টর নিয়ে পালিয়ে যান।

ডিএসপি বিক্রম প্রসাদ জানান, 'বালুরঘাট ব্লকের খাসপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানে একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর ধরা হয়েছে।'

তরুণদের মাঠে ফেরাতে ফুটবল

হবিবপুর, ১০ মার্চ : মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়েছে তরুণ সমাজ। শিশু থেকে কিশোর – সকলের জীবন মুখোফোনে বন্দি। তরুণ সমাজের একাংশ ভয়ংকরভাবে সামাজিক মাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাদের ফের মাঠমুখী করে তুলতে অভিনব উদ্যোগ নিল 'দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন।' আয়োজন করে দুই দিনের নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। টুর্নামেন্ট বসে জাজোইল পঞ্চায়েতের হরিপুর মাঠে। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৩২টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। খেলোয়াড়দের দেওয়া হয় জার্সি। সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচে অংশ নেওয়া দলগুলিকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের লক্ষ্য, আগামীতে এলাকার তরুণ সমাজের মধ্যে খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা।

সংগঠনের মালদা জেলা সভাপতি অমল রায় বলেন, 'তরুণ প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলোর আগ্রহ কমছে। তারা মোবাইল গেমে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাই তাদের মধ্যে খেলাধুলোর আগ্রহ বাড়াতে এই উদ্যোগ।'

Office of the Principal Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital

e-Tender Notice

Tender is invited for Providing of Scavenging Personnel at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/515/2025, Dated 10/03/2025. Details are available from the following sites : **www.wbtender.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in**

Sd/-
Principal, MJNMC&H Cooch Behar

e-NIT
Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar
e-NIT No 23/SOIL/NFSM/2024-25&24/SOIL/NMEO/2024-25 dated 06/03/2025
(https://wbtenders.gov.in)
E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below / at par / above) in Two Cover System (E-procurement) for Excavation of Water Harvesting Structure (WHS) as **50% of the Govt. Assistance Basis** under **NFSM-Rice** 2024-25 & **100% of the Govt. Assistance Basis** under **NMEO-Oilseeds** of Coochbehar District on **site specific activities** as watershed basis from resourceful & bonafide agencies.
Last date of application for tender papers is 11/03/2025 11:00 Hrs
For Details, please visit the site or office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.

FLAT FOR SALE

A 3 BHK Flat (1350 Sq. Ft.) with parking space opposite of Auxilium School, Siliguri is on sale. Price negotiable. Contact : 73843-80714 / 94341-53500.

অ্যাফিডেভিট

সোসাইটির প্যান কার্ড নম্বর AAATJ 2298R EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে ১০.৩.২৫ তাং অ্যাফিডেভিট বলে Jalpaiguri Diocese Charity Development Society এবং Jalpaiguri Charity Development Society এক এবং অভিন্ন সংস্থা বলে পরিচিত হইলো। ক্লেমেন্ট তীরকী জলঃ (C/114766)

কর্মখালি

হোটেলে কাজের ছেলে লাগবে। স্থান- জলপাইগুড়ি তালমা। M : 7797682148. (C/115613)

•

Niram Industries Pvt. Ltd have below vacancy- Senior Accountant, Purchase Manager, Executive Assistant to MD, Labortary Technician. Contact - 9474679380/9832720437 www.niramindustries.com (C/115237)

•

Need a Chef and Male Female Service Staff for Whistle Garden Restaurent Pradhannagar. Siliguri. Salary Negotiable. M : 7001408729, 7076250400. (C/115615)

•

শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ডের জন্য শীঘ্রই পুরুষ/মহিলা প্রয়োজন। বেতন সাক্ষাতে। M :- 93829-82327, 98324-22178. (C/115238)

•

Required Teachers & Staff for Sister Nivedita Convent School, Tufanganj, Cooch Behar. Office Staff : B.Com.Computer savvy. Must be fluent in English, T.G.T (English) : B.A. (H) or M.A. (English) & B.Ed. Must be Fluent in English. Librarian. : B. Lib. or M.Lib with experience. Only local candidates are requested to send their resumes indicating the post applied for within 3 days through email. sisterniveditatfg@gmail.com, Contact No : 9614192239, 9234304686. (D/S)

BOLERO ON SALE

BOLERO MAXI TRUCK PLUS BS IV, 2015, CLOSED BODY, GOOD RUNNING CONDITION, ON SALE IN SILIGURI. CON: 9678072087

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড শাখা : বর্ধমান রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০৫ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি :- ৭০০৯৯৫৮৭০৪ *ইমেল :- B889@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৮(৬) অনুবিধি অনুসরণ করুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন এবং রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৭.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে, 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ- ২২,৫২,০৭৯/- (টাকাঃ- বাইশ লক্ষ বাহান্ন হাজার উনআশি মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড শাখার কাছে- ১) মেসার্স সিকিম জুয়েলার্স (মালিক :- লাবণি পাল) হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং- এইচ/৩৯৮/৭/১৪২/১, আরামবাগ চিকেনের পিছনে, এইচ সি রোড, ওয়ার্ড নং ৬, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১-এ ব্যবসা চালান। ২) শ্রীমতী লাবণি পাল, শ্রী সজল পালের স্ত্রী- (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), ঘোঘোমালি প্রধান রাস্তা, নিরঞ্জননগর, ওয়ার্ড নং ৩৬, থানা- ভক্তিনগর, ডাবগ্রাম, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০৬-এ বসবাসরত। ৩) শ্রী সজল পাল, শ্রী রামজয় পালের পুত্র (জামিনদাতা) রামকৃষ্ণ সাইকেল স্টোর, ঘোঘোমালি প্রধান রাস্তা, নিরঞ্জননগর, ওয়ার্ড নং ৩৬, থানা- ভক্তিনগর, ডাবগ্রাম, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৬ এ বসবাসরত ব্যক্তির কাছে ০৪.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে পাওনা রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :-

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	দোকানটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ ৯০ স্কোয়ারফিট পরিমাপের এলাকায় দ্বিতীয় তলে অবস্থিত। যেটি জমির পরিমাণ ১½ কাঠা, প্লট নং (আরএস)৮০৪০, খতিয়ান নং ২১৯১, মৌজা শিলিগুড়ি, জেএল নং ১১০ (নতুন ৮৮) তৌজি নং ৩(জেএ), শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড নং VI, হোল্ডিং নং ৫৯৮/৭/১৪২/০১, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, থানা-শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১-এ শ্রীমতী লাবণি পাল, শ্রী সজল পালের স্ত্রী-এর স্বত্বাধীকরণে অবস্থিত। সমস্ত সম্পত্তির সীমানা (দলিল অনুসারে) উত্তর : শ্রী এস দাস এর জমি, দক্ষিণ :- শ্রী এইচ দাস এর জমি, পূর্ব :- পিডব্লিউডি -এর রাস্তা, পশ্চিম :- শ্রী বি মিশির-এর জমি। দোকানটির সীমানা :- উত্তর :- ইউকো ব্যাংক-এর দেওয়াল, দক্ষিণ :- সর্বজনীন প্যাসেজ, পূর্ব :- আরামবাগ চিকেন সপ, পশ্চিম :- বিক্রেতাদের দ্বারা বিক্রীত জমি।
সম্পত্তিটির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৮,৫০,০০০/- (টাকাঃ- আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ- ৮৫,০০০/- (টাকা :- পঁচাশি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ- ১০০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৭.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০।
সম্পত্তির আইডি নং	[illegible]

[illegible]

তারিখ : ০৫.০৩.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি :- সঞ্জীব ভগৎ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং - ৭০০৯৯৫৮৭০৪ এবং সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

F. No. BN/2-R/Auction/AF Hasimara/FT/I
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E-AUCTION NOTICE

The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **04** Nos. of dangerous standing green trees viz. Sal, Eucalyptus & Siris etc at Air Force Station Hasimara, Alipurduar Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in)** on **22.03.2025** between **09:00 hours on 17:00 hours**.

The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 21,000/-** (Rupees Twenty One thousand only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.

BN/2-R/Auction/AF Hasimara/FT/I/49
Station : Siliguri.
Dated : 07 March, 2025

N. K. Pandey, **IDES**
Defence Estates Officer
Siliguri Circle

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর সেরে যাওয়ায় উৎকণ্ঠামুক্ত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **বৃষ :** সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড। বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। **মিথুন :** সংসারে আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **কর্কট :** পারিবারিক কাজে দূরে যেতে হতে পারে। সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরা আজ ভালো সুযোগ পাবেন। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে অযথা ঋণ করতে যাবেন না। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কন্যা :** চিকিৎসকের পরামর্শ পালন করুন। জমি কেনাবেচায় অভিজ্ঞের পরামর্শ নিলে ভালো হয়। **তুলা :** দূরের প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। সন্তানের চাকরির খবরে পরিবারে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** অফিসে কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসিত হবেন। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **ধনু :** প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। আর্থিক ঋণ শোধ করার চেষ্টা করুন। **মকর :** ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **কুম্ভ :** না জেনে কাউকে টাকা ধার দেবেন না। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে কষ্ট। **মীন :** ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। সংসারের কাজ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ততা থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২০ ফাল্গুন, ১১ মার্চ, ২০২৫, ২৬ ফাগুন, সংবৎ ১২ ফাল্গুন সুদি, ১০ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৫, অঃ ৫।৪০। মঙ্গলবার, দ্বাদশী দিবা ৯।৩১। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ৩।১০। অতিগণ্ডযোগ দিবা ২।৪২। বালবকরণ দিবা ৯।৩১ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৯।৩৭ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।১০ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৩১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৯।৩১ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।২৩ গতে ৮।৫২ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।১২ গতে ৮।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-৭।৫৯ গতে ১০।২৬ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৪।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৫ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৩৭ গতে ৩।১১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN THE CLEAR LEADER
IN JEE MAIN 2025 (SESSION 1)
5 Overall 100%ile Scorers
14 State Toppers
ALLEN JEE Main (Session 1) 2025 results validated by
Official result validator
EY
100 %ile
100 %ile
100 %ile
100 %ile
100 %ile
PERFECT 300 300 SCORER
RAJASTHAN TOPPER
Rajit Gupta
7-Year Classroom Course
RAJASTHAN TOPPER
Arnav Singh
6-Year Classroom Course
RAJASTHAN TOPPER
Om Prakash Behera
3-Year Classroom Course
RAJASTHAN TOPPER
Saksham Jindal
3-Year Classroom Course
DELHI (NCT) TOPPER
Harsh Jha
Online Test Series
ONLINE LIVE COURSE CHAMPIONS
99.998%ile Aritro Ray 1-Year Live Course
99.990%ile Chirag Singh 2-Year Live Course
99.979%ile Arka Banerjee 1-Year Live Course
99.964%ile Ahmad Shayan 2-Year Live Course
99.933%ile Aditya Mishra 1-Year Live Course
99.898%ile Veeram N. Shah 1-Year Live Course
ALLEN SILIGURI CHAMPIONS
Performance that is setting new records in 2025!
99.905%ile Vatsal Varenya 2-year Classroom Course
99.854%ile Sayurjya Mondal 3-year Classroom Course
99.837%ile Pranshu Goyal 2-year Classroom Course
99.754%ile Armaan Saha 3-year Classroom Course
99.741%ile Aaronya Chakraborty 2-year Classroom Course
99.942%ile Mayank Khoria 2-year Classroom Course
SILIGURI City Topper
99.404%ile Saptarshi Ghosh 2-year Classroom Course
99.340%ile Aditya Pan 2-year Classroom Course
99.336%ile Raj Sah 2-year Classroom Course
99.331%ile Surjanshu Roy 3-year Classroom Course
99.259%ile Pritish Nandy 3-year Classroom Course
99.216%ile Khwaish Goyal 2-year Classroom Course
99.147%ile Jaydeep Paul 2-year Classroom Course
13 Students Scored 99 Percentile & Above
26 Students Scored 95 Percentile & Above
47 Students Scored 90 Percentile & Above
ADMISSIONS OPEN
NEET (UG) | JEE (Main+Adv.)
Olympiads | Class 7th to 12th & 12th Pass
SIGN-UP FOR ASAT
GET UP TO 90% SCHOLARSHIP*
TEST DATES: 16 & 23 MAR, 2025
ALLEN
0744-3556677
allen.ac.in
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
Batches Starting from
NURTURE COURSE
For students moving from class 10th to 11th
JEE (Main+Adv.): 03 APRIL
NEET (UG): 03 APRIL
ENTHUSIAST COURSE
For students moving from class 11th to 12th
JEE (Main+Adv.): 25 MARCH
NEET (UG): 25 MARCH
LEADER COURSE
For class 12th pass students
JEE (Main+Adv.): 23 APRIL & 07 MAY
NEET (UG): 23 APRIL & 07 MAY
PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION
For class 7th to 10th students
CLASS 7th to 10th: 03 APRIL
For more test dates & course start dates visit: allen.ac.in
ALLEN Siliguri Center
95137 84242 allen.ac.in/siliguri
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid courses.

রাস্তার শিলান্যাস

নিউজ ব্যুরো

১০ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার বরাদ্দ অর্থে নয় কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক গৌতম পাল। উপস্থিত ছিলেন করণদিঘির বিডিও জয়ন্তদেবব্রত চৌধুরী সহ প্রমুখ। বিধায়ক গৌতম পাল বলেন, 'প্রায় নয় কিলোমিটার রাস্তার জন্য ৯ কোটি ২১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে।'

অপরদিকে, ডালখোলা থানার সুর্য্যাপুর বাজার থেকে লালগঞ্জ হয়ে খুদ্দন পর্যন্ত ১১ কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করেন চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ। উপস্থিত ছিলেন গোয়ালপোখর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম সহ প্রমুখ। বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ বলেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১২ কোটি ২৭ লক্ষ অর্থ ব্যয়ে এই রাস্তার এক্সটেনশন ও মেরামত হবে।'

রবিবার বৈষ্ণবনগর বিধানসভার অন্তর্গত তেলিপাড়া থেকে বৈদ্যনাথপুর পর্যন্ত রাস্তার শিলান্যাস হল। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পের ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ব্যয়ে সাত কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা সরকার।

বিষপানের পর মৃত্যু বধূর

মালদা, ১০ মার্চ : অস্বাভাবিক মৃত্যু এক গৃহবধূর। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বিষপান করে ওই বধূ আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের দাবি। তবে কেন তিনি ওই পথ বেছে নিলেন, তা নিয়ে ধন্দে সকলেই। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট থানার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মৃত তরুণীর নাম ডলি তুরি (১৮)। বাড়ি সাহেবগঞ্জের জামপুর এলাকায়। প্রায় এক বছর আগে ওই এলাকারই সিকন্দর রবিদাসের সঙ্গে বিয়ে হয় ডলির। শনিবার রাতে সকলের অজান্তে বিষপান করেন ডলিদেবী। বিষয়টি নজরে আসতেই পরিবারের লোকজন তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ওয়াকফ প্রতিবাদ

কুমারগঞ্জ, ১০ মার্চ : ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে পথে নামল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ সংগঠন। সোমবার কুমারগঞ্জ ব্লকের রাইখন হাটে এই বিল বাতিলের দাবিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতা মুফতিমফিজউদ্দিন মোল্লা, জয়নাল আবেদিন সহ প্রমুখ।

শান্তি বৈঠক

সামশেরগঞ্জ, ১০ মার্চ : সামশেরগঞ্জ থানার উদ্যোগে সর্বধর্মীয় শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল সোমবার। ইদ এবং হোলি উৎসবকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই এই বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খান, জঙ্গিপুরের সার্কেল ইনস্পেকটর স্বরূপ বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ।

সম্মাননা

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : যাদবপুরের কেপিসি মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা পেলেন রায়গঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য। প্রাইমারি কেয়ার ও পাবলিক হেল্থের জন্য এই অ্যাওয়ার্ড পেলেন জয়ন্তবাবু। তাঁর হাতে মেডেল, শংসাপত্র ও ২০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

শুকনো পুকুরে মাছের খোঁজ। সোমবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

শ্রমিকের কাজে গিয়ে মুম্বইয়ে হাসপাতালে ভর্তি

ভিনরাজ্যে অসুস্থ স্বামী, সাহায্যের আবেদন স্ত্রীর

আজাদ

মানিকচক, ১০ মার্চ : সংসারের ঘানি টানতে শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই মানিকচকের ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়বাগান রামচাঁদটোলার পরিযায়ী শ্রমিক বিকাশ মণ্ডল কাজের তাগিদে পাড়ি দিয়েছিলেন ভিনরাজ্যে। মুম্বইয়ের দাদারি এলাকায় প্যান্ডেল নির্মাণের কাজে যোগও দেন। কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পরই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন বিকাশ। বর্তমানে কিডনি ও লিভারজনিত রোগে গুরুতর আক্রান্ত তিনি। মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি। চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন মোটা অঙ্কের টাকা।

> চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। আমি আমার স্বামীকে বাঁচাতে চাই। স্বামীর চিকিৎসার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।
>
> **বিশাখা মণ্ডল**
> অসুস্থ শ্রমিকের স্ত্রী

কিন্তু বিকাশের মতো দুঃস্থ পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার এত টাকা পাবে কোথায়। আর চিকিৎসা করাতে না পারলে অকালেই চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারাতে হবে বিকাশকে। গ্রামের বাড়িতে রয়েছে বিকাশের স্ত্রী ও তার দুই নাবালক সন্তান। বিকাশকে বাঁচাতে তার স্ত্রী বিশাখা মণ্ডল ও তার দুই নাবালক সন্তানের কাতর আবেদন। এখন তারা গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিকাশের চিকিৎসার জন্য টাকা সংগ্রহ করছেন। কিন্তু এই যৎসামান্য টাকায় বিকাশের কঠিন রোগের চিকিৎসা অসম্ভব। বিকাশকে সুস্থ করে তুলতে চাই সরকারি সাহায্যের।

বিকাশ মণ্ডল। বয়স ৪০। বিকাশ এলাকায় দিনমজুরের কাজ করতেন। গত ছয় মাস আগে কিডনি ও লিভারজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী দশা হয় বিকাশের। অনেক চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে কাজ করতে না পারায় দু'বেলা সন্তানদের মুখে অন্ন জোটাতে পারছিল না বিকাশ। শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও শেষমেশ মাস খানেক আগে শুধুমাত্র কাজের তাগিদে মুম্বইয়ে পাড়ি দেয় বিকাশ। কিন্তু মাসখানেক কাজ করার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্তমানে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন। বিকাশের লিভার ও কিডনি দুটি আংশিকভাবে অকেজো হয়ে পড়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রচুর টাকা।

অসুস্থ পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী বিশাখা মণ্ডলের বক্তব্য, 'গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বামীর চিকিৎসার জন্যে টাকা সংগ্রহ করছি। কিন্তু চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। আমি আমার স্বামীকে বাঁচাতে চাই। স্বামীর চিকিৎসার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমি চাই, কোনও বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এসে আমাদের মতন গরিবের পাশে দাঁড়াক, যাতে আমি আমার অসুস্থ স্বামীকে সুস্থ করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আনতে পারি।'

হাজার কণ্ঠে সংবিধান পাঠ

বামনগোলা, ১০ মার্চ : হাজার কণ্ঠে সংবিধান পাঠ অনুষ্ঠিত হল বামনগোলার জামতলা সেরিকালচার ময়দানে। আদিবাসী সংগঠন 'মাঝি পরগনা গাঁওতা' এর দু'দিন ব্যাপী ১৬ তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান হয়। এদিন ছিল সম্মেলনের শেষ দিন। অনুষ্ঠিত হয় হাজার কণ্ঠে সংবিধান পাঠ। দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন হয়। তারপরই সংবিধান পাঠের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশের মঞ্চে বক্তারা সংবিধানকে মান্যতা দেবার ওপর জোর দেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনে পুনরায় নতুন রাজ্য সভাপতি হয়েছেন মোহন মুর্মু। রাজ্য সম্পাদক হয়েছেন কৃষ্ণা হেমব্রম। নতুন করে রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে ১৩ জনকে নিয়ে। নেতৃত্বরা জানিয়েছেন, অধিকার আদায়ে নতুন কর্মসূচি নির্ধারণ করে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করবে এই কমিটি।

গাছ বাঁচাতে ডেপুটেশন

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : আবদুলঘাটা থেকে কর্ণজোড়া পর্যন্ত বাঁধ রোডের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এতে বাঁধের ওপর থাকা বহু পরিণত গাছ কাটা পড়তে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল বিজ্ঞানমঞ্চ সংগঠন। সেই গাছ বাঁচানোর দাবিকে সামনে রেখে রায়গঞ্জ বন আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মার কাছে ডেপুটেশন দিলেন রায়গঞ্জ বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীরা। রায়গঞ্জ কেন্দ্রের সম্পাদক সূর্যনারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, 'রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কিছু গাছকে আলাদা করে মার্কিং করা হয়েছে। আমাদের আশঙ্কা, এই গাছগুলিকে কেটে ফেলার একটা পরিকল্পনা প্রশাসনের হয়তো আছে। গাছ কাটার পরিকল্পনাকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন অনিরুদ্ধ সিনহা, অপূর্ব মণ্ডল সহ প্রমুখ।

উরসমেলা

রসাখোয়া, ১০ মার্চ : সোমবার রসাখোয়ায় পাঁচ পিরের উরস মেলা শুরু হল। দু'দিন ধরে চলবে এই মেলা। কমিটির সম্পাদক শেখ দিলহাস জানান, 'প্রায় দেড়শো বছর ধরে এখানে উরস হচ্ছে। সারারাত ব্যাপী কাওয়ালি হয়। বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিল্পীরা আসেন।'

ক্ষতির মুখে পড়া শতাধিক বোরোচাষির বিক্ষোভ

জলের পাইপলাইনের ওপর নির্মাণকাজ

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : জল যাওয়ার পাইপ লাইনের ওপর নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ উঠল জমির মালিকের বিরুদ্ধে। ফলে এক সপ্তাহ ধরে নদী সেচ প্রকল্পে জল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাসাগর এলাকায়। বোরো ধান থেকে বিভিন্ন শাকসবজি ক্ষতির মুখে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় সোমবার দুপুরে গঙ্গাসাগরে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক কৃষক।

এবিষয়ে বাড়ির কাজ করার অভিযোগ ওঠায় বিপিন প্রধান বলেন, 'কয়েকদিন আগে এনিয়ে আলোচনা হয়েছিল। জলের পাইপলাইন অন্য সাইট দিয়ে করে দেওয়া হবে। সেই মতো কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু আজ এসে সেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেই এই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব। এরপর সমস্যা না মিটলে আইনের দ্বারস্থ হব।'

রিভার লিফট ইরিগেশন অর্থাৎ আরএআইয়ের কানেকটিং সেন্টারের জায়গায় করা হচ্ছে নির্মাণ কাজ। যার ফলে আগামীদিনে নির্মাণ কাজ শেষ হলে সেখানে পাইপলাইনে কোনও সমস্যা হলে তা ঠিক করা মুশকিল। এদিকে জমির মালিক একরকম জোর করেই সেখানে নির্মাণ কাজ করছিলেন। এই সমস্যার কারণে গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে এলাকার আরএলআই মেশিন।

সোমবার দুপুরে গঙ্গাসাগরে আরএলআই মেশিন সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ দেখান শতাধিক কৃষক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আরএলআই অফিসের আধিকারিকরা। কথা বলেন বিক্ষোভকারী কৃষকদের সঙ্গে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মলয়কুমার মণ্ডল। পরে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে সেই নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়। এখন প্রশাসন কি সিদ্ধান্ত নেয়, সেই অপেক্ষায় কৃষকরা।

স্থানীয় কৃষক পরিমল সরকার বলেন, 'জায়গার আসল মালিক সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই জায়গা বিপিন প্রধান নামে একজন জেনে শুনেই কিনেছেন। এখন কৃষকরা জল না পেয়ে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন।'

গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলছেন পঞ্চায়েত সদস্য। - সংবাদচিত্র

চককাশি জল সরবরাহ কমিটির সভাপতি পরিতোষ মণ্ডলের কথায়, 'এই মেশিন থেকে ১৫০- ২০০ জন কৃষক চাষবাস করেন। বর্তমানে বোরো ধানের মরশুম চলছে। এছাড়াও অন্যান্য শাকসবজি লাগিয়েছেন কৃষকরা। এমন পরিস্থিতিতে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।' বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মলয়কুমার মণ্ডলের বক্তব্য, 'বিষয়টি জানতে পেরে আজ ঘটনাস্থলে আসি। কৃষক ও অভিযোগ ওঠা ব্যক্তির সঙ্গে এনিয়ে কথা বলি। এই সমস্যা না মিটলে এলাকার কয়েকশো কৃষক সমস্যায় পড়বে।' ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরএলআই অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ওমশংকর মণ্ডল বলেন, 'এনিয়ে যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলবেন।'

তৃণমূলের জনসংযোগে ভূতনিতে রাস্তার দাবি

মানিকচক, ১০ মার্চ : আগে রাস্তা, পরে ভোট। সোমবার জনসংযোগ কর্মসূচিতে ভূতনির কার্তিকটোলা গ্রামে গিয়ে এমন কথাই শুনতে হল মালদা জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে। গ্রামবাসীরা আরও জানান, যে দল রাস্তা করে দেবে, সেই দলকেই তাঁরা ভোট দেবেন। গ্রামবাসীর এই দাবিকে ন্যায্য বলে মেনে নেন বিশ্বজিৎবাবু। ফোনেই তড়িঘড়ি কথা বলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও জেলা শাসকের সঙ্গে।

> বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। গত সপ্তাহে আমরা গ্রাম্যসভার বৈঠকে বসে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> **আশুতোষ মণ্ডল, গ্রামবাসী**

ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুরের পশ্চিম নারায়ণপুর কার্তিকটোলার দীর্ঘদিনের সমস্যা রাস্তা নিয়ে। গ্রামে ঢোকার মূল রাস্তার দশা বেহাল। বর্ষার মরশুমে এই রাস্তার কারণে দুর্ভোগে পড়তে হয় গ্রামবাসীকে। এমনকি বর্ষাকালে রাস্তার অভাবে মানিকচকের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রামে ঢোকার এই এক কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, এই এক কিলোমিটার রাস্তা ঢালাই করে দিতে হবে।

বিধানসভা ভোটের আগে মানিকচক বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে নেমেছেন বিশ্বজিৎ মণ্ডল। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। সোমবার তিনি গিয়েছিলেন কার্তিকটোলা গ্রামে। সেখানেই তাঁকে ভোট বয়কটের হুমকির মুখে পড়তে হয়।

গ্রামবাসী আশুতোষ মণ্ডলের কথায়, 'বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। গত সপ্তাহে আমরা গ্রাম্যসভার বৈঠকে বসে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

মালদা জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'রাস্তার দাবি একেবারে ন্যায্য। তবে 'ভোট বয়কট' এর সুরাহা নয়। আমি মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে ফোন মারফত যোগাযোগ করেছি। জেলা শাসকের সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা বলেছি। খুব শীঘ্রই রাস্তার কাজ শুরু হবে।'

জলসংকটের করুণ ছবি দক্ষিণ দিনাজপুরের দুই গ্রামে

পাঁচটি নলকূপের চারটিই অকেজো

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ১০ মার্চ : আড়াইশো বাসিন্দার জন্য এলাকায় মার্ক টু টিউবওয়েল পাঁচটি। তার মধ্যে চারটি কাজ করে না। একটা নলকূপ যাও বা আছে, তা দিয়ে যে জল ওঠে সেটা মুখে দেওয়া যায় না। অনেকের বাড়িতে জনস্বাস্থ্য কারিগরির নলবাহিত জলের ব্যবস্থা থেকেও নেই। কারণ জল মেলে না। এলাকার বাসিন্দাদের সাঁকো পেরিয়ে জল আনতে যেতে হয় অন্যত্র। এমন করুণ ছবি বংশীহারীর মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের শ্যামপুরে।

জল যন্ত্রণা

- ভাটা শ্যামপুর এবং শ্যামপুর কলোনি মিলে প্রায় আড়াইশো পরিবার বাস করে
- জলের জন্য সাঁকো পেরিয়ে যেতে হয় আদিবাসী জনপদের সামনে সদ্য বসানো একটি মার্ক টু টিউবওয়েলে
- আড়াইশো বাসিন্দার জন্য এলাকায় মার্ক টু টিউবওয়েলগুলির পাঁচটির মধ্যে চারটি কাজ করে না

ভাটা শ্যামপুর এবং শ্যামপুর কলোনি মিলে প্রায় আড়াইশো পরিবার বাস করে। জলের অভাব মেটাতে সাঁকো পেরিয়ে যেতে হয় আদিবাসী জনপদের সামনে সদ্য বসানো একটি মার্ক টু টিউবওয়েল এবং কলোনি শ্যামপুরের একটি মার্ক টু টিউবওয়েল।

ভাটা শ্যামপুরের গৃহবধূ কামনা সরকার বলেন, 'প্রায় আধ কিলোমিটার পেরিয়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে আদিবাসীপাড়ার মার্ক টু টিউবওয়েল থেকে জল সংগ্রহ করি।'

শ্যামপুরের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য রূপা চক্রবর্তী বলেন, 'একাধিকবার মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে দরবার করেও শুধুমাত্র একটি মার্ক টু টিউবওয়েল পাওয়া গিয়েছে। শুনেছি, টাকাও বিডিও অফিসে চলে এসেছে। কিন্তু এখনও কাজ শুরু হয়নি।'

প্রধান নুরে আক্তার বানু বলেন, 'চাষের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের ব্যাপক উত্তোলনের জন্য নলকূপ থেকে জল উঠছে না। নলবাহিত জলের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তার সঙ্গে কথা বলব।' বংশীহারীর বিডিও পূজা মিনা বলেন, 'শ্যামপুরের জন্য দুইটি সোলার মার্শালের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

বালতি-কলসি নিয়ে অবরোধে গ্রামবাসী

বাঁশ ফেলে রাস্তা অবরোধ। সোমবার তপনে। - সংবাদচিত্র

বিপ্লব হালদার

তপন, ১০ মার্চ : গ্রামজুড়ে পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিয়েছে। এক বালতি জলের জন্য ছুটতে হচ্ছে প্রায় দুই কিলোমিটার। সমস্যা সমাধানের দাবিতে সোমবার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে ড্রাম,বালতি,কলসি নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। অবরোধ চলে প্রায় দুই ঘণ্টা। ব্লক ও পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

তপন ব্লকের মালঞ্চা পঞ্চায়েতের বালাপুর অফিসপাড়ায় প্রায় ৫০ থেকে ৬০ টি পরিবারের বসবাস। গ্রামে রয়েছে দুটি মার্ক টু টিউবওয়েল। দুটিই বিকল। গ্রামে জলের হাহাকার দেখা দিয়েছে। এদিন বেলা ১১টায় গ্রামের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে বালাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধের জেরে আটকে পড়েন তপন, বালুরঘাট, ভিকাহার,গঙ্গারামপুর সহ দূরদূরান্তের যাত্রীরা। বিক্ষোভ-অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পঞ্চায়েত প্রধান রুপালি মণ্ডল, তপন ব্লক আধিকারিক ও তপন থানার পুলিশ।

এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো বিরক্ত নান্টু মণ্ডল। তিনি বলেন, জলের সমস্যার কথা পঞ্চায়েতে বহুদিন ধরে বলে আসছি। দিনের পর দিন খালি আশ্বাসই জুটেছে। কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছি। আমরা চাই বিদ্যুৎচালিত পাম্প মেশিন বসিয়ে জলের সমস্যা দূর করা হোক।

পঞ্চায়েত প্রধান রুপালি মণ্ডল বলেন, 'কয়েক দিন আগে অফিসপাড়ার নলকূপগুলি মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু জলের স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় জল উঠছে না। পাম্প মেশিনের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে কাজ শুরু হবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ভাবুক।। জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন স্বর্ণপ্রসূন মজুমদার।

রক্তাল্পতা মুক্তির উদ্যোগ

পুরাতন মালদা, ১০ মার্চ : অ্যানিমিয়া মুক্ত বাংলা গড়তে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মালদা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ওই উদ্যোগকে সফল করতে পুরাতন মালদা ব্লককে পাইলট ব্লক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সোমবার ব্লকের তিনটি স্কুলে অ্যানিমিয়া সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদার বিডিও সেঁজুতিপাল মাইতি, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়দীপ মজুমদার সহ প্রমুখ। তাঁদের উপস্থিতিতেই নিত্যানন্দপুর জুনিয়ার হাইস্কুল, নিত্যানন্দপুর প্রাইমারি স্কুল ও বলরামপুর বরকল হাইস্কুলের মোট ২২৩ জন পড়ুয়ার রক্তের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করা হয়।

পরীক্ষায় যে সমস্ত পড়ুয়াদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম ধরা পড়েছে, তাদের অভিভাবকদের এই বিষয়ে সচেতন করা হয়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা সঠিক রাখতে কী কী করণীয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন উপস্থিত স্বাস্থ্য আধিকারিকরা।

রক্তদান শিবির

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : বৃহস্পতিবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ব্লাড সেন্টারে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৩ জন এই শিবিরে রক্তদান করেন। যার মধ্যে ৫ জনই প্রথমবারের জন্য রক্ত দিলেন। সমাজকর্মী সুশান্ত কুণ্ডু জানান,'এই হাসপাতালেই একমাত্র থ্যালাসিমিয়া ইউনিট রয়েছে। যার ফলে রক্ত সংকট তৈরি হচ্ছে। আজ শিবিরের ফলে অনেক রোগী উপকৃত হবে।'

আইহো বাসস্ট্যান্ডে বেহাল শৌচালয়

হবিবপুর, ১০ মার্চ : দীর্ঘদিন ধরে হবিবপুর ব্লকের আইহো বাসস্ট্যান্ডের কমিউনিটি শৌচালয় সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ করার কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না স্থানীয় প্রশাসন। এলাকার বাসিন্দা থেকে যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সমস্যার সুরাহা হয়নি।

শৌচালয় থাকলেও তা ব্যবহারের অযোগ্য। নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়ায় কেউ ব্যবহার করতে পারছেন না। খোলা অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকায় শৌচালয়ের ভেতরে জমে রয়েছে আবর্জনা। বাসস্ট্যান্ড চত্বরের একমাত্র শৌচাগারের এমন অবস্থা দীর্ঘদিনের। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে মানুষকে। বাস বা অন্য যানবাহন ধরতে হঠাৎ শৌচালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে মহিলারা বেশি সমস্যায় পড়ছেন।

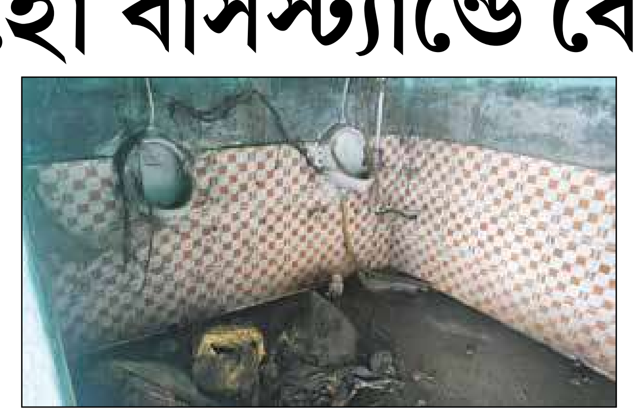

আবর্জনায় ভর্তি শৌচাগার। সোমবার হবিবপুরে। - সংবাদচিত্র

স্থানীয় বাসিন্দা অজিত মণ্ডল জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে শৌচালয়টি সংস্কার হচ্ছে না। মাঝেমধ্যে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রতিদিন মানুষ এই বাসস্ট্যান্ড থেকে গাড়ি ধরেন। অনেক সময়ই শৌচালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে। তবে শৌচালয় থাকলেও তা ব্যবহারের অনুপযোগী। বিষয়টি আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি।

হবিবপুর ব্লকের আইহো বাসস্ট্যান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকা। মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের ওপরে রয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বাসস্ট্যান্ডটি। নিয়মিত এলাকার হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত এই বাসস্ট্যান্ড দিয়ে। প্রয়োজনীয়তা থাকায় বাসস্ট্যান্ডের পাশেই তৈরি হয়েছিল সরকারি উদ্যোগে একটি কমিউনিটি শৌচালয়। তবে দীর্ঘদিন তার কোনও সংস্কার হয়নি। এমনকি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কেউ নেই। এই শৌচালয়টির দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় আইহো পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারাও এই শৌচালয়ে কোনও কর্মী না রাখায় এটি ক্রমশ বেহাল হয়ে পড়েছে। শৌচালয়ে নেই কোনও জলের সুব্যবস্থা। ফলে সাধারণ মানুষ এটির ব্যবহার করতে পারছেন না। ধীরে ধীরে ব্যবহার না করাই একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে। আবর্জনায় ভরে রয়েছে শৌচালয়টি। এবিষয়ে আইহো পঞ্চায়েতের প্রধান বাসনা মণ্ডলের বক্তব্য, 'শৌচালয়টি দেখাশোনার কোনও লোক নেই। জেলা পরিষদ থেকে তৈরি করা হয়েছিল এই কমিউনিটি শৌচালয়টি। তবে আমরা আগামীতে নতুন করে বাসস্ট্যান্ড চত্বরে আরও একটি কমিউনিটি শৌচালয় তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি।'

পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসস্ট্যান্ডে আরও একটি নতুন শৌচালয় তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সাংসদ ফান্ড থেকে টাকা চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। এলাকার সাংসদ বাসস্ট্যান্ড চত্বরে নতুন শৌচালয় তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। দ্রুত নতুন করে আইহো বাসস্ট্যান্ডে শৌচালয় তৈরি হবে বলে জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান বাসনা মণ্ডল। শৌচালয়টি তৈরি হলে দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে এলাকার নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষের।

দেউচা-পাঁচামির লড়াইয়ে সমর্থন হেমতাবাদে

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : জল, জমি, জঙ্গল রক্ষার লড়াইয়ে আন্দোলন চলছে দেউচা পাঁচামিতে। এবার সেই আন্দোলনের পাশে দাঁড়াল উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের দরিমানপুর ও হাঠজুগুত গ্রামের আদিবাসী বাসিন্দারা। মূলত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের উচ্ছেদ ও পরিবেশ ধ্বংস করে শিল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সভা বলে জানিয়েছেন স্থানীয় আদিবাসী নেতা হাবাই টুডু, হপনা মুর্মু, লক্ষ্মণ হেমরম ও ডলি হেমরমরা।

স্থানীয় অধ্যাপক বাপি সোরেন বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, অবৈজ্ঞানিকভাবে খনি ও জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই এই জমায়েতে সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং জল, জমি, জঙ্গলের পূর্ণ অধিকার পাওয়ার জন্য যেন সবাই সোচ্চার হয়।'

হপনা মুর্মু বলেন, 'খোলামুখ খনির জন্য ওখানে ২১ হাজারের বেশি আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হতে পারে বলে শুনছি। আমরা সোমবার সকলকে একযোগে সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের অধিকার ও পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে পাশে থাকার বার্তা দিলাম।'

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : প্রতি মাসে পঞ্চায়েত কর্মীদের মাসিক বেতন থেকে চিকিৎসা বাবদ অর্থ কেটে নেওয়া হলেও চিকিৎসা ব্যয় সংক্রান্ত কোনও বিল সরকার প্রদান করে না। এই ইস্যুতে সোমবার ট্রেজারি অফিসার সৌম্যব্রত তলাপাত্রের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ সংগঠনের রায়গঞ্জ মহকুমা কমিটি।

সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র। একের পর এক নাবালিকা নিগ্রহের ঘটনা। কখনও সুখের সংসারের লোভ দেখিয়ে, আবার কখনও খেলার ছলে। দুই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রায়গঞ্জ।

দাদার ধর্ষণে অসুস্থ বালিকা

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : 'ঘর শত্রু বিভীষণ'। তবে এক নারীর সম্মান বাঁচাতে বিভীষণকে তাঁর নিজের ঘরের শত্রু হতে হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টা একেবারেই উলটো। বরং এক্ষেত্রে নিজের ঘরের নয় বছরের বোনকে ধর্ষণ করে ভুট্টার খেতে ফেলে গেল কাকাতো দাদা। ঘটনাটি ঘটেছে করণদিঘি থানা এলাকার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। ওই নাবালিকার মুখে কাপড় গুঁজে তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। জমিতে জনমজুররা কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে ওই নাবালিকার গোঙানির আওয়াজ পেয়ে সংশ্লিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখে নগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে নাবালিকা। যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকেরা করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। বর্তমানে ওই নাবালিকা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসাধীন। তার যৌনাঙ্গে দুটো সেলাই পড়েছে বলে মেডিকেল সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় করণদিঘি থানায় অভিযুক্ত দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে করণদিঘি থানার পুলিশ।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুরে বোনকে সঙ্গে নিয়ে খেলছিল ওই তরুণ দাদা। এরপর সে যার মতন কাজে চলে যাওয়ায় আর খোঁজ নেয়নি পরিবারের সদস্যরা।

সোমবার বাড়িতে আসতেই লোক মারফত খবর পায় তাদের মেয়ে রক্তাক্ত নগ্ন অবস্থায় ভুট্টা খেতে পড়ে রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে প্রথমে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় এখান থেকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে কর্তব্যরত জরুরি বিভাগের চিকিৎসক।

করণদিঘি থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্ত তরুণের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

রায়গঞ্জ মেডিকেলের গাইনি চিকিৎসকের বক্তব্য, 'ওই নাবালিকার চিকিৎসা চলছে। একাধিক পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর সমস্ত বিষয় জানানো হবে।'

হাসপাতাল ক্যাম্পাসে নাবালিকার মা বলেন, 'আমার নিজের দেওরের ছেলে এই সর্বনাশ করেছে। আমি অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

> আমার নিজের দেওরের ছেলে এই সর্বনাশ করেছে। আমি অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।
>
> নাবালিকার মা

কিশোরীর অন্তরঙ্গ ছবি ভাইরাল

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ ১০ মার্চ : এক নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাস, পরে ওই নাবালিকার নগ্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। করণদিঘি থানায় সোমবার বিকেলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা। ওই তরুণের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। তরুণের বাড়ি ডালখোলা থানার একটি গ্রামে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজুর পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

পুলিশসূত্রে খবর, অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে বছরখানেক আগে পরিচয় হয় ওই নাবালিকার। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই নাবালিকার সঙ্গে একাধিকবার সহবাস করে। ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি মুঠোফোনে বন্দি করে। নাবালিকা তাকে বিয়ের কথা বললে টালবাহানা শুরু করে। সঙ্গে চলে ব্ল্যাকমেল। অভিযুক্ত ওই তরুণের পরিবারকে এই বিষয়ে জানানো হলে তারা উলটে নাবালিকাকে বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। অপমান সহ্য করতে না পেরে এদিন বিকেলে শোয়ার ঘরে গলায় ওড়নার ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই নাবালিকা। পরিবারের লোকেরা দেখে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে নামিয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে আসে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। শোকাতুর নাবালিকার মা জানিয়েছেন, 'মেয়েকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে ওই তরুণ। তাকে বারবার বিয়ের কথা বলা হলে টালবাহানা করতে থাকে। ওর বাড়িতে বিয়ের বিষয়ে কথা বলায় ওর বাড়ির লোক আমার মেয়েকে অকথ্য ভাষায় অপমান করে। মারধর দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। অপমান সহ্য করতে না পেরে মেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। মেয়ে এখন রায়গঞ্জ মেডিকেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।' রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'কিছুক্ষণ আগে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।'

তথ্য বলছে

- ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) ২০২১ অনুযায়ী, ভারতবর্ষে ৩১ হাজার ৬৭৭টি নিগ্রহের ঘটনার লিখিত অভিযোগ হয়েছে যার মধ্যে একদিনে প্রায় ৮৬টি ঘটনা ঘটেছে। তাদের মধ্যে প্রায় ১০ শতাংশই নাবালিকা

> মেয়েকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে ওই তরুণ। অপমান সহ্য করতে না পেরে মেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। মেয়ে এখন রায়গঞ্জ মেডিকেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।
>
> নাবালিকার মা

সুখী গৃহকোণ ...

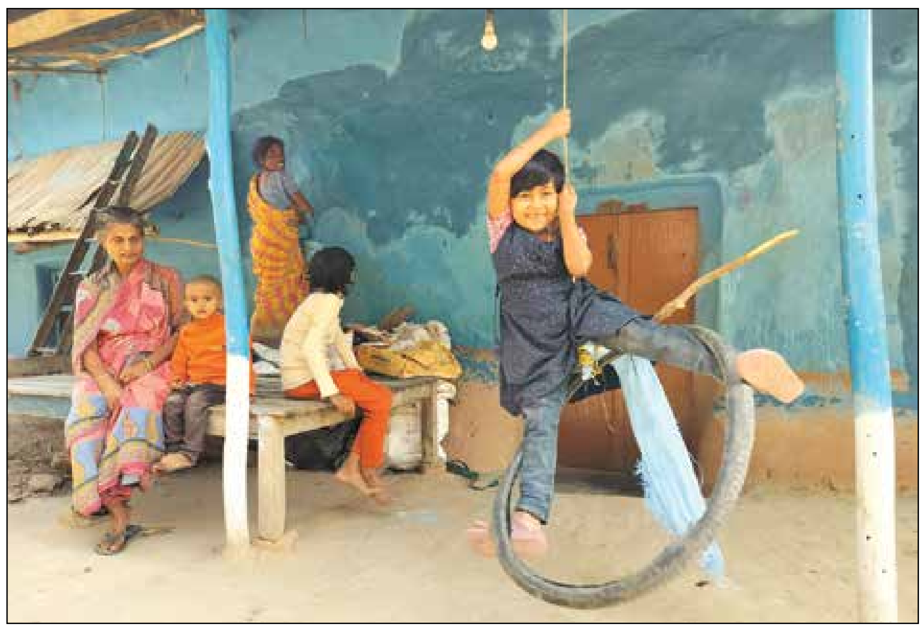

অলস দুপুরে পরিবারের সকলে। সোমবার বালুরঘাটে। - অভিজিৎ সরকার

পক্ষাঘাতের যন্ত্রণা সরিয়ে যন্ত্রে জীবন সাধনা

শুভজ্যোতি রাহা

ডালখোলা, ১০ মার্চ : 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' - এই আপ্তবাক্যকে মাথায় রেখে যন্ত্র নিয়ে সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন ডালখোলার সাধন অধিকারী। পক্ষাঘাতগ্রস্ত এই তরুণ তাঁর যন্ত্রণাময় জীবনে যন্ত্রকে অবলম্বন করে উঠে দাঁড়াতে চাইছেন। নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন বৈদ্যুতিন যন্ত্রের কাজ শিখে তিনি এখন মোবাইল সারিয়ে দিন গুজরান করেন। কিন্তু মনে তাঁর অন্য খিদে। একটু নতুন কিছু করার সাধ। তবে সাধ পূরণে বাদ সেধেছে আর্থিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা।

ইতিমধ্যেই ইলেক্ট্রনিক্সের নিত্যনতুন প্রোজেক্ট বানিয়ে অনেককেই অবাক করেছেন বছর ছাব্বিশের সাধন। টাকার অভাবে সোল্ডারিং মেশিন কিনতে পারেননি। তাতে কী? অতি অল্প খরচে নিজেই বানিয়ে ফেলেছেন একটি এলইডিআর গ্যাজেট। সাধনের দাবি, এই গ্যাজেটটি স্ট্রিট লাইটের ত্বলে ওঠা ও নিভে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এটাই সাধনের এলইডিআর গ্যাজেটের কেরামতি। সূর্যাস্তের পর অন্ধকার নামলেই ত্বলে উঠবে বৈদ্যুতিক পথবাতি। আবার সূর্যোদয় হলে নিজে নিজেই তা নিভে যাবে। এর জন্য গ্যাজেটটি ওই পথবাতির সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখতে হবে। এটি ব্যবহার করলে অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অপচয় আটকানো সম্ভব বলে তাঁর দাবি। সম্প্রতি একটি ইনডাকশন প্যানেলের উপর কাজ করছেন সাধন। অবশ্য আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সেই কাজে কতটা সাফল্য পাবেন, তা নিয়ে সন্দিহান সাধন নিজেই।

সাধনের কথায়, 'সঠিক প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা পেলে আরও ভালো কিছু কাজ করতে পারতাম। কারণ, উন্নতমানের কিছু করতে গেলে প্রয়োজন পুঁজির। টাকার অভাবে তো নিজের চিকিৎসাই করাতে পারছি না। ব্যবসার পুঁজি আর কোথায় পাব! যদি সরকারি সাহায্য পেতাম তাহলে উপকার হত।'

ডালখোলা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বেড়া ও টিনের দুই কামরার বাড়িটি একাধারে সাধনের মাথা গোঁজার ঠিকানা ও বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম নিয়ে তাঁর সাধনার পীঠস্থান। জন্মের পর থেকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত তিনি। লাঠিতে ভর দিয়ে চলেন। প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে হাইস্কুলে ভর্তি হতেই তাঁর হাঁটাচলার শক্তি পুরোপুরি হারিয়ে যায়। শরীরে বাসা বাঁধে আরও জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধি- হিমোফিলিয়া। শরীরের কোথাও একটু কেটেছিঁড়ে গেলে রক্ত আর বন্ধ হয় না। চিকিৎসার জন্য অনেক ছোটাছুটি করেছেন। কিন্তু রোগ নিরাময়ের জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা জোটেনি। বাড়িতে রয়েছেন বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ বাবা, মা ও দিদি।

দিদি সন্ধ্যা অধিকারী জানান, 'ভাইয়ের স্বপ্ন, কিছু টাকা পেলে ইলেক্ট্রনিক্সের একটা দোকান করবে। কিন্তু কে তা পূরণ করবে! কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়ালে হয়তো ভাইয়ের স্বপ্নপূরণ হত।'

যন্ত্রের সঙ্গে সাধন। - সংবাদচিত্র

জমি কেনাবেচা নিয়ে দু'পক্ষের গণ্ডগোল

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১০ মার্চ : হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের ভিঙ্গল পঞ্চায়েতের কয়েকশো বিঘা সরকারি জমি এলাকারই এক মৃত ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল। ওই জমি এলাকারই কিছু ব্যক্তি ওয়ারিশ সার্টিফিকেট তৈরি করে বিক্রি করার চেষ্টা করলে গণ্ডগোল বাধে। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিঙ্গল পঞ্চায়েতের কয়েকশো বিঘা জমি রহস্যজনকভাবে এলাকার প্রয়াত এক বাসিন্দা অনন্তলাল ভদ্রের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। ওই জমির মধ্যে রাস্তা, খাস জমি প্রভৃতি রয়েছে। এলাকার আরেক বাসিন্দা মহম্মদ আমিন রাস্তা তৈরির জন্য পঞ্চায়েতকে ২ শতক জমি দান করেন। পরিবর্তে পঞ্চায়েত তাঁকে নদীর ধারে ১৬ শতক জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়। আর তারপরেই শুরু হয় সমস্যা। অভিযোগ, এলাকার কিছু দালাল অবৈধভাবে অনন্তলালের ওয়ারিশকে দিয়ে পঞ্চায়েতের জমি কিনে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। তখন মহম্মদ আমিনের সঙ্গে ওই দালালচক্রের গণ্ডগোল বেধে যায়। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েতের জমি মহম্মদ আমিন সহ এলাকার আরও কয়েকজন জবরদখল করে বিক্রি করার চেষ্টা করছে। প্রশাসন অবিলম্বে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক।

মৃতের নামে কয়েকশো বিঘা

এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান বর্ষা বসাকের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েতের কয়েকশো বিঘা জায়গা ভুলবশত এলাকারই প্রয়াত এক ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। কী করে হল, বলতে পারছি না। বিষয়টি ভূমি সংস্কার দপ্তরকে জানানো হয়েছে।'

যদিও মহম্মদ আমিনের দাবি, 'আমি রাস্তা তৈরিতে পঞ্চায়েতকে দুই শতক জায়গা দিয়েছিলাম। তার পরিবর্তে ১৬ শতক জায়গা পাই। এখন আমার জায়গা দখল করার জন্য এলাকার কিছু অসাধু ব্যক্তি উঠেপড়ে লেগেছে। আমি তার প্রতিবাদ করেছি।'

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয়শংকর ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। ওই রেকর্ড অনেকদিন আগের। আগামী ১৮ মার্চ দুই পক্ষকেই শুনানির জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তারপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

ঘরছাড়াদের পাশে বিজেপি নেতৃত্ব

কুমারগঞ্জ, ১০ মার্চ : ঘরছাড়া বিজেপি সদস্যদের বাড়িতে গেলেন দলের জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃত্ব। রবিবার বিকেলে বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী,মণ্ডল সভাপতি বাপি দেব সহ অন্য নেতৃত্ব বটুনের খোট্টাপাড়ায় যান। পরিবারটিকে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি তোলেন তাঁরা। সেইসঙ্গে অভিযোগ তোলা হয়, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন পরিবারটি।

স্বরূপ চৌধুরীর অভিযোগ,'খোট্টাপাড়ায় রমানাথ বর্মনের বাড়ির উপর দিয়ে জোর করে বৈদ্যুতিক তার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। রমানাথ তাঁর প্রতিবাদ করেন। তা থেকেই সংঘর্ষ বাধে। আমাদের দলের সমর্থক পরিবারের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা জেল হেপাজতে রয়েছেন। তারপর থেকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা লাগাতার অত্যাচার চালাচ্ছে। পরিবারটির সদস্যরা বাড়িছাড়া। বাড়ির বিভিন্ন অংশ ভাঙচুর করা হয়েছে। প্রতিদিন রাতেই বাড়ির হাঁস-মুরগি থেকে শুরু করে টাকাপয়সা ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পর্যন্ত চুরি করা হচ্ছে।'

কুমারগঞ্জ

বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেছেন, পরিবারটিকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য খুব শীঘ্রই তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হবেন।

তৃণমূলের তরফে বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি অহেতুক রাজনীতি করার চেষ্টা করছে।

দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত শিক্ষক

কুশমণ্ডি, ১০ মার্চ : দুষ্কৃতীদের মারধরে জখম হলেন প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষক। গোলাম ইয়াসদানি নামে ওই শিক্ষক মিরাপাড়া প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। মালিগাঁও পঞ্চায়েতের যাদবপুর এলাকায় তাঁর বাড়ি।

নানাহারপাড়ার বাসিন্দা সারোয়ার হোসেন জানান,'শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ গোলাম বাইক নিয়ে একজনের সঙ্গে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। নানাহারপাড়া ও যাদবপুর গ্রামের মাঝখানে মাস্টার মোড়ের কাছে বাইক আটকে চার-পাঁচজন মিলে বাঁশ, লাঠি দিয়ে ওই শিক্ষককে মারধর করে। তাঁর চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গেলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। কিন্তু কী কারণে ওই মাস্টারমশাইকে মারধর করা হল, তা জানি না।' কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানান, 'থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।'

মহানন্দায় তরুণের দেহ

মালদা, ১০ মার্চ : তরুণের ভাসমান দেহ উদ্ধারে রহস্য ইংরেজবাজারে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, স্নান করতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই তরুণের। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

মৃত তরুণের নাম টুকাই শীল (২৫)। বাড়ি পুরাতন মালদার নাগেশ্বরপুরে। বেশ কিছুদিন ধরে মকদুমপুর এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন তিনি। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ টহলরত পুলিশকর্মীরা মহানন্দায় তাঁর দেহ ভাসতে দেখেন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন।

চিকিৎসাধীন বধূর মৃত্যু

মালদা, ১০ মার্চ : কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা গৃহবধূর, ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজারের অমৃতি এলাকায়। মৃতের নাম আমিনা বিবি (৩৭)। তিনি গত ৫ মার্চ নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে নেন। সোমবার মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে খানিকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন আমিনা। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাত ভাইয়ের চারটি বাড়ি আগুনে ছাই

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ ব্লকের শীতগ্রাম অঞ্চলের নলপুকুর গ্রামে। সাত ভাইয়ের চারটি ঘর এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সোমবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রায়গঞ্জ থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় দমকল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় চারটি বাড়ির সর্বস্ব।

ক্ষতিগ্রস্ত ইয়াসিন আলি জানান,'আজ সকালে আমি কাজে গিয়েছিলাম। খবর পেয়ে এসে দেখি সম্পূর্ণ বাড়ি পুড়ে গিয়েছে। বাড়ি তৈরির জন্য ঘরে নগদ টাকা রাখা ছিল। সেই টাকাও ছাই হয়ে গিয়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দা সাজেদুর রহমান বলেন,'কীভাবে আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়।' দমকল আধিকারিক দিলীপ দাস জানান,'গ্রামে দমকলের গাড়ি ঢুকতে বাধা পেয়েছিল। দুটো তালা কেটে ভেতরে গাড়ি ঢোকে। ২টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।'

আগুন নেভাচ্ছেন দমকলকর্মীরা। - দিবাকর সাহা

দুর্ঘটনায় আহত পরীক্ষার্থী

কুশমণ্ডি, ১০ মার্চ : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে এক পরীক্ষার্থী। গুরুতর আহত অবস্থায় মালদার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সে।

আহত পরীক্ষার্থীর নাম আঞ্জুমান খাতুন। বাড়ি কুশমণ্ডি ব্লকের মনপুরা গ্রামে। সাতাশগ্রাম করবুলা হাই মাদ্রাসার ওই ছাত্রীর পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল কড়চা হাইস্কুলে। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ দাদার বাইকে চেপে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছিল ওই ছাত্রী। পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার কিছুটা আগেই টোটোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে যায় ওই ছাত্রী।

পুলিশ আহত ওই ছাত্রীকে কুশমণ্ডি হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসক মাথায় রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে মালদায় পাঠান। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক রেখা রায়, বিডিও নয়না দে সহ আইসি তরুণ সাহা।

স্কুলের সিভিক সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের দ্বন্দ্ব

হবিবপুর, ১০ মার্চ : স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি একজন সিভিক। অভিযোগ, তাঁর মর্জিমাফিক কাজ না করায় স্কুলের একটি বৈঠকে প্রধান শিক্ষককে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণে মারার হুমকিও দিয়েছেন। ভয় পেয়ে প্রধান শিক্ষক পুলিশ ও জেলা স্কুল শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনা হবিবপুর ব্লকের আইহো হাইস্কুলের। সিভিক সভাপতি বনাম প্রধান শিক্ষক দ্বন্দ্ব ঘিরে স্কুলের পঠনপাঠনের পরিবেশ লাটে ওঠার জোগাড়।

২০২২ সালের নভেম্বর মাসে আইহো হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি হয়েছেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় বর্মন। বাড়ি স্কুল থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে, হবিবপুর ব্লকের কেন্দ্রপুকুর সনকইল গ্রামে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই পদ পাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন কাজে তিনি জটিলতা তৈরি করে চলেছেন। তিনি চাইছেন স্কুল চলুক তাঁর কথায়, অথচ হঠাৎ প্রয়োজনে তাঁকে স্কুলে

এই স্কুল ঘিরেই অভিযোগ।

পাওয়া যায় না।

অভিযোগ প্রসঙ্গে সিভিক সঞ্জয় বর্মন বলেন, 'প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ মিশ্র নিজেই সব বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করেন। তিনি একক সিদ্ধান্তে কাজ করতে চান। স্কুলের কারও সঙ্গে সহযোগিতা করেন না।'

এদিকে অভিজিৎ বলছেন, 'উনি বিভিন্ন কাজে প্রথম থেকেই বাধা দিয়ে আসছেন। স্কুলে প্রতিটি বৈঠকে সমস্যা তৈরি করেন। সম্প্রতি স্কুলের একটি বৈঠকে সকলের সামনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। তার জেরে স্কুলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমরা চাই প্রশাসন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে অন্য কাউকে নিয়োগ করুক।'

প্রধান শিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়েছেন রাজ্যের প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস। সংগঠনটির পক্ষ থেকে কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশনে গোটা বিষয়টা নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

বিকল পানীয় জলের মেশিন

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : বালুরঘাট ব্লকের রাজুয়া এবং মাহিনগরের হাজিপুর এলাকায় সৌর বিদ্যুৎচালিত বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিন বিকল হয়ে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ওই এলাকার বাসিন্দারা ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন।

বর্তমানে রাজুয়া এলাকার বাসিন্দাদের পানীয় জল পেতে যেতে হচ্ছে দূরবর্তী এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিষয়টি বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতে ও ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, তারপরেও কোনওরকমভাবে তা ঠিক করা হয়নি। রাজুয়ার বাসিন্দা পলি বর্মন বলেন, 'আমাদের এই মেশিনটি চালু হওয়ার পর থেকেই আমরা জল নিতাম। কিন্তু প্রায় দেড় বছর আগে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টিকে দ্রুত দেখা দরকার প্রশাসনের।' এবিষয়ে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, 'ডাঙা ও বোয়ালদার এলাকার দুটি বিষয় নজরে এসেছে। পঞ্চায়েত প্রধানদের বিষয়টি দেখতে বলেছি, আশা করছি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে।'

পাঠাগারের টানে গঙ্গা পেরোনোর ইতিহাস

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ১০ মার্চ : গঙ্গার ওপার কুলদিয়ার থেকে বই পড়ার নেশায় নৌকা করে আসত পাঠক। ট্রেনে করেও অনেক পাঠক আসত বই নিতে। এখন সেইরকম বইপোকারা আর নেই বললেই চলে। তবু ভালোবাসা-মন্দবাসার নানা স্মৃতি জড়িয়ে এখনও ঠাঁই দাঁড়িয়ে ফরাক্কার ব্রাহ্মণগ্রাম গ্রামীণ পাঠাগার। ১৯৬৪ সালে স্থাপিত ফরাক্কার প্রথম গ্রন্থাগার ব্রাহ্মণগ্রাম গ্রামীণ গ্রন্থাগার। তৎকালীন সময়ের জমিদাতা সুরেশচন্দ্র পান্ডের একখণ্ড জমিতে গড়ে উঠেছিল এই গ্রন্থাগারটি। এখনও কিছু পড়ুয়া বিভিন্ন বইয়ের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ পুরোনো সময়ের খোঁজ করতে আসেন এই গ্রন্থাগারে।

প্রাক্তন লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট সুবোধচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'তখন উপন্যাস পড়তে ভালোবাসত পাঠকরা। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল মিত্র, নীহাররঞ্জন এইসব। আগে নিয়মিত পাঠক প্রায় কমবেশি ৮৭ জন ছিল। এখন সংখ্যাটা ৮-১০ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার সময়কালের বেশ কিছু পত্রপত্রিকা এবং বই এখনও খুঁজলে পাওয়া যাবে লাইব্রেরিতে।'

জমিদাতার বৌমা সীমা পান্ডের কথায়, '৬৩ তে বিয়ে হয়ে এসে দেখেছি লাইব্রেরিটা। খুব ভালো লাগতো প্রচুর লোকজন আসতেন। এখন মোবাইল আর ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস এসে পাঠক সংখ্যা বেশ কমিয়ে দিয়েছে।'

একা দাঁড়িয়ে ফরাক্কার প্রথম লাইব্রেরি। - সংবাদচিত্র

> সন্ধ্যায় সেসময় বৈঠক -আড্ডা- আলোচনা- বই পড়া সব মিলিয়ে গমগম করত লাইব্রেরি। এখন সময়ের সঙ্গে ফিকে হয়ে গিয়েছে সবটাই। পাঠক সংখ্যাও কমেছে অনেক।
>
> **অরুণ পান্ডে**, প্রবীণ পাঠক

ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক মৃন্ময়কুমার দাস বলেন, 'এখন সপ্তাহে দুদিন এখানে লাইব্রেরি খোলা হয়। মঙ্গল ও শুক্রবার। তবে এখন সব জায়গাতেই একই অবস্থা। বিশেষ করে করোনা অতিমারির পরে সংখ্যাটা আরও কমে গেছে।'

বাসিন্দা এবং পাঠক মৃত্যুঞ্জয় সিনহা'র স্মৃতিতে, 'ছোটবেলায় গ্রামে বিদ্যুতের আলো ছিল না। লাইব্রেরিতে আসতাম, মাঝখানে বড় হ্যাজাক জ্বালানো থাকতো। তাতেই বই পড়তাম। গল্প গুজব করতাম। সে সময়ের অনুভূতি দারুণ ছিল। পুরোনো দিনের লোকজন কাজের সুবাদে বাইরে চলে গেলেও এখন বেশিরভাগটাই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া তেমনভাবে আর আসে না গ্রন্থাগারে।'

প্রবীণ পাঠক অরুণ পান্ডে বলেন, 'সন্ধ্যায় সেসময় বৈঠক -আড্ডা- আলোচনা- বই পড়া সব মিলিয়ে গমগম করত লাইব্রেরি। এখন সময়ের সঙ্গে ফিকে হয়ে গিয়েছে সবটাই। পাঠক সংখ্যাও কমেছে অনেক।'

ব্রাহ্মণগ্রাম এক সময় ফরাক্কা থানার এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কলোনিনী গঙ্গা। এলাকায় গেলে এখনও চোখে পড়বে প্রাচীন এই গ্রন্থাগারটি। একা, নির্জন।

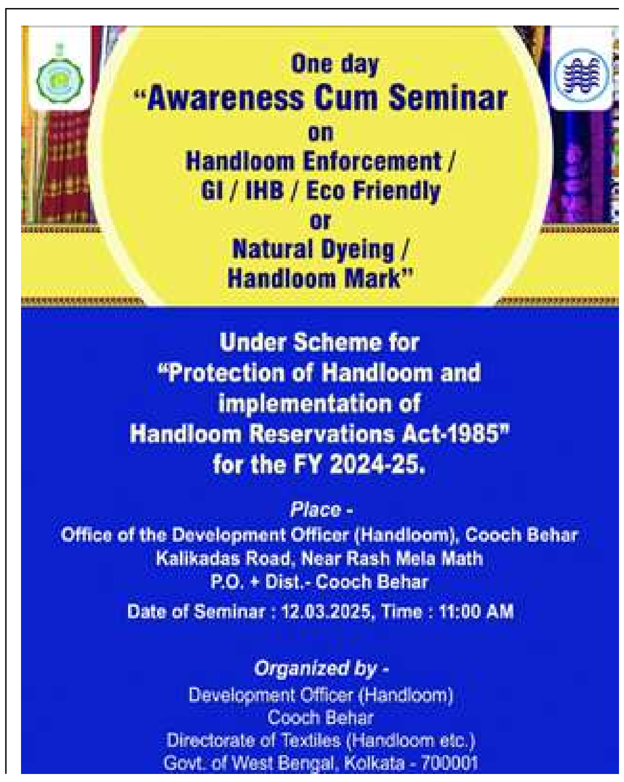

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৬ ফাল্গুন ১৪৩১

ভুয়ো ‘উচ্ছেদ’ মমতার

বামফ্রন্ট জমানায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলে রাখতে ভোটে সিপিএমের কারচুপি ‘সায়েন্টিফিক রিগিং’ নামে কুখ্যাত ছিল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে দায়িত্ব নিয়ে টিএন শেষণ ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড চালু করার পর তাতে কিছুটা লাগাম পরে ছিল। তবে সিপিএমের সেই ‘সায়েন্টিফিক রিগিং’ এখন অতীত। কিন্তু ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পর দেশের রাজনীতি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটে কারচুপির অভিযোগ ঘিরে উত্তাল। মূল অভিযোগ, ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম ঢুকিয়ে নিজেদের পাল্লা ভারী করা। এই অভিযোগ জোরালো হয়েছে গত লোকসভা নির্বাচন এবং মহারাষ্ট্র ও দিল্লির সর্বশেষ বিধানসভা ভোটের পর।

সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই প্রথম মহারাষ্ট্র নির্বাচনের পর বিষয়টি বিস্তারিত তথ্য সহ প্রকাশ্যে আনেন। ওই তথ্য অনুযায়ী মহারাষ্ট্রে ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৩৪ লক্ষ নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। এরপর ২০২৪-এর লোকসভা থেকে ২০২৫-এর বিধানসভা নির্বাচনের মাঝে সাত মাসের মধ্যে ৪০ লক্ষ ভোটার তালিকাভুক্ত হলেন। রাজদীপ এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ এখন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ। তিনি এনিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক করেছিলেন।

এর মধ্যে দিল্লি বিধানসভা ভোটে আম আদমি পার্টিকে পর্যুদস্ত করে বিজেপি বিপুলভাবে ক্ষমতায় এসেছে। জনসংখ্যার নিরিখে দিল্লি ছোট রাজ্য। রয়েছে মাত্র ৭০টি বিধানসভা কেন্দ্র। লোকসভার পর বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে সেই দিল্লিতে চার লক্ষ নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, এঁরা কি ভুয়ো ভোটার? বিজেপি কি এভাবে ভোটের ফল প্রভাবিত করতে চাইছে?

মহারাষ্ট্রে গত লোকসভা ভোটে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের কাছে এনডিএ পর্যুদস্ত হয়েছিল। তারপর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিধানসভায় এনডিএ’র জয়ে এমন প্রশ্ন উঠেছে। ভোটার তালিকায় ভুয়ো নামের নথিভুক্তি নিয়ে নির্বাচন কমিশন কিন্তু নীরবই। এক এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের অস্তিত্ব নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হইচই শুরু করায় শেষপর্যন্ত কমিশন তিন মাসের মধ্যে ধোঁয়াশা দূর করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।

২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অস্বাভাবিক হারে ভোটার বৃদ্ধির খবর আসায় এই পদক্ষেপ। গত লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার বেড়েছে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৮৭ জন। এই বৃদ্ধির অধিকাংশই উত্তরবঙ্গের। যাঁদের বেশিরভাগ বিজেপি শাসিত হরিয়ানা, রাজস্থান বা গুজরাটের নাগরিক। এঁদের নাম ওইসব রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় রয়েছে।

মমতা রাজ্য স্তরে বিশেষ মনিটরিং কমিটি তৈরি করে নানা জেলা বা বিধানসভা পিছু ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিজেপির ইঙ্গিতে প্রশাসনের একাংশের মদতে বা স্রেফ গাফিলতিতে এই কাজ হয়েছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। মমতা এ ব্যাপারে শুধু নিজে সতর্ক হননি, সমাজবাদী পার্টি সহ অন্যদের সতর্ক করে নিজ নিজ রাজ্যে দ্রুত সতর্ক হতে অনুরোধ করেছেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ অন্য রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যে এনিয়ে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিরোধীরা যদি সতর্ক হয়ে মমতার মতো সব দলকে পথে নামিয়ে ‘ভুয়ো ভোটার’ তল্লাশি শুরু করে, তবে এই অনৈতিকতা ঠেকানো সম্ভব হতে পারে। সিপিএমের মতো বিজেপির মেরুদণ্ড আরএসএস ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন। লোকসভা ভোটে ধাক্কা খেয়ে মোদি-শা’রা আরএসএসের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। তারপর আরএসএস ঝাঁপিয়ে পড়ায় মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পেরেছে।

ক্যাডারভিত্তিক দল হলে ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করা সহজ হয়। ফলে সিপিএমের সায়েন্টিফিক রিগিংয়ের পথে বিজেপি এগোচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক ও সাংগঠনিকভাবে কীভাবে এর মোকাবিলা করেন, সেদিকে এখন নজর সকলের। বিজেপি যদি সত্যিই কৌশল নিয়ে থাকে, তবে সেটা ভেস্তে দেওয়া এখন তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

অমৃতধারা

নিজকর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল খাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না। সৎব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যেরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যেকোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই। কাজে যার যথার্থ নিষ্ঠা আছে, তার কথায়, চিন্তায়, কর্মে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ঈশ্বর ও সময় এই দুই-ই শ্রেষ্ঠ উপশমকারী।

-ব্রহ্মাকুমারী

জয় শা’র দুয়ারে হাস্যকর ট্রফি প্রকল্প

চ্যাম্পিয়ন্স, না দুবাই ট্রফি? জয় শা’র আইসিসি হাস্যকর জায়গায় নিয়ে গেল টুর্নামেন্টকে। আয়োজক কারা, বোঝাই গেল না।

প্রতীক

নহবত বসেছিল, গায়ে গোলাপজল ছেটানোর জন্য লোক তৈরি ছিল, হেঁশেলের দিক থেকে ভেসে আসছিল বেগুনির সুগন্ধ। বরকে অভ্যর্থনা করার জন্য কনেকর্তা জমাটি পোশাক পরে তৈরি, কিন্তু শেষপর্যন্ত বর এসে পৌঁছাল না। ফলে সব আয়োজন ভেস্তে গেল। কনেকর্তা বেজার মুখ করে অতিথিদের কোনওমতে নমস্কার করে খাইয়েদাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে কর্তব্য সমাধা করলেন।

এই ছিল ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালের পরের অবস্থা। ভারত জিতে গেলে গোটা দলকে নিয়ে কী বিপুল নির্বাচনি প্রচারাভিযান চালাত বিজেপি, সে পরিকল্পনা কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল। কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেত দাবি করেছিলেন, রাজস্থানের এক বিজেপি নেতা তাঁকে বলেছিলেন, বিজেপির সমস্ত হোর্ডিংয়ে বিশ্বকাপ হাতে নরেন্দ্র মোদির ছবি দেওয়ার ব্যবস্থা তৈরি ছিল। কিন্তু সে গুড়ে বালি ছড়িয়ে দিয়েছিল প্যাট কামিন্সের বাহিনী। ২০২৪ সালের ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি অবশ্য রোহিত শর্মারা জিতেছিলেন, কিন্তু ততদিনে লোকসভা নির্বাচন মিটে গিয়েছে। ক্রমশ বিরাট হয়ে ওঠা মোদিকে কেটেছেঁটে দেশের অন্য নেতাদের মাপে এনে দিয়েছেন ভোটাররা। তখন আর হইচই করে কী লাভ?

সেই শোক বুঝি এতদিনে দূর হল। বিশ্বকাপ ফাইনালের পরে মোদির পিছনে যেরকম বেচারা ভঙ্গিতে হাঁটছিলেন তৎকালীন বিসিসিআই যুগ্ম সচিব জয় শা, তাতে মনে হচ্ছিল বাবার বন্ধু নরেন জেঠু প্রচণ্ড ধমকেছেন ‘একটা কাজ যদি তোকে দিয়ে হয়!’ কিন্তু তাঁর নামও জয় শা। তিনি পরাজয় মেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকার লোক নন। ইতিমধ্যে আইসিসির শীর্ষপদ দখল করে জেঠুকে এবার তিনি যে উপহার দিলেন তা একেবারে নিখুঁত।

নিজে মাঠে নেমে তো জয় খেলতে পারেন না, কিন্তু রোহিতদের সর্বোচ্চ সুযোগসুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ১৯৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ ইতালিকে জেতানোর জন্য বেনিটো মুসোলিনি কী করেছিলেন বা ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনাকে জেতাতে সে দেশের জুন্টা সরকার কত কলকাঠি নেড়েছিল, তা আজ খুব গোপন তথ্য নয়। কিন্তু সেই দুই বিশ্বকাপেও ইতালি আর আর্জেন্টিনা সে আরাম পায়নি যা এবারে রোহিতরা পেলেন।

আইসিসি চেয়ারম্যান হিসেবে ভারতের জয়ে মাঠে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশও অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, হাসির খোরাক। ডালমিয়া, শ্রীনিবাসন, শশাঙ্ক মনোহররা অতীতে এই পদে থেকেছেন, এমন বালখিল্যসুলভ আচরণ করেননি কোনওদিন। আরও অবাক কাণ্ড, ফাইনালের মঞ্চে পুরস্কার দেওয়ার সময় আয়োজক দেশ পাকিস্তানের কাউকে দেখা গেল না কর্তাদের মধ্যে। বিশ্বের কোথাও কোনও টুর্নামেন্টে এ দৃশ্য দেখেছেন? শোয়েব আখতারের ক্ষোভ প্রকাশ স্বাভাবিক। বৈষম্য তো আরও আছে!

প্রতিযোগিতার অন্য সব দল খেলল পাকিস্তানের একাধিক মাঠে ঘুরে ঘুরে, ভারতীয় দল একেবারে অন্য দেশের একটা শহরেই পায়ের উপর পা তুলে বসে রইল। আয়োজক দেশ পাকেস্তানকে খেলতে আসতে হল বিদেশে, ভাবা যায়? অন্য দলগুলোকে পাকিস্তান থেকে উড়ে আসতে হল, আবার ফিরে যেতে হল। এই কাণ্ড করতে গিয়ে সবচেয়ে বিরক্তিকর অবস্থা হল দক্ষিণ আফ্রিকার। ভারত কোন সেমিফাইনালে উঠবে তা জানা না থাকায় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তাদেরও দুবাই যেতে হল সেমিফাইনালের আগে। তারপর যখন বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ারই সেমিফাইনাল হবে, তখন ফেরত আসতে হল পাকিস্তানে। বিশ্রাম নেওয়ার বিশেষ সময় না পেয়েই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল। সেই সেমিফাইনালে হারলেও, ৬৭ বলে অপরাজিত ১০০ রান করা ডেভিড মিলার বিরক্তি প্রকাশ করেই ফেললেন।

ভারত অন্যায় সুবিধা পেয়েছে- একথা বলার সাহস ক্রিকেট দুনিয়ায় কারও হয় না। যেমন বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধমকানোর সাহস এই সেদিন পর্যন্ত কারও হত না। কারণটা একই- সোজা কথায় টাকার গরম। আমরা আইসিসিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা দিই, অতএব আইসিসির আয়ের বেশিরভাগটা আমরাই নেব- এই গাজোয়ারি যুক্তিতে ভারত, অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ড দীর্ঘদিন হল বাকি ক্রিকেট দুনিয়াকে শুকিয়ে মারছে।

এরা যেটুকু উচ্ছিষ্ট ছুড়ে দেয় বাকিদের প্রতি, তা নিয়েই তাদের চলতে হয়। তাই কোনও বোর্ড মুখ খোলে না। বোর্ডের বারণ আছে বলে ক্রিকেটাররাও কিছু বলেন না। কিন্তু পাকিস্তানে চলল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আর ভারত খেলল দুবাই ট্রফি- এটা বোধহয় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই বোর্ডগুলো কিছু না বললেও অনেক বিদেশি সাংবাদিক ও প্রাক্তন ক্রিকেটার এবার এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফেলেছেন, মিলারও মুখ খুলেছেন। সুবোধ বালক ভারতীয় মিডিয়া আর ধারাভাষ্যকাররা অবশ্য মানছেন না। তাঁরা দিল্লির প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ, অধুনা ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে একমত। কিন্তু মহম্মদ সামি সোজা সরল লোক, তিনি মেনে নিয়েছেন যে সব ম্যাচ একই মাঠে খেলায় ভারত বিশেষ সুবিধা পেয়েছে।

বস্তুত, ক্রিকেটের অ-আ-ক-খ জানলে এবং অন্ধ ভক্ত না হলে যে কেউ মানবেন যে সব ম্যাচ এক মাঠে খেললে সুবিধা হয়। কারণ ক্রিকেট অন্য যে কোনও খেলার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে আবহাওয়া এবং পিচের উপরে। চার স্পিনার খেলানোর জন্য বিস্তর হাততালি কুড়োচ্ছেন গম্ভীর, রোহিত আর প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার। এই সিদ্ধান্ত তাঁরা নিতে পেরেছেন কারণ জানতেন, একই মাঠে ভারত সব ম্যাচ খেলবে আর সে মাঠের পিচ হবে স্পিনসহায়ক। অন্য সব দলকে কিন্তু একাধিক মাঠের পিচের কথা ভেবে দল গড়তে হয়েছিল।

একথা বললেই যা বলা হচ্ছে, তা হল- আর কী উপায় ছিল? ভারত তো পাকিস্তানে খেলতে যেতে পারত না। কারণটা রাজনৈতিক, অর্থাৎ ভারত সরকারের বারণ। কথাটা ঠিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতের গ্রুপের সবক’টা খেলাই সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে করা যেতে পারত, দুবাই আর শারজা মিলিয়ে। তাহলে অন্তত গ্রুপের অন্য দলগুলোও একই ধরনের পিচে একাধিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পেত।

পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার রাজনৈতিক কারণটাকেও প্রশ্ন করা দরকার। ২০০৮ সালের সন্ত্রাসবাদী হানার কথা তুলে আর কত যুগ দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক অস্বাভাবিক করে রাখা হবে? মোদির আচমকা নওয়াজ শরিফের নাতনির বিয়েতে খেতে যাওয়া, পাঠানকোটের সন্ত্রাসবাদী হানার তদন্ত করতে পাক গোয়েন্দা বিভাগকে ভারতের সেনাছাউনিতে ঢুকতে দেওয়া- এসব তো ২০০৮ সালের অনেক পরে ঘটেছে। এমনকি গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে ডেভিস কাপে ভারতের টেনিস দল ইসলামাবাদে গিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে এসেছে। শুধু ক্রিকেট দল পাকিস্তানে গেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

আজ্ঞে না, পুলওয়ামা ভুলিনি। সে ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল, তাদের শাস্তি হয়েছে? কোনও জোরদার তদন্ত হয়েছে? দাভিন্দর সিং বলে এক ভারতীয় পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনিও জামিন পেয়ে গিয়েছেন ২০২০ সালে। তাহলে ক্রিকেট দলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে জাতীয়তাবাদের নাটক করা কেন? আর সত্যিই যদি পাকিস্তান অচ্ছুত হয়, তাহলে প্রত্যেক আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভারত আর পাকিস্তানকে এক গ্রুপে রাখাই বা কেন?

ধরা যাক, রাখা হয় না। ওটা এমনিই হয়ে যায়। তাহলেই বা ভারতীয় দল ম্যাচটা খেলে কেন? বোর্ড তো বলতে পারে- পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা খেলব না, ওই ম্যাচের পয়েন্ট পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হোক। কেন বলে না? টিভি সম্প্রচার থেকে যে বিপুল টাকা আয় হয় তার নেশা তাহলে জাতীয়তাবাদের চেয়েও বেশি তো?

উত্তরগুলো অস্বস্তিকর। ফলে যিনি ভিন্নমত হবেন, তিনি সহজ রাস্তাটা নেবেন। বলবেন, এসব বলে ভারতের জয়কে ছোট করবেন না। ওরা পাকিস্তানে খেললেও জিতত। দুবাইয়েও জিততে তো হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। তবে কথা হচ্ছে, আমাদের দেশের নির্বাচনগুলোতে যেসব দল রিগিং করে, অনেক ক্ষেত্রে রিগিং না করলেও তারাই জিতত। তাহলে কি ‘আহা! কী সুন্দর রিগিং করে!’ বলে হাততালি দিতে হবে?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৯
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লেখক বাণী বসু।

২০২০
অভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

শিক্ষিত লোক যখন অশিক্ষিত, অসভ্য, অভদ্র, ইতরের মতো কথা বলেন, তখন মানুষ কষ্ট পায়। সৌগতবাবু কী বলতে চেয়েছেন জানি না। এই ধরনের কথা টিমের মনোবলে আঘাত করে। কাল যদি ঘটনাচক্রে রোহিত শর্মা খারাপ খেলতেন, তবে তার দায়িত্ব সৌগতবাবুকে নিতে হত।

- মদন মিত্র

ভাইরাল/১

পুনের একটি স্কুলে ছাত্রদের মিউজিক ভিডিও ভাইরাল। ছাত্ররা জ্যামিতি বক্স, বেঞ্চ ও জলের বোতল বাজিয়ে সুন্দর মিউজিক পরিবেশন করছে। তাদের উৎসাহ দিচ্ছে অন্য ছাত্রছাত্রীরা। কনসার্ট উপভোগ করছেন দুই শিক্ষিকা। মুগ্ধ নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

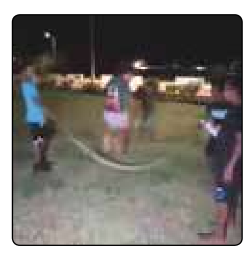

অস্ট্রেলিয়ার উরাবিন্ডায় একদল কিশোর কোবরার মৃতদেহকে দড়ি বানিয়ে স্কিপিং করছিল। একজন সাপের মাথা, অন্যজন লেজ ধরে ঘোরাচ্ছিল। আরেকজন ওপর দিয়ে লাফাচ্ছিল। এক মহিলা উৎসাহ দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন
জনমত

জল্পেশমেলায় চরম অব্যবস্থা

শৈবতীর্থ জল্পেশমেলা উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। যার সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা তো বটেই, উত্তরবঙ্গের মানুষজনের আত্মিক যোগ আমরা লক্ষ করি। কিন্তু জেলা প্রশাসন কী করে এই মেলাকে এত সহজভাবে নেয় তা আমার বোধগম্যের বাইরে। জল্পেশমেলার আয়োজন সম্পর্কে আমি মেলা কমিটি তথা জেলা প্রশাসনকে কিছু বিষয় সম্পর্কে জানাতে চাই -

১) জলপাইগুড়ি জেলা তথা উত্তরবঙ্গ এখনও কৃষিপ্রধান। তাই এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কৃষি প্রদর্শনী। কিন্তু এবছর তা কেন একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল? যে জায়গাটিতে কৃষি প্রদর্শনী হত সেখানে আগে যথেষ্ট জায়গা ছিল, যেখানে মেলায় আসা দর্শনার্থীরা বিশ্রাম নিতেন, কিন্তু এখন দেখছি সেখানে নার্সারি সহ অন্যান্য স্টলে ভরে রেখেছে। বিশ্রাম তো দূরের কথা, দাঁড়ানোর জায়গা নেই। আমার প্রশ্ন, কৃষি প্রদর্শনী বন্ধ করে এসব স্টল দেওয়া হল কেন? টাকার লোভে মেলা কমিটি কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে?

২) জেলা প্রশাসন ভালোভাবেই জানে, এই মেলায় দূরদূরান্তের অনেক দর্শনার্থী আসেন যাঁরা মেলা প্রাঙ্গণে পিকনিকের আয়োজন করেন, যা মেলার আনন্দকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট কোনও স্থান নির্বাচন করা হয়নি। ফলে যে যেখানে পারছেন বিশৃঙ্খলভাবে রান্না করছেন। ফলে মেলার মাঠে আবর্জনা জমছে।

৩) আমি মনে করি মন্দির একটা পবিত্র স্থান। তাই সেটাকে ডিজে লাইট দিয়ে না করে সুন্দর রুচিশীল আলো দিয়ে সাজালে আরও ভালো লাগত। এতে মন্দিরের আধ্যাত্মিক পরিবেশ আরও সুন্দর হত।

৪) আগে জল্পেশমেলায় সারারাত গানবাজনা, পালাগান হত। এতে দূরদূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের রাত কাটাতে অসুবিধা হত না। কিন্তু এখন তা না থাকায় মেলার উন্মাদনা অনেকটাই কমে গিয়েছে।

৫) এছাড়া লক্ষ করলাম, মেলায় সুলভ শৌচাগারের ব্যবস্থা তেমন করা হয়নি, যা অত্যন্ত জরুরি।

আশা রাখছি আগামী বছর জেলা প্রশাসন তথা মেলা কমিটি উল্লিখিত বিষয়গুলি মাথায় রাখবে।

ভূপেশ রায়, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

দোল নিয়ে শহর-গঞ্জে অন্য যুদ্ধ

উচ্ছৃঙ্খল দোলকে টপকে ‘বসন্ত উৎসব’। ব্যানারে, সোশ্যাল মিডিয়ায়, ওয়াটার পার্কে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের হোলি।

পরাগ মিত্র

বাইক দাপিয়েও হিরো পাঁচু। এই ব্লারড ভিউ তন্বী স্ট্যাটাসে কীভাবে পোস্টাবে? মুখঝামটায় চাকা ঘুরিয়ে ফের উৎসবে। মঞ্চে নাচ ‘বাজায় বেণু…।’ যাঁদের পরে অনুষ্ঠান, তাঁদের কপালে ভ্রূকুটি, ধৈর্যে দাঁতকপাটি উৎকণ্ঠা- ‘আগের পারফরমেন্স সব আলো কি শুষে নেবে?’ ‘একটু দেখুন না…।’ ‘প্লিজ, আগে ওদিকটা দেখে আসি…’ ডজ কর্মকর্তার।

সকাল হতে না হতেই ফাগুন হাওয়ায় ‘ওরে গৃহবাসী…।’ গালে আবিরের ডিজাইনড টান। ম্যাচিং ড্রেসে কচিকাঁচা, ছেলেবুড়ো, কেষ্টবিষ্টুর শোভাযাত্রা হাসিমুখে হাত নাড়ে।

উচ্ছৃঙ্খল দোলকে সাংস্কৃতিক রাবীন্দ্রিক প্রয়াস শান্তিনিকেতনের লক্ষ্মণরেখা টপকে আজ দুয়ারে ‘বসন্ত উৎসব।’ ব্যানারে, সোশ্যাল মিডিয়ায় শহর-গঞ্জে একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াই। ড্রিল শুরু পলাশ না ফুটতেই। নামজাদা উৎসবে সুযোগ নিয়ে দেখনদারি উমেদারি, দুই-ই সমানতালে।

আগের সন্ধ্যায় ‘বুড়ির বাড়ি’ জ্বালিয়ে উত্তরবঙ্গে পরদিন আবিরের দোল। রং মেখে বদন হারানো তারও পরদিন। সেদিন হোলি। কোথাও রেশ রয়ে যায় কাদা খেলাতে। পুরোনো জামা, বয়স্কদের প্রণাম, কপাল রাঙানোর অজুহাতে চুলেও রং। হেঁটে, সাইকেলে, রিকশায় এ বাড়ি ও পাড়া।

টিউশনে গার্লস-বয়েজ রি-এনফোর্সড দেওয়ালের যুগে বান্ধবীর বাড়ি গেলে গার্ডিয়ান হুঁকোমুখো। মেয়েদের রং খেলায় কড়া চাউনির স্ক্যানার। এত নজরের কাঁটাতার ড্রিবল করে প্রিয়ার গালে আবির যে ছোঁয়াত, তার স্পর্ধাকে কুর্নিশের অভাব হত না।

বিকেলে কচি মুখের রাধাকৃষ্ণের গানে নিধুর বাগানে হোলি খেলার ডাক। ছেলেবেলার সেই কানে শোনার বিভোরতা আজও টাটকা শিক্ষিকা সুদীপ্তা চক্রবর্তীর- ‘পাড়ার নিধুবাবুর সেই বড় বাগান কোথায়, যেখানে সবাই হোলি খেলে?’ কৃষ্ণ নয়, রাধিকা জোটানোটাই সমস্যা। মেয়ে কোথায়? স্নো- পাউডার শাড়িতে রাধিকারূপী বালকের আর্তি ‘মিনতি করি, ওহে কালাচাঁদ আর মেরো না পিচকিরি…।’ নিমন্ত্রণ কীসের? সটান রাধামাধবের পুজোতে ভরপেটে ঢেঁকুর দস্তুর। মাধুকরী প্লাস বাড়ির অনুদানে রাতে পিকনিক।

খুনি, কালি, বাঁদর রং, ড্রেনের জল, গোবর জল, পোড়া মোবিলে হোলি ছ্যা-রা-রা। দম ছিল বটে গতরে। সুগার, কোলেস্টেরল, জিমের তাড়না আকীর্ণতাহীন সেই নরদেহের চাহিদায় রেড মিটের দোকানে লম্বা লাইন। তৃপ্তি-অতৃপ্তির সীমান্তে সিদ্ধির শরবত, ভাং-এর বড়া, লুকিয়ে হাতেখড়ি। টালমাটাল পা রাস্তার পাশে চিতপটাং অচেতন। অট্টহাসিতে এ-ও’কে দেখায়, ও তাকে। গোটা সাবান ক্ষয়েও তনুতে রঙের ছাপ বহুদিন।

চিলতে টিপ দিয়ে ফ্ল্যাটবাড়িতে ‘হোলি হ্যায়’। জামা ছিঁড়ে ইলেক্ট্রিক তারে ছুড়ে রংবাজি ভ্যানিশ। রঙের ভয়হীন বিকেল ছিমছাম। ক্লাবে, ওয়াটার পার্কে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টেড হোলি এখন এটিকেটেড টিপটপ।

ফ্ল্যাশব্যাক দীর্ঘশ্বাস বয়ে আনলেও পরিবর্তন স্বাভাবিক সত্য। বাবার ট্যালকম পাউডারের কৌটো ঝাঁকিয়ে হোলির মৌতাতে পঁচাত্তর পেরোনো শিখা দে’ মজলেও, তাঁর নাতনি আগে সানস্ক্রিন মাখবে, তারপর বলবে ‘ইফ ভেষজ রং, দেন ওকে।’

জাতধর্ম, বর্ণের সংকীর্ণতাহীন ঐতিহ্যের উৎসবে আজ রঙেও রাজনীতি। তূণীরে ধর্মের নাগপাশ নিয়ে কেউ ওঁত পেতে। স্কাইক্র্যাপারে আঁধার পাড়াতে হঠাৎ খিটখিটে বুড়ো দিলখুশ ভেজে পিচকারির উচ্ছলে। স্কাই-ফাই যুগেও অপরাজেয় সিগনেচার টিউন ‘রং বরসে…’ জানিয়ে দেয় তরুণ হাসির অরুণ রাগে হ্যাপ্পি হোলির রং মর্মেই লেগে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৬

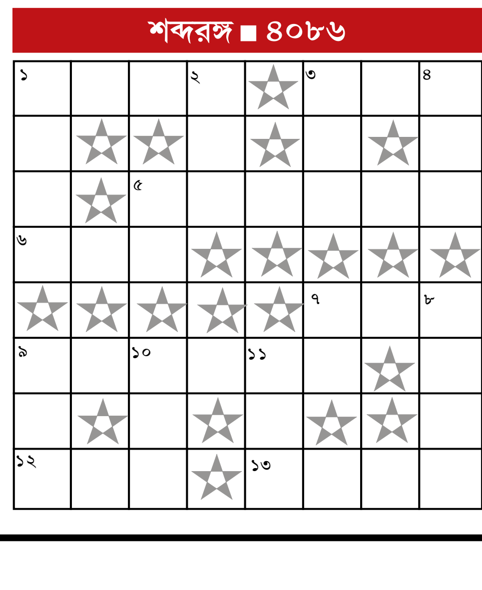

পাশাপাশি : ১। ঋণের দলিল, খত ৩। বাংলায় শ্রীকৃষ্ণের ঘরোয়া নাম ৫। অলংকারশাস্ত্রজ্ঞ, অলংকারের রীতি অনুযায়ী ৬। বাড়ি, গৃহ, আলয় ৭। মধুকর, মৌমাছি ভ্রমর ৯। ঢোল বাজিয়ে কোনও অনুষ্ঠান বা উৎসবের ঘোষণা বা প্রচার ১২। পায়রা ১৩। অতি দ্রুতবেগে ঘোরার ভাব, কৃমিনাশক মিঠাইবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। আট পায়ের এই পতঙ্গ জাল তৈরি করে থাকে ২। পদ্মফুল ৩। মহাকাল বা শিবের পত্নী কালীদেবী, চণ্ডীদেবীর একরূপ ৪। ত্যারছা লম্বা দাগ, টাকা গন্ডা মন ইত্যাদি বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হত ৫। অন্য, অপর ৭। ধারণা, সম্মতি, অভিমত ৮। ভ্রমণ ৯। ছোট ঢোল ১০। রক্ত ১১। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

সমাধান ■ ৪০৮৫

পাশাপাশি : ১। কানুন ৪। খর্জুর ৫। হাবা ৭। নাচার ৮। দড়কচা ৯। হাতযশ ১১। বাস্তব ১৩। রফা ১৪। দিবস ১৫। বয়ন।

উপর-নীচ : ১। কামনা ২। নখর ৩। পরবাদ ৬। বাগিচা ৯। হাঙর ১০। শরদিন্দু ১১। বাসব ১২। বলন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিক্ষোভে অগ্নিমিত্রা

নারায়ণগড়ে তৃণমূল পার্টি অফিসে মহিলা কর্মীকে নির্যাতনের প্রতিবাদে জেলা শাসক কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। নেতৃত্ব দেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পল।

বয়ান রেকর্ড

ট্যাংরা কাণ্ডে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দুই অভিযুক্তের বয়ান রেকর্ড করা হল। এর আগে পুলিশের কাছে নিজের জবানবন্দি দিয়েছিলেন মামলার অন্যতম অভিযুক্ত প্রসূন দে।

শুটআউটে গ্রেপ্তার

বেলঘরিয়ায় শুটআউটে অবশেষে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তবে এখনও পলাতক মূল অভিযুক্ত। তাদের হামলায় আহত হয়েছিলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা।

জিতেন্দ্রর জামিন

আসানসোলের জামুড়িয়ায় জলপ্রকল্প ঘিরে পুলিশের দায়ের করা মামলায় সোমবার আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করে এক হাজার টাকা বন্ডে জামিন পেলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্রনাথ তেওয়ারি।

সাত মাসে রাজ্যে ভোটার বেড়েছে সাড়ে ৫ লক্ষাধিক

তালিকায় কারচুপির দাবি তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মার্চ : লোকসভা ভোটের পর মাত্র সাত মাসে রাজ্যে বিপুল সংখ্যক ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে। এই বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক বলেই মনে করছে তৃণমূল। গত বছর জুন মাস থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে নতুন করে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৮৩ জন নতুন ভোটার হয়েছেন। এর পিছনে কারচুপি রয়েছে বলে মনে করছে তৃণমূল। সেই কারণেই এই ভোটারদের অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তালিকা যাচাই করতে রাজ্যস্তরে একটি কোর কমিটিও গঠন করে দিয়েছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার ওই কোর কমিটির প্রথম বৈঠকও হয়েছে। ১৫ মার্চ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে কোর কমিটির সদস্য ও জেলা সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

তৃণমূল দাবি করছে, বৈধ ভোটারদের অনেকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের নাম রয়েছে। এমনকি ভিনরাজ্যের ভোটারদের নামও তালিকায় রয়েছে। ভোটার তালিকা যাচাইয়ে এবার উত্তরবঙ্গের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে তৃণমূল। গত বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ৩০টি আসনে। বাকি ২৪টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল। গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের আটটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৬টি আসনে ফুটেছিল পদ্মফুল। একটি পেয়েছিল তৃণমূল ও একটি কংগ্রেস। আসন সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গে বিজেপির দাপট অনেক বেশি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেই ভোটার বৃদ্ধির হার বেশি। এর পিছনে রাজনৈতিক অঙ্ক দেখছে তৃণমূল। তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে উত্তরবঙ্গের ভোটার তালিকায় কারচুপি করেছে বিজেপি।

সেই কারণেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে ভোটার তালিকা যাচাইয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

> যে হারে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে, তা কখনই স্বাভাবিক নয়। তালিকা যাচাই করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী স্পষ্ট জানিয়েছেন। সেইমতো আমাদের তালিকা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে।
>
> **-সুমন কাঞ্জিলাল,** *বিধায়ক কোর কমিটির সদস্য, তৃণমূল কংগ্রেস*

বিধানসভা কেন্দ্রে বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্ক্রুটিনি চলছে। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছে, এর ফলে তালিকায় কাদের নাম ঢুকেছে বা বাদ গিয়েছে, তার যেমন স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে, তেমনই জনসংযোগও করা যাবে। তৃণমূলের রাজ্য কোর কমিটির সদস্য সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'যে হারে ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে, তা কখনই স্বাভাবিক নয়। তালিকা যাচাই করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী স্পষ্ট জানিয়েছেন। সেইমতো আমাদের তালিকা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে।'

বিধানসভা ভোটের আগে শুভেন্দুর খাসতালুকে ভাঙন

কলকাতায় তৃণমূল ভবনে বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সোমবার।

পদ্ম বিধায়কের তৃণমূলে যোগ

কলকাতা, ১০ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে ভাঙন ধরাল তৃণমূল। সোমবার হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল যোগ দিলেন তৃণমূলে। তাঁর সঙ্গে এদিন দল ছাড়লেন শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ শ্যামল মাইতি। এদিন বিকালে বাইপাসের পাশে তৃণমূল ভবনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তাপসীর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর তাপসী বলেছেন, বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতিকে তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতেই তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাপসীর দলত্যাগকে গুরুত্ব দেননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সাফ কথা, 'জেলায় আমিই শেষকথা। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে একজন হিন্দুও তাপসীকে ভোট দেবে না। তৃণমূল ওই দলবদলুকে প্রার্থী করলে ৫০ হাজার ভোটে হারাব।'

২০১৬-য় সিপিএমের টিকিটে হলদিয়া থেকে জিতে বিধায়ক হন তাপসী। ২০২০-তে শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপিতে যোগদানের পর সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। দলে ও জেলার রাজনীতিতে তাপসী শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক বলেই পরিচিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এদিন তাপসীর তৃণমূলে যোগদানে অস্বস্তিতে বিজেপি। মুখে বিড়ম্বনার কথা অস্বীকার করলেও তাপসী ইস্যুতে অস্বস্তিতে শুভেন্দুও। তাপসীর দলবদলের প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু জানিয়েছেন, দলের নিয়ম মেনে জেলা সভাপতির পদ ছাড়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে দলের মতপার্থক্য হয়। একইসঙ্গে দলের বিধায়ক ও জেলা সভাপতি দুই পদই রাখতে চেয়েছিলেন তাপসী। দল তা মেনে না নেওয়ায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তিনি। এবার দলের সাংগঠনিক নির্বাচন পর্বে বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনও বিধায়কই আর জেলা সভাপতি থাকতে পারবেন না। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'দলের এই নিয়ম বাকি বিধায়করা মানলেও তিনি মানতে চাননি। উনি তো দলের উর্ধ্বে নন।' তমলুক বিজেপি সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই তমলুকের সাংসদ, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য চলছিল। হলদিয়ার ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতাদের সঙ্গেও তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। এই নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও তিনি অভিযোগ করেছিলেন। ২০২১-এ বিজেপির প্রার্থী হিসেবে হলদিয়ায় জেতার পর থেকেই জেলায় সংগঠনের রাশ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাপসী। কিন্তু এ ব্যাপারে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব সায় না দেওয়ায় সংগঠন থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। বেশ কিছুদিন যাবৎ দলের কোনও সাংগঠনিক বৈঠক ও কর্মসূচিতে যোগ দিতেন না হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল।

> জেলায় আমিই শেষকথা। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে একজন হিন্দুও তাপসীকে ভোট দেবে না। তৃণমূল ওই দলবদলুকে প্রার্থী করলে ৫০ হাজার ভোটে হারাব।
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**
> *বিরোধী দলনেতা*

তাপসীকে হারিয়ে ভাঙনের খেলায় বিজেপির অনাগ্রহ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ মার্চ : হলদিয়ার বিজেপি বিধায়কের তৃণমূলে যোগদানে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির রণকৌশল নিয়ে নতুন ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমনটাই মনে করছে বিজেপির একাংশ। তাদের মতে, দল ভাঙিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের কৌশল থেকে সরে আসতে চাইছে বিজেপি। তার প্রভাব পড়তে পারে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনেও। সোমবার হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

২০১৪ থেকে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য শাসকদল তৃণমূলকে ভেঙে বিজেপিকে শক্তিশালী করার কৌশল নিয়েছিলেন অমিত শা-নরেন্দ্র মোদিরা। সেই লক্ষ্যেই তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায়কে বিজেপিতে টেনে তৃণমূল ভাঙার খেলা শুরু করেছিল বিজেপি। কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও মুকুল রায়ের যৌথ নেতৃত্বে একসময় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী দত্ত, ভারতী ঘোষের মতো তৃণমূল নেতারা। কৈলাস, মুকুলদের সেই উদ্যোগে সমর্থন ছিল না আদি বিজেপি ও আরএসএসের। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে তা গিলতে হয়েছিল রাজ্য বিজেপিকে।

নানা ঘটনায় তা নিয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছে তদানীন্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে মুকুল রায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয়দের। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যে ১৮টি আসন জিতে একুশের বিধানসভায় রাজ্যে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে রীতিমতো প্রত্যাশা জাগিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু শেষে প্রধান বিরোধী দল হয়েই ইনিংস শেষ করতে হয় বিজেপিকে। অনেকেই মনে করেন, বিজেপির এই দলবদলু রাজনীতি যে রাজ্যের বিরোধী মানুষ ভালোভাবে নেয়নি তার হাতেগরম প্রমাণ মিলেছিল এই ঘটনায়।

এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, 'এটা আমার কথা নয়। কিন্তু বিশ্বজিৎ দাস, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী দত্তদের তো রাজ্যের মানুষই বর্জন করেছে।' কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে এসে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও দলবদলু রাজনীতি নিয়ে তাঁর অসন্তোষের কথা জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপির সংগঠনকে শক্তিশালী করতে সমন্বয় বৈঠকে বসেছিল আরএসএস। সেখানে আরএসএসের তরফে বিজেপিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের সাহায্য নিতে গেলে রাজ্যের সংগঠনের শীর্ষ পদে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। সেখানেই জনপ্রতিনিধিদের সাংগঠনিক দায়িত্বের বাইরে রাখা নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

এদিন হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের তৃণমূলে যোগদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তাপসীর বদলা হিসেবে আমরা কোনও তৃণমূল নেতাকে দলে নেব না। তৃণমূলের দাগি নেতারা দলে আসুন বা তাঁরা প্রার্থী হন এটা মানুষ চাইছে না। প্রয়োজনে আমরা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে প্রার্থী করব।'

যাদবপুরে বৈঠক, তবে ওমপ্রকাশকে ঘিরে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১০ মার্চ : ফের উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার ক্যাম্পাসে ঢুকতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তথা ওয়েবকুপার সদস্য ওমপ্রকাশ মিশ্র। পরিস্থিতি সামলাতে আসে পুলিশ। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ ছাত্রদের নিয়ে বৈঠকের ডাক দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাতে প্রথমে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ যোগ দিলেও বাম ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা যোগ দেননি। পরে অবশ্য তাঁরা বৈঠকে যোগ দেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'আজাদ কাশ্মীর' ও 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' লেখা পোস্টার নিয়ে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

১ মার্চ ওয়েবকুপার সম্মেলনে ঝামেলার পর এদিনই বিশ্ববিদ্যালয় যান ওমপ্রকাশ। কিন্তু তাঁর বিভাগে ঢোকার মুখে এসএফআই সদস্যরা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার দিন দুই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছেন ওমপ্রকাশ। ওঁর আচরণ শিক্ষকসুলভ নয়। ওমপ্রকাশের মতো অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে ক্যাম্পাসে এই ধরনের ঘটনা আরও ঘটবে। এ বিষয়ে ওমপ্রকাশ বলেন, 'আমি একজন বর্ষীয়ান অধ্যাপক। ঘটনার দিন আমাকে আটকানোর চেষ্টা করা

আজাদ কাশ্মীর স্লোগান

হয়েছিল, মারধর করা হয়েছিল। কেন এসব করা হয়েছিল, তার জবাব দিতে হবে ওদের। আমাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। আমি কাউকেই ভয় পাই না।' ওইসময় রীতিমতো হাত জোড় করতে দেখা যায় ওমপ্রকাশকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাদা পোশাকে পুলিশ আসে। এই নিয়ে ফের উত্তেজনা শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেন পুলিশ ঢুকবে? উল্লেখ্য, আগের দিনের ঘটনা মাথায় রেখে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দিধারী পুলিশ ও ভিতরে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন ছিল। যদিও ওমপ্রকাশ জানান, পুলিশ আসার বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই। এই বিষয়ে ওয়েবকুপার সহ সভাপতি অধ্যাপক সেলিম বক্স মণ্ডল বলেন, 'আজকেও কিছু ছাত্র যে আচরণ করেছেন তা নিন্দনীয়। ছাত্রদের কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবহার আশা করা যায় না।'

এদিন বৈঠকে ছিলেন সহ উপাচার্য অমিতাভ দত্ত, রেজিস্ট্রার কণিষ্ক সরকার, ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায় সহ বিভাগীয় প্রধানরা। টিএমসিপির তরফে একটি দাবি সনদ জমা দেওয়া হয়। তাতে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করা হয় ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এই ধরনের ঘটনা বন্ধের দাবি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিসি ক্যামেরা বসানোরও দাবি জানায় টিএমসিপি। পরে অবশ্য এসএফআই, ডিএসও সহ বাম ছাত্র সংগঠনগুলির দু'জন করে সদস্য বৈঠকে যোগ দেন।

জয়মাল্যর নিয়োগে কেন্দ্রের অনুমোদন

কলকাতা, ১০ মার্চ : কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার আইনমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিচারপতি বাগচীর নিয়োগে সিলমোহর দিয়েছেন। ফলে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে আরও এক বাঙালি যুক্ত হতে চলেছেন। ৬ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে তাঁর নাম সুপারিশ করে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করেছে আইনমন্ত্রক। এদিন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল এই বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন। একজন

বাঙালি বিচারপতি হিসেবে শীর্ষ আদালতে নিযুক্ত হওয়ার খবরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে আমার অভিনন্দন। তিনি আজ রাষ্ট্রপতি দ্বারা শীর্ষ আদালতে নিযুক্ত হওয়ার সম্মতি পেয়েছেন। যা আমাদের গর্বের। তাঁর যাত্রা সফল হোক।'

সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে তিনজনের নামে সম্মতি দেয় কেন্দ্র। স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র, ওম নারায়ণ রাই কলকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ করতে চলেছেন। সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে চলতি সপ্তাহে শপথ গ্রহণ করবেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী।

ফাগুন বেলা...

সিউড়ির তিলপাড়া জলাধারের পাশে। সোমবার তথাগত চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

মূর্তিভাঙা ইস্যুতে রাজভবনে শুভেন্দু

কলকাতা, ১০ মার্চ : রাজ্যজুড়ে মন্দির ও মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে সরব বিজেপি। সোমবার এই ইস্যুতে বিধানসভা থেকে মিছিল করে রাজভবনে যান শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা। রাজভবনে রাজ্যপাল না থাকায় সচিবের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে শুভেন্দু জানান, রাজ্যজুড়ে হিন্দুদের ধর্মীদের স্থানের ওপর যেভাবে আক্রমণ চলেছে, তাতে বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে এখানেও। শুভেন্দুর অভিযোগ, হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানের ওপর এই হামলার ঘটনায় পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে একটি মন্দির ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে হিন্দু ভোটকে একজোট করতে মেরুকরণের রাজনীতিই হাতিয়ার বিজেপির। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও হিন্দু মন্দির ভাঙার ঘটনাকে রাজ্যের জেলায় জেলায় ধর্মীয় স্থানের ওপরে আক্রমণের সঙ্গে জুড়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে যাদবপুর লোকসভাকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। সেই লক্ষ্যে উচ্চমাধ্যমিকের পর রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পাশাপাশি যাদবপুরে নাগরিক কনভেনশনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিন পরিষদীয় দলের বৈঠকের পর শুভেন্দু জানান, আগামী ১৯ মার্চ তাঁরা বারুইপুরে প্রতিবাদ মিছিল করবেন। মুখে কালো কাপড় বেঁধে, কালো ব্যাজ পরে স্থানীয় বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে লিফলেট বিলি করবেন তিনি।

পাশাপাশি দুষ্কৃতী হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরকে গঙ্গাজল ঢেলে পবিত্র করে তার সংস্কার কাজ শুরু করবে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বারুইপুরে শুভেন্দু ও বিজেপি বিধায়কদের স্বাগত জানাই। ওঁরা চাইলে মাইক বেঁধে সভার মঞ্চ তৈরি করে দিতে পারি আমরা। তবে নন্দীগ্রাম থেকে লোক আনার দায় ওঁকেই নিতে হবে।'

শিল্প-রিপোর্টে এগিয়ে বাংলা, পোস্ট মমতার

কলকাতা, ১০ মার্চ : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান দখল করে রেখেছে বলে বার বার দাবি করে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের একটি রিপোর্টকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী ফের একই দাবি তুললেন। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স অফিসের অ্যানুয়াল সার্ভে অফ আন ইনকর্পোরেটেড সেক্টর এন্টারপ্রাইজেসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের ১৩.৮১ শতাংশ শ্রমিক উৎপাদন শিল্পে যুক্ত রয়েছেন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। রাজ্যে উৎপাদন সম্পর্কিত উদ্যোগের পরিমাণ ১৬.০২ শতাংশ এবং অন্যান্য পরিষেবা রয়েছে ১৩.০৯ শতাংশ।' মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, এই রাজ্যে মহিলাদের উদ্যোগের পরিমাণ দেশের সর্বোচ্চ, ৩৬.৪ শতাংশ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে ১২.৭৩ শতাংশ যুক্ত রয়েছেন মহিলাকর্মী।

নেতা গ্রেপ্তার

কলকাতা, ১০ মার্চ : জাল নথির মাধ্যমে জমি হাতানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার এক তৃণমূল নেতাকে। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হলে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ আদালতের।

মা ক্যান্টিনের সুবিধা

কলকাতা, ১০ মার্চ : গত ৪ বছরে রাজ্যের ৭ কোটিরও বেশি মানুষ মা ক্যান্টিনের খাবার খেয়েছেন। প্রতিমাসে প্রায় ২১ লক্ষ মানুষ এই ক্যান্টিনের খাবার খান। সোমবার বিধানসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, '২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ব্লক ও শহর এলাকায় এই মা ক্যান্টিন চলছে। এছাড়াও রাজ্যের ৩৩টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে এই পরিষেবা চালু আছে। এই প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের ইতিমধ্যেই ১২৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আগামীদিনে ক্যান্টিনের মানোন্নয়ন ও পরিষেবার সম্প্রসারণ ঘটানো হবে।'

কাজের টোপে ধর্ষণ

কলকাতা, ১০ মার্চ : কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভবানীপুরে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম কীর্তি মেহতা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, দিল্লির বাসিন্দা এক তরুণীকে কাজ দেওয়ার টোপ দিয়ে ধর্ষণ করেন তিনি। ওই তরুণী কলকাতার এক পানশালায় কাজ করেন। ৭ মার্চ ভবানীপুরের একটি হোটেলে নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। তরুণীর অভিযোগে রবিবার ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নৌশাদ

কলকাতা, ১০ মার্চ : নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভাঙড়ে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় কাজ করা যাচ্ছে না বলে আগেই বিধানসভায় অধিবেশন কক্ষে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছিলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। সোমবার সন্ধ্যায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে সেই অভিযোগই ফের জানিয়ে এলেন। প্রায় ২০ মিনিট কথা বলেন নৌশাদ। তখনই তিনি এই অভিযোগ করেন।

ভেষজ আবিরের কদর বেশি

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ মার্চ : স্নিগ্ধ বাতাস ও পলাশের বাহার জানান দিয়েছে, বসন্ত এসেছে। মাত্র ৪ দিন পরেই সকলে মেতে উঠবে রংয়ের উৎসবে। তার আগেই শেষ রবিবার জমজমাটি পসরা সাজিয়ে বসেছেন বড়বাজারের পাইকারি ব্যবসায়ীরা। এখন আর রাসায়নিক মিশ্রিত রং নয়, বরং ভেষজ আবিরের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে মানুষের। স্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব ভেষজ আবিরের চাহিদাই তাই বেশি। আর তার জোগান দিতে হিমসিম খাচ্ছেন বিক্রেতারা। ফুলের তৈরি ভেষজ আবিরের দাম সামান্য বেশি হলেও চাহিদা কম নয়। সেই সঙ্গে পিচকিরি, টুপি, মুখোশ, বেলুন সহ দোলের রকমারি সরঞ্জাম দেদার বিক্রি হচ্ছে। রবিবার বড়বাজারের পাইকারি বাজার ঘুরে দেখা গেল, দোলের আগে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের উৎসাহ তুঙ্গে।

সবুজ, গেরুয়া, গোলাপি রং প্যাকেট করতে করতে বিক্রেতা গণেশ ঘাঁটি বলেন, 'আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। রাজ্যের বাইরে থেকেও অর্ডার এসেছে। সেগুলিই প্রস্তুত করে রাখছি। এখন আর কেউ কৌটোর রং কেনেন না। ভেষজ আবিরই বেশি কেনে। আমার দোকানে ফুলের তৈরি আবিরও রয়েছে। ভালো মানের হলে দাম একটু বেশি থাকলেও ক্রেতারা তা দিতে কার্পণ্য করেন না।' তিন পুরুষ ধরে রং প্রস্তুত ও বিক্রি করে আসছেন শিবু শংকরের পরিবার। এবার সবুজ, গেরুয়া, হলুদ, গোলাপি রংয়ের ভেষজ আবিরের জোগান দিতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন শিবু। বললেন, 'আমার বাবা-ঠাকুরদার আমলে বাড়ির কারখানাতেই রং তৈরি হত। এখন কিনে এনেই বিক্রি করি।' গোডাউনে আবিরের প্যাকেট বিক্রির জন্য রেখেছেন সমীর ধোসি।

বরাত অনুযায়ী কর্মচারীদের আবির প্রস্তুত করে রাখার নির্দেশ দিতে দিতে তাঁর বক্তব্য, 'রাসায়নিক মিশ্রিত কৌটোর রংয়ের দিন শেষ। এখন মানুষ কর্মব্যস্ত। তাই রং খেলার পর সহজেই তা পরিষ্কার করা যায় এমন স্বাস্থ্যবান্ধব আবির খেলাই পছন্দ করেন বেশিরভাগ লোক। ১৫ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা পর্যন্ত প্যাকেটজাত আবির রাখছি। এবছর আবার নতুন রিমোট কন্ট্রোল পিচকিরিও এসেছে।'

২১ উকিলের বিরুদ্ধে কোর্টের রুল জারি

কলকাতা, ১০ মার্চ : নজিরবিহীনভাবে বিচারককে হেনস্তার মামলায় এক সরকারি আইনজীবী সহ ২১ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, বসিরহাট আদালতের ওই ২১ জন আইনজীবীকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে না। সোমবার একটি মামলার শুনানিতে বসিরহাট আদালতে সরকারি আইনজীবী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। কিন্তু তিনি উপস্থিত না থাকায় ডিভিশন বেঞ্চের রোষের মুখে পড়েন। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ওই সরকারি আইনজীবী একটি পকসো মামলায় নিম্ন আদালতে সওয়াল জবাব পর্বে অংশগ্রহণ করেননি। ফলে নির্যাতিত শিশু উপযুক্ত বিচারপ্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিচারপতি বসাক তাই এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। ওঁকে সরকারি আইনজীবীর পদে রাখা যাবে না। শেরিফকে ডেকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেব।'

ঘটনার সূত্রপাত বসিরহাট আদালতে অতিরিক্ত বিচারককে হেনস্তাকে কেন্দ্র করে।

দুর্ঘটনায় আহত বাইক আরোহী

বুনিয়াদপুর, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ চলাকালীন বুনিয়াদপুরে টোটোর সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন এক বাইক আরোহী। রবিবার রাত ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বুনিয়াদপুর পিরতলা এলাকার ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে।

আহত তরুণের নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল(২৭)। গঙ্গারামপুরের নন্দনপুর এলাকায় তাঁর বাড়ি। রবিবার বুনিয়াদপুর-পিরতলা ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে জায়েন্ট স্কিনে চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জাতীয় সড়কের ধারে রাখা ছিল বেশকিছু মোটর সাইকেল। সেইসময় একটি টোটো বুনিয়াদপুর অভিমুখে আসতেই হঠাৎ করেই একটি বাইকে ধাক্কা মারে। বাইকের নীচে চাপা পড়েন আরোহী। ছিটকে পড়েন বাইকের পেছনে থাকা এক তরুণী। স্থানীয়রা তাঁকে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

স্থানীয়দের দাবি, খেলা চলাকালীন জাতীয় সড়কে বাইক রাখায় রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়। অপরদিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এত লোকসমাগমে পুলিশ ও সিভিকের দেখা ছিল না। ফলে দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যানজটের সৃষ্টি হয়। এলাকাবাসীর চেষ্টায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বধূ নির্যাতনে হেপাজত

বৈষ্ণবনগর, ১০ মার্চ : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম নীহারুল ইসলাম। খোসালপাড়া এলাকায় তার বাড়ি।

২০২৪ সালের ২৯ অগাস্ট খালেদা বিবি নামে এক গৃহবধূ বৈষ্ণবনগর থানায় তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত করে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করে থাকায় পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। বুধবার গোপন সুত্রে খবর পেয়ে খোসালপাড়াতে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় ওই ব্যক্তিকে।

নাবালিকা সহ নিখোঁজ বধূ

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : টিউশন পড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বালুরঘাট শহরের এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। ৭ মার্চ ১৫ বছরের ওই কিশোরী বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। পরিচিত সব জায়গায় সন্ধান চালিয়েও কোনও হদিস মেলেনি ছাত্রীটির। নিখোঁজ নাবালিকার সন্ধান পেতে অবশেষে বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করেছেন অভিভাবকরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে টিউশন পড়াতে বাড়ি থেকে বের হয়ে এক গৃহবধূ 'নিখোঁজ' হয়ে গিয়েছেন। রবিবার থেকে বালুরঘাটের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই বধূ নিখোঁজ হয়ে যান। সম্ভাব্য সমস্ত স্থানে খুঁজেও তাঁকে না পেয়ে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁর স্বামী।

প্রশিক্ষণ শিবির

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : সোমবার সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ দপ্তরের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। বালুরঘাটে অবস্থিত জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন অফিসে এই শিবির চলেছে। এর ফলে চাকরিপ্রার্থীরা ভীষণ উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন।

বৈদিক শান্তিযজ্ঞে আহুতি ভক্তদের। সোমবার গাজোলের ঘাকশোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

কুমারগঞ্জে আতঙ্কিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা

মৌমাছির হুলে জখম ৬ পড়ুয়া

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ১০ মার্চ : মৌমাছির কামড়ে জখম হয়েছে ছয়জন পড়ুয়া। সোমবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কুমারগঞ্জের গোপালগঞ্জ রঘুনাথ হাইস্কুলে। স্কুলের শিক্ষকরা আহত ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধার করে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনার পর স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনাক্রম

- প্রার্থনা শেষে কোনও এক ছাত্র মৌচাকে ঢিল মারে
- কিছুক্ষণের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি স্কুল ভবনের দোতলায় ছাত্রীদের আক্রমণ করে
- অন্তত ছয়জন ছাত্রীকে একাধিক জায়গায় মৌমাছি হুল ফোটায়
- এছাড়াও ষষ্ঠ শ্রেণির কয়েকজন পড়ুয়ার পোশাকের মধ্যেও মৌমাছি ঢুকে পড়লে ভয়ে তারা চিৎকার শুরু করে

ঘটনার সূত্রপাত প্রার্থনার পর। প্রার্থনা শেষে কোনও এক ছাত্র মৌচাকে ঢিল মারে। আর তাতেই বাধে বিপত্তি। কিছুক্ষণের মধ্যে চাক থেকে মৌমাছির ঝাঁক বের হয়ে স্কুলে ছড়িয়ে পড়ে। মৌচাক থেকে উড়ে গিয়ে দোতলার উপরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাত্রীদের আক্রমণ করে। আচমকা মৌমাছির আক্রমণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। অন্তত ছয়জন ছাত্রীকে মৌমাছি একাধিক জায়গায় কামড় দেয়। ব্যথায় তারা কান্নাকাটি শুরু করে। এছাড়াও ষষ্ঠ শ্রেণির কয়েকজন পড়ুয়ার পোশাকের মধ্যেও মৌমাছি ঢুকে পড়লে তারাও ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করে।

ঘটনায় হতচকিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা পঠনপাঠন বাদ দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ছাত্রীদের উদ্ধার করে অফিস ঘরে নিয়ে আসেন। মৌমাছির আক্রমণে আহত ছাত্রীদের শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রমোহন পাল স্কুলের শিক্ষকদের দুটি গাড়িতে করে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে দীর্ঘসময় ধরে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার পর দুপুর একটা নাগাদ ছাত্রীরা পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরে আসে। পরে অভিভাবকদের খবর দিয়ে তাদের প্রত্যেককে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রমোহন পাল বলেন, 'আপাতত আহত ছাত্রীদের অবস্থা অনেকটা ভালো। আশা করি, তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। লোকজনকে ডেকে স্কুলে ক্যাম্পাসের মধ্যে দুটি বিরাটাকার মৌমাছির চাককে কেটে ফেলা হবে। পরে যাতে মৌমাছিরা নতুন করে আর বাসা বাঁধতে না পারে, তার জন্য নজরদারি চালানো হবে।'

বিয়ে করে প্রেমিকার বাবার রোষানলে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : প্রেম করে পালিয়ে বিয়ে করে বিপাকে নবদম্পতি। প্রাণ বাঁচাতে এদিন রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আইনজীবীর দ্বারস্থ হন নবদম্পতি। পাশাপাশি আদালত ক্যাম্পাস থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার ও বংশীহারী থানার আইসির কাছে লিখিত অভিযোগ ই-মেইল মারফত পাঠান রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী পলাশচন্দ্র দাস। রীতিমতো আতঙ্কিত নবদম্পতি রায়গঞ্জে আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার বুনিয়াদপুরের বাসিন্দা দিয়া সরকার (১৯) বুনিয়াদপুর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার খড়দহ গ্রামের বাসিন্দা তড়িৎ প্রামাণিকের গত শুক্রবার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করার পাশাপাশি বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করে। মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করায় বংশীহারী থানার দ্বারস্থ হন নববধূর বাবা। এখানেই শেষ নয়, ছেলের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী নিয়ে গিয়ে ছেলের বাবা-মাকে হুমকি ও গতকাল দুপুরে কালিয়াগঞ্জে ছেলের দিদির বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী নিয়ে এসে রীতিমতো তাণ্ডব চালায়। এরপরেই সুবিচারের আশায় রায়গঞ্জ জেলা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পাশাপাশি আইনজীবীর সঙ্গেও কথা বলেন।

নববধূ দিয়া সরকার বলেন, 'আমি যাকে প্রেম করে বিয়ে করেছি সেই ছেলের সঙ্গেই সংসার করতে দেবে না বাবা। আমার শ্বশুরবাড়ি সহ আত্মীয়দের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী নিয়ে গিয়ে হুমকি দিচ্ছে। আমি সাবালক, আমি যাকে ভালোবেসেছি তাকে বিয়ে করেছি। আমার স্বামীর প্রাণ সংশয় ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করায় বাবার বিরুদ্ধে বংশীহারী থানায় ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এসপির কাছে ই-মেইল মারফত এদিন লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

আদালতের দ্বারস্থ নবদম্পতি

রায়গঞ্জ আদালতের আইনজীবী পলাশচন্দ্র দাসের কথায়, 'দু'দিন আগে ওরা দুজন বিয়ে করেছে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজও করেছে। এই বিয়ে মেনে নিতে না পারায় মেয়ের বাবা ছেলের বাড়িতে ও গতকাল কালিয়াগঞ্জে ছেলের দিদির বাড়িতে হামলা চালায়। সোমবার বিকেলে মেয়ের বাবা সহ পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দিয়া সরকার। এছাড়া এই বিষয় নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের এসপি ও বংশীহারী থানার আইসিকে ফোন মারফত বিষয়টি জানানো হয়েছে। এই নবদম্পতির কোনও ঘটনা ঘটলে তার দায় থাকবে মেয়ের পরিবারের।'

পতিরামে নতুন মার্শালি বসানো শুরু

পতিরাম, ১০ মার্চ : পতিরাম ফায়ার স্ট্যান্ডবাই স্টেশনে অগ্নিনির্বাপণের কার্যকারিতা আরও বাড়াতে নতুন মার্শালি বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে দ্রুত জল ভরে অগ্নিনির্বাপণের সময় জল সংকট না হয়।

দেড় মাস আগেই পতিরামে এই ফায়ার স্ট্যান্ডবাই স্টেশনটি উদ্বোধন হয়েছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ী মিন্টু সাহা বিনা শর্তে তাঁর জমি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। যার ফলে এই স্টেশন চালু করা সম্ভব হয়েছে। সোমবার সেখানেই নতুন মার্শালি স্থাপনের কাজ শুরু হল।

স্থানীয় প্রশাসনের মতে, নতুন এই ব্যবস্থার ফলে অগ্নিকাণ্ডের সময় আরও দ্রুত জল ভরার সুযোগ তৈরি হবে, যা আগুন নেভাতে কার্যকর ভূমিকা নেবে। দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করে ফায়ার স্টেশনের কার্যক্ষমতা আরও বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

বাড়ি থেকে ধৃত তরুণ

কালিয়াগঞ্জ, ১০ মার্চ : রাঁধুনিপাড়ায় মোটরবাইক চালক প্রসন্ন মণ্ডলের (২১) মৃত্যুর ঘটনায় কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম দীপঙ্কর সরকার, বাড়ি রাঁধুনিপাড়ায়। রবিবার রাতে নিজের বাড়ি থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ফেসবুক লাইভ ঘিরে সংঘর্ষ

মোথাবাড়ি, ১০ মার্চ : পুলিশের গাড়ির নথি ঠিক না থাকার অভিযোগ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লাইভ' করছিলেন এক তরুণ। যাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধল। জনতার হাতে কয়েক জন সিভিক সহ এক পুলিশ অফিসার আক্রান্ত হয়েছেন। গোটা ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকাজুড়ে।

স্থানীয় ফাহাদ আলি নামে এক ব্যক্তি সোমবার সকালে মোথাবাড়ি গীতা মোড়ে পুলিশের একটি গাড়ি দেখিয়ে ফেসবুক লাইভ করতে থাকে। ওই তরুণ লাইভে জানান, 'পুলিশ সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিদিন তোলা আদায় করলেও পুলিশের সেই গাড়িটির ট্যাক্স ফেল, ইন্সুরেন্স ও ধোয়া কাগজ নেই।'

ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত সিভিকরা ফাহাদকে লাইভ করা বন্ধ করতে বলেন। এরপরেও ফাহাদ লাইভ চালিয়ে যেতে থাকলে সিভিকরা বাধা দেন। তাতে সিভিকদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষ বেধে যায়। সিভিকদের মারধর করা হয়। ওদের বাঁচাতে গিয়ে অফিসার রেজাউল আক্রান্ত হন। স্থানীয়রা দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে রাখে। ঘটনায় পুলিশ ফাহাদ সহ স্থানীয় তিন চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদে আটক করেছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন জানান, 'কয়েকজন দুষ্কৃতীদের হাতে পুলিশ ও সিভিক আক্রান্ত হয়েছে। ওরা পুলিশের নাকা চেকিং করতে বাধা দিয়ে ফেসবুকে মিথ্যা অভিযোগ করছিল। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।'

বিট্টু খুনে গ্রেপ্তার প্রাক্তন তৃণমূল নেতা

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১০ মার্চ : বাঙালবাড়ির বিট্টু ক্ষেত্রীকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় পুলিশ সোমবার গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদের যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি জাহিদুর রহমান ওরফে বাপিকে। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে জাহিদুরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বয়ানে অসংগতি মেলায় এবার তাকে গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশের অনুমান, সুদের ব্যবসা নিয়ে বিরোধের জেরেই বিট্টুকে খুন করা হয়েছে।

এদিকে জাহিদুর রহমান আদালত চত্বরে বলেন, 'বিট্টু রাত আটটার সময় আমার কাছে গিয়েছিল। তারপর কী হয়েছে জানা নেই। আমি খুন করিনি।' একই দাবি জাহিদুরের স্ত্রী দোলনা খাতুনের।

এদিন বিট্টু ক্ষেত্রীর স্ত্রী অঙ্কিতা দেবকে গোপন জবানবন্দির জন্য রায়গঞ্জ জেলা আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে আসা হয়। অঙ্কিতা বলেন, 'পুলিশের প্রতি আমার আস্থা রয়েছে। আমার স্বামীকে যারা খুন করেছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

> পুলিশের প্রতি আমার আস্থা রয়েছে। আমার স্বামীকে যারা খুন করেছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।
>
> **অঙ্কিতা দেব**
> বিট্টু ক্ষেত্রীর স্ত্রী

সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় পুলিশ জাহিদুরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। তদন্তের স্বার্থে বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

জেলা পুলিশের এক গোয়েন্দা কর্তা বলেন, এই খুনের ঘটনায় বাপি সহ নয়জন জড়িত। জড়িত একাধিক প্রভাবশালী। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

স্কুল থেকে উধাও খুদের খোঁজ মিলল শৌচালয়ে

বন্ধ সিসিটিভি ক্যামেরা, কাঠগড়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : স্কুল চলাকালীন রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায় এক খুদে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে স্কুলের শৌচালয়ের ভিতর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার শহরের বাণীমন্দির প্রাথমিকে। সোমবার খুদে পড়ুয়ার অভিভাবক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিভাবকরা স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছেন।

স্কুলের শৌচাগার থেকে উদ্ধার করা হয় দ্বিতীয় শ্রেণির জিষ্ণু বিশ্বাসকে। সে রীতিমতো ভয়ে কাঠ। ঘটনার দিন দুপুর সোয়া একটা পর্যন্ত সে ক্লাসে ছিল। মিড-ডে মিলও খায়। ছুটির পর তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ওদিকে বাবা তাকে নিতে এসেছে। ছুটির পর দিদিমণিরা দেখেন ক্লাসরুমে ওর ব্যাগ পড়ে রয়েছে। অথচ ও নেই। স্কুলে শুরু হয় হইচই।

> শনিবার স্কুল ছুটির পর জিষ্ণুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেদিন স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ থাকায় ও কোনওভাবে বাইরে গিয়েছিল কি না, বুঝতে পারছিলাম না। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ওকে পাওয়া যায়।
>
> **নিমাই বিশ্বাস,** বাবা

কাঁপা কাঁপা গলায় জিষ্ণু জানায়, 'দুটো দুষ্টু লোক স্কুলের পিছনে আটকে রেখেছিল। তাদের চিনি না। ওরা আমায় চকোলেটের লোভ দেখায়। এরপর একজন বাথরুমে এসে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। আমাকে বলে - কাউকে বলবি না। বললে যেদিন স্কুলে আসবি সেদিন আর ছাড়ব না।'

ঘটনায় আতঙ্কিত ওর বাবা নিমাই বিশ্বাস। বলেন, 'শনিবার স্কুল ছুটির পর জিষ্ণুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেদিন স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ থাকায় ও কোনওভাবে বাইরে গেছিল কি না, বুঝতে পারছিলাম না। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ওকে পাওয়া যায়।'

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা দীপান্বিতা চক্রবর্তী গুহ সমান উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, 'ভুলবশত ঘটনার দিন সিসিটিভি ক্যামেরা অন করা হয়নি। বাচ্চার ব্যাগ ছিল। কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজি পর বাথরুমের পিছনে ভেজা অবস্থায় ওকে পাওয়া যায়। রবিবার পিছন দিকটা ঘিরে দেওয়া হয়।' তিনি আরও জানান, 'বাচ্চাটি যেহেতু বলছে ওকে দুইজন আটকে রেখেছিল তাই ওর অভিভাবকে পুলিশে অভিযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।'

এলাকার কোঅর্ডিনেটর প্রদীপ কল্যাণী সহ রায়গঞ্জ থানার আধিকারিকরা এদিন স্কুলে এসেছিলেন। রায়গঞ্জ থানা তদন্ত শুরু করেছে।

জেতায়, তৃপ্ত গম্ভীর

প্রথম পাতার পর

আর দেশের জার্সি গায়ে চাপানোর সুযোগ পাওয়াটা ইয়ার্কির বিষয় নয়। হিটম্যানের কথায়, 'দেশের জার্সিতে খেলাটা গর্বের, কোনও ইয়ার্কির বিষয় নয় সেটা। ২০১৯ সালের একদিনের বিশ্বকাপের আসরেও দারুণ পারফর্ম করেছিলাম আমি। ধারাবাহিকভাবে বড় রানও করেছিলাম। কিন্তু ফল কী হয়েছিল, সবারই জানা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে আমরা খেতাব জিতেছি। তাই এই প্রতিযোগিতা গুরুত্বের বিচারে অনেক বেশি মনের কাছে থাকবে।' রোহিত ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন। জয়ের ভিত গড়েছেন দায়িত্ব নিয়ে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাতে ভারত অধিনায়কের উপলব্ধি, তিনি একা নন। দল হিসেবে তাঁরা খেতাব জিতেছেন। আর সেই সাফল্যে সবার সমান অবদান। উদাহরণ হিসেবে লোকেশ রাহুলের কথা তুলে ধরে রোহিত বলেছেন, 'লোকেশ আমাদের সাফল্যে বড় ভূমিকা নিয়েছে। হয়তো সেঞ্চুরি করেনি ও। কিন্তু প্রতি ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে ৩০-৪০ রান করেছে। যা আমাদের সাফল্যের পথে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।'

রোহিত যেখানে থেমেছেন, সেখান থেকেই রাতের দুবাই স্টেডিয়ামে মুখ খুলেছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর। রোহিতরা যখন পুরস্কার মঞ্চে উৎসবের জোয়ারে ভেসেছেন। কোচ গম্ভীর সামান্য দূর থেকে সব দেখেছেন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের উৎসবের শেষে ভারতীয় সময় প্রায় রাত সাড়ে বারোটার সময় সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়েছিলেন গম্ভীর। প্রাক্তন ক্রিকেটার নভজ্যোৎ সিং সিধুর সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আড্ডা দিতে গিয়ে তাঁর ভাবনার ভিন্ন একটা দিক তুলে ধরেছেন গম্ভীর। জানিয়েছেন, তিনি বিশ্বাস করেন ব্যাটাররা নির্দিষ্টভাবে ম্যাচ জেতায়। কিন্তু বোলাররা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতিযোগিতা জেতায়। চাকরি বেঁচে যাওয়ার স্বস্তিতে ভরপুর গম্ভীরের কথায়, 'প্রথম দিন থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম, ছয়জন বোলার নিয়ে খেলব। প্রয়োজনে কোনও ব্যাটারকে বসিয়ে রাখা হবে। বাস্তবে সেটাই করেছি আমরা। কারণ, আমি বিশ্বাস করি ব্যাটাররা ম্যাচ জেতায়। কিন্তু বোলাররা জেতায় প্রতিযোগিতা।'

কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর হিসেবে গম্ভীরের সাফল্যের মূলেও এমনই ভাবনা ছিল। তিনি নিজেই সেকথা গতকাল রাতে তুলে ধরেছেন দুনিয়ার দরবারে। গম্ভীরের কথায়, 'কেকেআরের আইপিএল অভিযানের সময়ও আমরা ছয়জন বোলার নিয়ে খেলেছিলাম। পরে ভারতীয় কোচ হওয়ার পর শ্রীলঙ্কা সফরে এভাবেই খেলেছিলাম আমরা। রিয়ান পরাগকে ষষ্ঠ বোলার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু পরিকল্পনা কাজে লাগেনি। এখন সেই সিদ্ধান্তই সফল হয়েছে।' ভারত অধিনায়ক রোহিতের মতোই দলের অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার অবসর নিয়েও তৈরি হয়েছিল জল্পনা। রোহিতের মতো তিনিও এমন জল্পনাকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। খেতাব জয়ের রাতে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে কোনও মন্তব্য না করলেও পরে সমাজমাধ্যমে জাড্ডু লিখেছেন, 'দয়া করে অযথা কোনও গুজব ছড়াবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।' এমন বার্তায় জাড্ডু স্পষ্ট করেছেন, এখনই অবসরের পরিকল্পনা নেই তাঁর।

ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় জখম শ্রমিক

গঙ্গারামপুর, ১০ মার্চ : ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় সোমবার গুরুতর জখম হলেন এক শ্রমিক। আহত শ্রমিকের নাম গৌতম দাস (৫৬)। বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার জাহাঙ্গিরপুর গ্রামে। বর্তমানে তিনি গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর শহরের বাণগড় এলাকায়।

পেশায় শ্রমিক গৌতম দাস প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও সাইকেলে চেপে কাজের সন্ধানে গঙ্গারামপুর আসছিলেন। বাণগড় এলাকায় আসতেই পেছন থেকে একটি ইটবোঝাই ট্র্যাক্টর তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় তিনি গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে ঘটনার ফলে বাণগড় এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। গঙ্গারামপুর থানা ও ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি ঘাতক ট্র্যাক্টরটি থানায় নিয়ে আসে।

গাড়ির ধাক্কায় আহত ৫

প্রথম পাতার পর

দেখভাল ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার যুগ্ম আহ্বায়ক ডক্টর সুব্রত সাহা বলেন, 'পাঁচজন ছাত্রীর মধ্যে একজন ছাত্রী গুরুতর জখম রয়েছে। আমরা জখম ছাত্রীদের পাশে রয়েছি।'

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগের চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ বলেন, 'একজন ছাত্রীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। নাক ও কান দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। সেই কারণে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।'

রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সানা আক্তার বলেন,ঘাতক গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ট্রাফিকের কাছ থেকে।

হিন্দির উগ্র আগ্রাসন রোধে আবার যুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

করা হোক হিন্দিয়া। দল ছেড়েছেন সেখানকার বিজেপি নেত্রী। ভিজগা ইন্ধি। হিন্দি নিপাত যাক। এই স্লোগানের বয়স আরও পুরোনো। সেই পেরিয়ার ইভি রামস্বামীর আমলের। স্বাধীনতার আগে ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী তখন সি রাজাগোপালাচারি। তিনি সব স্কুলে বাধ্যতামূলক হিন্দিশিক্ষার আদেশ দিয়েছিলেন। আর তাতেই আগুন জ্বলে ওঠে গোটা রাজ্যে। মিটিং, মিছিল, অনশন চলতে থাকে টানা তিন বছর। পুলিশ হেপাজতে প্রাণ হারান দুজন। গ্রেপ্তার হন ১১৯৩ জন। ১৯৩৯ সালে সরকারের পতনের পর ১৯৪০ সালে বাধ্যতামূলক হিন্দির আদেশ উঠে যায়।

বিন্ধ্যের উত্তরের শাসকদের বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখেছে দাক্ষিণাত্য। হিন্দি তাদের কাছে আর্য আধিপত্যবাদ। তামিল ভাষা, সাহিত্য নিয়ে অস্মিতা এখনও অটুট। শুধু তামিলই নয়, তেলুগু ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন পট্টি শ্রীরামুলু। তেলুগুভাষীদের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবিতে একটানা ৫৬ দিন অনশন করে প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি। তারপরই নেহরু তৈরি করেন অন্ধ্রপ্রদেশ। যতই জাতীয় ঐক্যের কথা বলে হিন্দিকে চাপানোর চেষ্টা হয়েছে ততই পালটা প্রতিরোধ হয়েছে দক্ষিণে।

কর্ণাটকেও তীব্র হিন্দি বিরোধিতা মাঝেমধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তানের গোবলয়ের পাচন কিছুতেই গেলানো যায়নি দক্ষিণীদের। মাতৃভাষা নিয়ে তাঁরা গর্বিত। ত্রিভাষা সূত্রের নামে হিন্দি চাপানোয় যেমন নেহরু, শাস্ত্রী, মোরারজি থেকে বাজপেয়ী, অধুনা মোদি-শা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। হিন্দির প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দ অন্য যে কোনও ভারতীয় ভাষার তুলনায় অনেকগুণ বেশি। অথচ দেশের অন্য ভাষাগুলোও সংবিধান স্বীকৃত ভাষা। নানাভাবে নানা যুক্তিতে প্রতিবছর হিন্দি দিবসে ভাষণ দেন কেন্দ্রের মন্ত্রীরা। কর্মচারীদের জন্য চালু রয়েছে রাজভাষা পুরস্কার। বাকি ভাষারা সতিন। এই হিন্দি দিবস নিয়েই আট বছর আগে তুলকালাম বেধেছিল বেঙ্গালুরুতে। মেট্রো রেলের সাইনবোর্ড থেকে হিন্দি মুছে দিয়েছিলেন বিক্ষোভকারীরা।

আর আমাদের এখানে হিন্দি নিয়ে কথা তোলাই প্রাদেশিকতা। অথচ চোখের সামনেই ধীরে ধীরে কলকাতার কথ্যভাষা পালটে যাচ্ছে। এখন উলটে অ-বাংলাভাষীরাই হুকুম করে হিন্দিতে কথা বলতে। আমরা প্রতিবাদটুকুও করি না। পালটা যুক্তি দিয়ে আমরা বলে থাকি কলকাতা কসমোপলিটান, বহু জাতির একত্রে বাস এখানে। যেন বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই কসমোপলিটান নয়।

আমরা বাচ্চাদের হাত ধরে নিয়ে যাই হিন্দি শেখার ক্লাসে। তারা বাংলা বললে অভিভাবকরা লজ্জা পান। বাচ্চার 'বাংলাটা ঠিক আসে না' বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। বাংলা এখন ধ্রুপদি ভাষা, এই স্বীকৃতি আমাদের এখনও অবশিষ্ট আত্মশ্লাঘায় সুড়সুড়ি দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারি এই আমরাই কত কী বলে থাকি। অন্যেরা মাতৃভাষা নিয়ে যতই গর্বিত হোক, আমরা তো আর অন্যদের মতো প্রাদেশিক নই। আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। ভাষার জন্য শুধু বাঙালিরাই নয়, অন্য প্রদেশের অধিবাসীরাও প্রাণ দিয়েছিলেন ক'জন জানি আমরা?

আমাদের উদ্দেশে বাংলারই এক কবি বহু আগে লিখেছেন, যেজন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।

শংকর, মনোজকে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু বিরোধী দল যে ধরনের আচরণ করল, তা কখনই সমর্থন করা যায় না। সেই কারণেই তাঁদের মার্শাল ডেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ও এক বিধায়ককে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে।'

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বে ১৭ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ চার বিজেপি বিধায়ককে এক মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। এদিন বিধানসভায় নিজের ঘরে বসেছিলেন শুভেন্দু। এই ঘটনার পরই পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেন তিনি। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, মঙ্গলবার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বেলা ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন বয়কট করে বাইরে কালো ব্যাজ পরে ধর্না দেবেন। তার আগে অধিবেশন শুরুর সময় রাজ্যজুড়ে মন্দির ভাঙা ইস্যুতে মুলতুবি প্রস্তাব আনবে বিজেপি। সেই প্রস্তাব গৃহীত না হলে তার প্রতিবাদে ওয়াকআউট করে ধর্নায় বসবেন বিজেপি বিধায়করা। অধ্যক্ষের অগণতান্ত্রিক কাজের প্রতিবাদে ও বারুইপুরে মন্দির ভাঙার ঘটনায় ১৯ মার্চ বারুইপুরে অধ্যক্ষের নামে লিফলেট বিলি করবেন তাঁরা। এদিনের ঘটনায় এবারের অধিবেশনে ১৭ মার্চ পর্যন্ত ৫ বিজেপি বিধায়ক সাসপেন্ড হয়ে থাকলেন।

ছোট তারা

দীপ্তমান সাহা (৭)। কালিয়াগঞ্জের মহেন্দ্রগঞ্জ এলাকায় বাড়ি। কয়েকবছর ধরে যোগাসনে বেশ সুনাম অর্জন করেছে সে। বড় হয়ে দেশের জন্য আর্মিতে কাজ করতে চায় সে।

গৌড়বঙ্গের দুই জেলা মালদা ও রায়গঞ্জের শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে বিকেলের মনোরঞ্জন থেকে। কারণ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পার্কগুলির বেহাল দশা। কোথাও ভাঙা খেলার সামগ্রী। কোথাও বা পার্কে মদ্যপান, নেশার আসর। সব জেনেও পার্কগুলিতে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে নিয়ে আসার কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসন বা পুরসভার।

বিবেকানন্দ পার্ক হয়ে উঠেছে নেশার আখড়া

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১০ মার্চ : ইংরেজবাজার পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মহানন্দা নদী। নদী আর জনবসতির বুক চিরে চলে গিয়েছে কালো পিচের রাস্তা। রাস্তার একদিকে নদী, একদিকে রেল কলোনি। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে এলাকার শিশুদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল একটি পার্ক। নাম রাখা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের নামানুসারে। স্থাপন করা হয়েছিল স্বামীজির আবক্ষ মূর্তি। কিন্তু সেই পার্ক আজ সমাজবিরোধীদের আখড়া। পার্ক আজ পুরসভার বর্জ্য ফেলার ভাগাড়। যা থেকে এলাকায় যেমন দূষণ ছড়াচ্ছে, তেমনই বাড়ছে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা।

এলাকার বিজেপি কাউন্সিলারের দাবি, পার্কের বেহাল দশা নিয়ে কয়েকবার মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে লিখিত করা হলেও কাজের কাজ হয়নি কিছুই।

সোমবার সকালে বিবেকানন্দ পার্কে গিয়ে দেখা গেল, ভেঙে পড়েছে সীমানা প্রাচীর। ভেঙে পড়ছে ছোটদের খেলার সামগ্রী। উধাও স্বামীজির মূর্তি। ইতিউতি ছড়িয়ে রয়েছে মদ আর নেশার কাফ সিরাপের বোতল। এলাকার প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। একটা সময় নিয়মিত এই পার্কে বসত নেশার আসর। সমাজবিরোধীদের সঙ্গে ভিড় জমাত পড়ুয়ারাও। বেশ কয়েকটি অঘটন ঘটে যাওয়ার পর এলাকার মানুষও পার্কে আসা বন্ধ করে দেন। আস্তে আস্তে পুরো পার্কটিই চলে যায় দুষ্কৃতীদের দখলে। এলাকার বাসিন্দা হিমাংশু দাসের কথায়, 'মদ্যপদের দাপটে স্বামীজির অসম্মান দেখে মূর্তিটি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন রাত হলেই নেশাড়ুদের ভিড় জমে।'

২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অসীম সরকারের দাবি, 'পার্কের দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে। এলাকার যত বর্জ্য ওই পার্কে জমানো হয়। কোনও কোনও সময় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিষাক্ত ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় পুরো এলাকা। এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষের মধ্যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।'

২১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার সুতপা মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'পুরো এলাকাটি এখন সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। রাত বাড়লেই নেশার আসর বসছে। আমি বেশ কয়েকবার ডিআরএমের কাছে লিখিতভাবে পার্কটি মেরামতের দাবি জানিয়েছি। আবারও দাবি জানাব। যাতে করে এলাকার পরিবেশ ঠিক হয়।'

মালদা শহরের বিবেকানন্দ পার্কের চিত্র।

> পার্কের দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে। এলাকার যত বর্জ্য ওই পার্কে জমানো হয়। কোনও কোনও সময় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিষাক্ত ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় পুরো এলাকা। এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষের মধ্যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।
>
> **অসীম সরকার**
> ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা

ত্রিশ টাকা টিকিট, বিনোদনের ব্যবস্থাই নেই

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : দুই টাকা, পাঁচ টাকা নয়, রায়গঞ্জ শহরের কর্ণজোড়া বিনোদন পার্কের প্রবেশমূল্য মাথাপিছু ত্রিশ টাকা। অথচ তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন চোখে পড়ে না পার্কের ভেতরে। বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সবুজ গাছগাছালির ভিড়ে ছড়িয়ে থাকা বিনোদনের রকমারি সামগ্রী কার্যত ভেঙে পড়ে আছে, আবার কোনওটা বিপজ্জনক অবস্থায় হেলে পড়ে আছে। মনোরঞ্জনের আকর্ষণীয় দোলনা, হাওয়াই ঘুর্ণি সহ নানা বিনোদন খেলনাগুলো বর্তমানে সম্পূর্ণ বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। এছাড়াও পার্কের ভেতরের পরিবেশ নিয়ে অভিযোগও বিস্তর। সব মিলিয়ে পার্কে প্রবেশের পর চরম হতাশ হচ্ছেন পর্যটকরা।

পার্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার গোপাল দে'র দাবি, 'বছর তিনেক আগে একশোদিনের প্রকল্পের মাধ্যমে এই বিস্তীর্ণ পার্কটির সংস্কারের মাধ্যমে খোলনলচে বদলে আধুনিক রূপ দেওয়া হয়। পার্কের আকর্ষণে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে শিশুদের নিয়ে অভিভাবকরা সপরিবারে আসতেন। কিন্তু পার্ক নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ওঠায় বর্তমানে পর্যটকের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে।'

রায়গঞ্জের বাসিন্দা সুকান্ত ঘোষের কথায়, '৩০ টাকা টিকিট কেটে পার্কের ভেতরে ঢুকলে দেখা যায় সব কিছু ভেঙে পড়ে রয়েছে। শিশুদের খেলনাগুলো ব্যবহার অযোগ্য হয়ে রয়েছে। পরিবেশও ভালো নেই। ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে বিপদে পড়তে হয় অভিভাবকদের।'

একদিকে কুলিকে প্রবেশ অবাধ এবং অপরদিকে পার্কের বেহাল অবস্থা। সবেরই প্রভাব পড়েছে এই পার্কে।

জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূলের নিতাই বৈশ্য অবশ্য বলেন, 'পার্কটি বেসরকারি সংস্থার হাতে লিজ দেওয়া আছে। তাঁরা যদি সংস্কারের ব্যাপারে জানায় অবশ্যই দেখা হবে।'

রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া বিনোদন পার্কের বেহাল দশা। - সংবাদচিত্র

রোগীর হাল জানতে ১০০ টাকা 'তোলা'

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : রোগীর হালহকিকত জানতে বা দেখা করতেও হাসপাতালের কর্মীদের দিতে হচ্ছে টাকা। এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠল বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগের কর্মীদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানতে পেরেই কঠোর ব্যবস্থা নিল বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যেই সিসিইউ বিভাগের কর্মীদের রোস্টার করে ডিউটি দেওয়া হচ্ছে। আবার বেশ কয়েকজনকে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পাশাপাশি সিসিইউ বিভাগে থাকা রোগীদের তথ্য এবার গুগল শিটের মাধ্যমে আপডেট দিচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। যার ফলে রোগী সহায়তাকেন্দ্রে খুব সহজেই রোগীর সম্পূর্ণ তথ্য পাবেন পরিবার পরিজনরা। এর পাশাপাশি সিসিইউ বিভাগের সামনে লাগানো হচ্ছে ডিসপ্লে বোর্ড। যেখানে থাকবে রোগীর কেস হিস্ট্রি। চলতি সপ্তাহে এইসব উদ্যোগ নিয়েছে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এবিষয়ে রোগীর পরিজন মহাদেব সরকারের অভিযোগ, 'আমার এক আত্মীয় সিসিইউতে ভর্তি ছিলেন। সেইসময় রোগীর অবস্থা কেমন রয়েছে তার খোঁজখবর পেতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সেখানকার কর্মীরা টাকা চাইছিল। বিষয়টি আমি মৌখিকভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম।'

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের পুরোনো ভবনের তিনতলায় রয়েছে সিসিইউ বিভাগ। সেখানে প্রায় ২৪টি বেড রয়েছে। মুমূর্ষু রোগীদের উন্নত চিকিৎসার দেওয়ার জন্য সিসিইউতে রাখা হয়। সিসিইউ হাসপাতালের অন্য ওয়ার্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে বাইরের কাউকে সবসময় ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পরিবারের কাছ থেকে রোগীর অবস্থা কেমন আছে তা জানার জন্য টাকা নেওয়া হয়। অভিযোগ, যার কাছে যেমন পায় তেমনভাবেই ১০০ বা ১৫০ টাকা নেওয়া হচ্ছিল।

বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'রোগীরা কেমন রয়েছে তা জানতে এবার ডিসপ্লে বোর্ড লাগানো হচ্ছে সিসিইউ বিভাগের সামনে। এছাড়াও রোগীর সব তথ্য গুগল শিটে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে কোনও কর্মীকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। রোগী সহায়তাকেন্দ্রে গেলেই সব জানতে পারবেন পরিবারের সদস্যরা। সিসিইউ বিভাগের কর্মী সহ হাসপাতালের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। সিসিইউ কর্মীদের মধ্যে কয়েকজনকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। রোটেশন করে ডিউটি দেওয়া হচ্ছে।'

> আমার এক আত্মীয় সিসিইউতে ভর্তি ছিলেন। সেইসময় রোগীর অবস্থা কেমন রয়েছে তার খোঁজখবর পেতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সেখানকার কর্মীরা টাকা চাইছিল। বিষয়টি আমি মৌখিকভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম।
>
> **মহাদেব সরকার**
> রোগীর পরিজন

> রোগীর পরিবারের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এটা জানতে পেরেই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সিসিইউ কর্মীদের মধ্যে কয়েকজনকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
>
> **কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ**
> হাসপাতাল সুপার

বিশেষভাবে সক্ষমরা পেল পোশাক

গঙ্গারামপুর, ১০ মার্চ : গঙ্গারামপুর পুরসভা এলাকার বার্ধক্যভাতা ও বিধবাভাতা প্রাপ্ত নাগরিকদের বিশেষ সহায়ক সামগ্রী বিলি করা হল সোমবার। গঙ্গারামপুর পুরসভা ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রবীণ উপভোক্তাদের হাতে ছাতা, লাঠি, লাইট, ব্যাগ সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র, উপপুরপ্রধান জয়ন্ত দাস, এগজিকিউটিভ অফিসার পঙ্কজকুমার পুরকাইত সহ আরও অনেকে।

পুরসভার পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র জানান,'পুরসভা এলাকার বার্ধক্যভাতা প্রাপক ও বিধবাভাতা প্রাপকদের বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী বিলি করা হল। প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধার্থে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীদিনে কয়েক দফায় প্রায় দু'হাজার মানুষকে সহায়ক সামগ্রী বিলি করা হবে।'

অন্যদিকে, কেউ দৃশ্য, কেউ শ্রাব্য, আবার কেউ স্নায়বিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করছে। বিশেষভাবে সক্ষম এই শিশুদের হাতে প্রথম বিদ্যালয়ের পোশাক তুলে দেওয়া হল। নতুন পোশাক পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছাত্রছাত্রীরা।

> এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট পোশাক বিতরণ করা হল। বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের নতুন পোশাক পেয়ে ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত।
>
> **প্রশান্ত মিত্র**, পুরপ্রধান

গঙ্গারামপুর শহর সংলগ্ন সুচেতনা আবাসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যাপীঠে ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট পোশাক বিলি করা হল সোমবার। বিদ্যালয়ে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পোশাক বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুরের পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হীরালাল দাস, স্থানীয় কাউন্সিলার সুভদ্রা রাজবংশী সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন বিদ্যালয়ের ১০১জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক তুলে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হীরালাল দাস জানান, 'আমাদের বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েরা এর আগে বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরত। এবারে প্রথম সরকারি উদ্যোগে নীল সাদা পোশাক পেল। নতুন পোশাক পেয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভীষণ আনন্দিত।'

প্রতিবাদ

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : শিক্ষামন্ত্রী নিরস্ত্র ছাত্র আন্দোলনে দমনপীড়ন নীতি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ওপর আক্রমণ করেছেন। এমনই অভিযোগ তুলে বালুরঘাটে প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিএম। বালুরঘাট এক নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সাড়ে তিন নম্বর এলাকা থেকে মিছিল শুরু হয়। ব্যানার,ফেস্টুন সহযোগে ধিক্কার স্লোগান দিয়ে সেই মিছিলটি জেলা কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

মালদা মেডিকেল কলেজ	
এ পজিটিভ	২৬
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১৫৮
বি নেগেটিভ	৩
এবি পজিটিভ	২৯
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১৬৬
ও নেগেটিভ	১
(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)	
রায়গঞ্জ মেডিকেল	
এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
বালুরঘাট হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৫
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	১

জেতার পর আনন্দ (বামে)। পুড়ছে বাজার। রবিবার রাতে মালদায়। - স্বরূপ সাহা

বেআইনি বাজার, মন্তব্য চেয়ারম্যানের

উচ্ছ্বাসের বাজিতে হকার্স মার্কেটে আগুন

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে ভারত চ্যাম্পিয়ন হতেই মালদার রাজপথে নেমে পড়ে হাজারো মানুষ। গভীর রাতে শুরু হয় শব্দবাজির তাণ্ডব। সঙ্গে আতশবাজি। আর সেই আতশবাজির আগুন গিয়ে পড়ে মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস মোড় সংলগ্ন হকার্স মার্কেটে। বাজারের টিনের আচ্ছাদনে পড়া বাজির আগুনের ফুলকি পরপর বেশ কয়েকটি দোকানে আগুন লেগে যায়। এসময় ফোয়ারা মোড়ে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের তৎপরতায় দমকল কর্মীরা মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। কর্মীদের প্রচেষ্টায় মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

একটি স্টেশনারির দোকান সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি কাপড়ের দোকানও। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা বলে জানিয়েছেন হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে মালদা শহরজুড়ে। ফের মালদা শহরের বাজারগুলির বেহাল অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই হকার্স মার্কেটকে বেআইনি বলে মন্তব্য করেছেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান।

মালদা হকার্স মার্কেটের নৈশপ্রহরী দীপক চৌধুরী জানিয়েছে, 'রবিবার রাতে ফোয়ারা মোড়ে দফায় দফায় হাজারো মানুষ ভারতের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জয়ের আনন্দে বাজি ফাটাচ্ছিলেন। এই বাজির আগুন এসে পড়ে হকার্স মার্কেটের টিনে। এখানে পড়ে থাকা গাছের শুকনো পাতা থেকে আগুন লেগে যায়।'

তাঁর আরও দাবি, 'আমি গিয়ে ট্রাফিক পুলিশকে জানাই। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে দমকল কর্মীদের ফোন করেন। খবর পাওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যেই দমকলের বড় ইঞ্জিন নিয়ে এসে পৌঁছান কর্মীরা। তখনও পরপর বেশ কয়েকটি দোকানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। তবে তাঁদের তৎপরতায় ১৫ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।'

হকার্স মার্কেটের সম্পাদক গৌতম কুণ্ডুর অভিযোগ, 'যে কোনও উৎসবে ফোয়ারা মোড়ে মানুষ আনন্দ উচ্ছ্বাস করে বাজি ফাটায়। এনিয়ে প্রশাসনের কড়া হওয়া উচিত। কারণ, পাশেই রয়েছে এতবড় হকার্স মার্কেট। এদিন যথাসময়ে দমকল কর্মীরা না আসলে গোটা বাজার ভস্মীভূত হতে পারত।'

এই ঘটনার পর ২০২৩ সালের ভয়াবহ স্মৃতি উসকে দিয়েছে শহরবাসীকে। ওই বছর নেতাজি পুরবাজারে থাকা এক বাজি ও কার্বাইটের গোডাউন থেকে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় দুইজন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। আগুন নেভাতে গিয়ে পর্যাপ্ত জলের অভাবে কালঘাম ছুটেছিল দমকল কর্মীদের। সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ৯ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাকের দাবি, 'বাজি পটকা নিরাপদ জায়গায় ফাটানো উচিত। ফোয়ারা মোড় অত্যন্ত বিপজ্জনক এলাকা। এখানে আগুন লাগলে শুধু হকার্স মার্কেট নয়, ভয়াবহ বিপদ আসবে চিত্তরঞ্জন মার্কেটেও। আমরা এনিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।'

> সরকারি জায়গা জবরদখল করে বাজার চলছে। প্রশাসন এনিয়ে ভাববে। আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের সাহায্য চাইলে তখন ভাবব।
>
> **কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী**
> চেয়ারম্যান, ইংরেজবাজার পুরসভা

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন মালদায়

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১০ মার্চ : মালদা শহরের বাজারগুলো যেন জতুগৃহ। কিছুদিন আগেই নেতাজি পুরবাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। গতকালও হকার্স মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই পরিস্থিতিতে ফের পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি অবৈধ দখলদারি মুক্ত করার দাবি উঠতে শুরু করেছে।

চিত্তরঞ্জন মার্কেটের এক কাপড় ব্যবসায়ী গোবিন্দ মানি জানান, 'গতকাল পোস্ট অফিস মোড় সংলগ্ন হকার্স মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। এর আগে চিত্তরঞ্জন মার্কেটেও অগ্নিকাণ্ডে ভালো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। গরম পড়তে শুরু করেছে, অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনাও বাড়ছে। চিত্তরঞ্জন মার্কেটের বেশিরভাগ দোকানেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। একটি আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার আছে, তবে তাতে জল রয়েছে কিনা জানা নেই। কোনওভাবে অগ্নিসংযোগ হয়ে গেলে দমকল ঢোকার রাস্তাও বেআইনি পার্কিংয়ের জেরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। পুরসভা ও প্রশাসনের বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতাজি পুর বাজারের এক ব্যবসায়ীর দাবি, 'কিছুদিন আগেই নেতাজি পুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। সাতসকালে সেই ঘটনা ঘটায় দমকল ঘটনাস্থল পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল। সেই ঘটনার পর দমকলের রাস্তা রাখতে পুরসভা ও প্রশাসন উদ্যোগ নিয়ে অবৈধ দখলদারি মুক্ত করতে নেমেছিল। কিন্তু আবার আগেই মতোই পরিস্থিতি। দুধারে অস্থায়ী দোকান বসায় রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। প্রশাসন ও পুরসভার উচিত বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া।'

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু বলেন, 'ইংরেজবাজার পুরসভার মধ্যে অনেকগুলি মার্কেট রয়েছে। তেমনই এক হকার্স মার্কেটে গতকাল আগুন ধরে গিয়েছিল। সেখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই। শুধু তাই নয়, অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের নির্দেশমতো ব্যবস্থা রাখা কিংবা ফায়ার সেফটি লাইসেন্স পুরসভার কোনও মার্কেটেই নেই। দু-একটি মার্কেটে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার রয়েছে। তবে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটলে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার মতো পরিকাঠামো কোনও মার্কেটে নেই। আমরা চাইব, অবিলম্বে এসব পরিকাঠামো তৈরি করা হোক। পুরসভা এগিয়ে এলে মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স সবসময় তাদের সহযোগিতা করবে।'

চ্যাম্পিয়ন ও শিক্ষকদের সংবর্ধনা

গঙ্গারামপুর, ১০ মার্চ : সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হওয়া চারজনকে শুক্রবার সংবর্ধনা দেওয়া হল গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের কড়িয়াল জুনিয়ার বেসিক স্কুলে। সম্প্রতি স্কুলের চার শিক্ষক সুব্রতকুমার দেব, গোপাল বসাক, রতন চক্রবর্তী ও তাশী তামাং প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হয়ে কড়িয়াল জুনিয়ার বেসিক স্কুল ছেড়ে যান। তাঁদেরকেই এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের ভারপ্রাপ্ত এসআই মদন বর্মন, প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক প্রমুখ।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত প্রাথমিক পড়ুয়াদের রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৭৫ মিটার দৌড়ে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন রিফান মণ্ডলকে মঙ্গলবার তার স্কুল কুরুমসুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে দেওয়া হল বিশেষ সংবর্ধনা। রীতিমতো ব্যান্ড বাজিয়ে, ১৪টি টোটো নিয়ে প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করা হয়। স্কুলের তরফে রিফানের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি সাইকেল, ফুটবল, খেলার সামগ্রী ও চকোলেট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের এসআই সুনীলকুমার দাস, কুরুমসুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ মল্লিক সহ বহু অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী ও গ্রামবাসী।

গাজোল-ডালখোলা রেল প্রকল্প আজও অধরা

বাস্তবায়নের দাবিতে সরব রেল উন্নয়ন মঞ্চ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ মার্চ : সকালের কুলিক এক্সপ্রেস ও বিকেলের শিলিগুড়ি-রাধিকাপুর ট্রেন ছাড়া নতুন কোনও ট্রেন চালু ও পুরোনো রেলপথ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হয়নি রায়গঞ্জে। রায়গঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি গাজোল-ডালখোলা রেলপথের স্বপ্ন আজও অধরা। অথচ প্রস্তাবিত ওই রেলপথ চালু হলে জেলার মানচিত্রের আমূল পরিবর্তন হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটবে। অভিযোগ, গত ছয় বছর ধরে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ও রায়গঞ্জে বিজেপি সাংসদ থাকা সত্ত্বেও গাজোল-ডালখোলা রেল প্রকল্পের কাজ এককদমও এগোয়নি। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হয় সেজন্য রায়গঞ্জের বণিকসভাগুলির পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর রেল উন্নয়ন মঞ্চ সাংসদ কার্তিক পালকে লিখিত আকারে জানিয়েছেন।

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের কথায়, 'বিজেপি আর তৃণমূল জেলার উন্নয়নে কোনও কাজ করেনি। তারা শুধু ধোকা দিয়ে গেছে। আমাদের প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, দীপা দাসমুন্সী জেলার রেল পরিষেবার পাশাপাশি এইমস প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাদের সময়ে প্রকল্পগুলি এসেছে।'

বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর বক্তব্য, 'রায়গঞ্জে রেল পরিষেবা উন্নয়নে প্রাক্তন সাংসদ ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কোনও কাজ করেনি। গাজোল-ডালখোলা রেল প্রকল্পের ব্যাপারে আমাদের দলের সাংসদের মাধ্যমে সংসদে তোলা হবে। দিল্লিগামী ট্রেন সাতদিন চালু করতে হবে।'

এই রেল প্রকল্প চালু হলে জেলার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের সম্ভাবনাও বাড়বে। বর্তমানে রায়গঞ্জ থেকে রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস বারসই ঘুরে মালদা হয়ে কলকাতা পৌঁছায়। প্রস্তাবিত রেলপথ চালু হলে মালদা স্টেশনের পর গাজোল ও ইটাহার হয়ে রায়গঞ্জে ঢুকে পড়বে ট্রেন। রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়িগামী ট্রেন টুঙ্গিদিঘি, করণদিঘি হয়ে পৌঁছে যাবে ডালখোলায়। এই রেলপথ চালু হলে শুধুমাত্র রায়গঞ্জ-কলকাতা রেলপথই নয়, রায়গঞ্জ-নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যেও দূরত্ব কমে যাবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে।

সড়ক পথে রায়গঞ্জ থেকে মালদা শহরের দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। অথচ বারসই হয়ে মালদা টাউন স্টেশনের দূরত্ব ১১৪ কিমি। মালদা থেকে গাজোল, ইটাহার হয়ে রেলপথে রায়গঞ্জ যাতায়াতের পথ তৈরি হলে সেই দূরত্বটাই কমে আসবে ৪০ কিমিতে। রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তথা কাটিহার ডিভিশনের রেল পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য অতনুবন্ধু লাহিড়ি বলেন, 'গাজোল-ডালখোলা রেলপথ সম্প্রসারণ আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি। আমরা সংগঠনগতভাবে বিধায়ক, সাংসদ এবং কাটিহারের ডিআরএমকে একাধিকবার জানিয়েছি, কিন্তু কোনও হেলদোল দেখতে পাচ্ছি না।'

> আমাদের প্রধান দাবি গাজোল-ডালখোলা রেল প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে। আমরা সাংসদকে এব্যাপারে আবার অবগত করছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে।
>
> **অঙ্কুশ মৈত্র**, সাধারণ সম্পাদক

এপিক বিতর্কের আঁচ সংসদে

আলোচনার দাবি রাহুলের ■ সুর চড়াল জোড়াফুলও

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : সোমবার থেকে শুরু হল সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ। শুরুতেই ভূতুড়ে ভোটার তালিকা এবং এপিক বিতর্কে কেন্দ্রকে একযোগে নিশানা করে ইন্ডিয়া জোট। নির্বাচন কমিশন তিন মাসের মধ্যে জাতীয় ইউনিক এপিক কার্ড তৈরির আশ্বাস দিলেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবিতে অনড় বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই এই ইস্যুতে সংসদের উভয় কক্ষেই সুর চড়ায় কংগ্রেস, তৃণমূলের মতো বিরোধী দলগুলি। হইচই, গোলমালের জেরে একাধিকবার সভা মুলতুবিও হয়ে যায়।

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'আপনি সঠিক কথা বলেছেন যে সরকার ভোটার তালিকা তৈরি করে না। কিন্তু সারাদেশে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত রাজ্যে বিশেষ করে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত বিরোধী দল তাই একযোগে এই আলোচনার দাবি জানাচ্ছে। আপনারা যে ভোটার তালিকা তৈরি করেন না, সেটা আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আপনারা আগে আলোচনা তো করুন।' পরে অবশ্য সংসদের বাইরে রাহুল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ভোটার তালিকা সরকার আদৌ আলোচনা করবে বলে তাঁর মনে হয় না। এর আগেও সংসদের ভিতরে এবং বাইরে মহারাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন রাহুল। যদিও তৃণমূল দাবি করেছে, ভূতুড়ে ভোটার এবং ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নিয়ে সর্বপ্রথম সরব হয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিষয়টি এদিন সংসদেও জানান তৃণমূল সাংসদরা।

“ সারাদেশে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত রাজ্যে বিশেষ করে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সমস্ত বিরোধী দল তাই একযোগে এই আলোচনার দাবি জানাচ্ছে। আপনারা যে ভোটার তালিকা তৈরি করেন না, সেটা আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আপনারা আগে আলোচনা তো করুন।

রাহুল গান্ধি

“ আমরা নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা চাই। তিনজন ভোটারের একই এপিক নম্বর থাকতে পারে না, কারণ এটি আইনবিরুদ্ধ। তাই আমরা সংসদে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা দাবি করছি।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মঙ্গলবার তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের কাছে এপিক ও ভোটার তালিকা নিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দিতে যাবে। তার আগে এদিন এই ইস্যুতে দলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় বলেন, ভোটার তালিকায় গুরুতর গলদ রয়েছে, যা ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন। মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের কিছু ভোটারের এপিক নম্বর ব্যবহার করে হরিয়ানায় ভোটার কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, 'মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় একই ধরনের ঘটনা সামনে এসেছিল। সেখানে বহিরাগত ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এবার পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে একই ঘটনা ঘটতে চলেছে, যেখানে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে।' কীভাবে একই এপিক নম্বর দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার কার্ড ইস্যু করা হল তা জানতে চেয়ে বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানান দমদমের সাংসদ। তৃণমূলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা চাই। তিনজন ভোটারের একই এপিক নম্বর থাকতে পারে না, কারণ এটি আইনবিরুদ্ধ। তাই আমরা সংসদে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা দাবি করছি।'

এপিক ইস্যুতে রাজ্যসভায় প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্রের পর এবার পশ্চিমবঙ্গে এপিক নম্বর সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।' তবে তাঁকে বক্তব্য রাখার জন্য মাত্র ৩০-৪০ সেকেন্ড সময় দেওয়া হয়।

বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত দাবি সত্ত্বেও রাজ্যসভার ভাইস চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং আলোচনার অনুমতি দেননি। এর প্রতিবাদে বিরোধীরা রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করে। আপের সঞ্জয় সিং নির্বাচন কমিশনের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের অনিয়ম রাজনৈতিক একাধিপত্য এবং দুর্নীতির জন্ম দেবে।

এপিক বিতর্কে বিরোধীদের পাশে দাঁড়িয়েছে ওডিশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের দল বিজেডি। সূত্রের খবর সোমবার সকাল ৯টায় বিজেডির এক প্রবীণ সাংসদ তৃণমূল নেতৃত্বকে ফোন করে জানান, তাঁরা এপিক নম্বর বিতর্কে বিরোধীদের পাশে থাকবেন। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'এপিক নম্বর বিতর্ক কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা একক কোনও দলের ইস্যু নয়। এটি সারাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর স্বচ্ছতার প্রশ্ন। তাই সমস্ত বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে এই ইস্যুটি তুলেছে।'

ট্রাম্পকে তোপ নয়া প্রধানমন্ত্রী কার্নির

ভারতকে পাশে পেতে বার্তা কানাডার

টরন্টো, ১০ মার্চ : কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিলেন ব্যাংক অফ কানাডার প্রাক্তন গভর্নর মার্ক কার্নি। পদে বসেই ট্রাম্প সরকারকে নিশানা করেছেন তিনি। কার্নির সাফ কথা, কানাডার পণ্যের ওপর আমেরিকা অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর নীতি থেকে সরে না এলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দেবেন তিনি। এ প্রসঙ্গে ভারতকেও বার্তা দিয়েছেন কার্নি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শুধরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই সম্পর্কের ভিত বাণিজ্য হতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ থাকা দরকার। আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের অপেক্ষায় রয়েছি।'

আমেরিকা করের হার বাড়িয়ে দেওয়ায় কানাডা যে নতুন বাণিজ্য সহযোগী খুঁজতে উদগ্রীব, কার্নির কথা থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে। সেই সম্ভাব্য সহযোগীদের তালিকায় তিনি যে ভারতকে ওপরের দিকে রাখতে চান, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। আমেরিকা ও ট্রাম্পকে নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কার্নি বলেন, 'হুমকির ধরন নতুন হলে তার মোকাবিলা নতুন পথে করা দরকার। আমরা এমন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলব যারা নির্ভরযোগ্য হবে।' একই সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'আমেরিকা আমাদের সম্মান না করলে পারস্পরিক শুল্ক ব্যবস্থা বজায় থাকবে।'

ট্রাম্পকে সরাসরি নিশানা করে কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মার্কিনরা আমাদের সব কিছু নিয়ে নিতে চাইছে। এমনকি আমাদের জল, জমিও। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কানাডার শ্রমিক, সাধারণ মানুষ, বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর বারবার আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি সফল হতে পারবেন না। কানাডা সংঘাত চায় না, তবে লড়াই হলে আমরাই জিতব।' ব্যাংক অফ কানাডা ছাড়াও ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের গভর্নর হিসাবেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কার্নির। তবে কোনও সরকারি পদে কাজ করেননি তিনি। তারপরেও ট্রুডোর উত্তরসূরি হিসাবে তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্তি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কার্নি উবাচ

- ■ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক শুধরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেই সম্পর্কের ভিত বাণিজ্য হতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যের সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ থাকা দরকার
- ■ হুমকির ধরন নতুন হলে তার মোকাবিলাও নতুন পথে করা দরকার। আমরা এমন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলব যারা নির্ভরযোগ্য হবে
- ■ মার্কিনরা আমাদের সবকিছু নিয়ে নিতে চাইছে। এমনকি আমাদের জল, জমিও
- ■ ট্রাম্প কানাডার শ্রমিক, সাধারণ মানুষ, বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর বারবার আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি সফল হতে পারবেন না
- ■ কানাডা সংঘাত চায় না, তবে লড়াই হলে আমরাই জিতব

রবিবার নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য ভোট নেওয়া হয় শাসকদল লিবারাল পার্টির অন্দরে। দলের প্রায় দেড় লক্ষ সদস্যের ৮৫.৯ শতাংশ কার্নির পক্ষে ভোট দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে কানাডার রাজনীতিতে ট্রাম্প-বিরোধী হিসাবে পরিচিত কার্নি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই ভাবমূর্তি তাঁর পক্ষে গিয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। দলের তরফে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেও ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটে যেতে হবে কার্নিকে। সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী, ইতালি, জার্মানি, আমেরিকার মতো কানাডাতেও এগিয়ে রয়েছে রক্ষণশীলরা। এই পরিস্থিতিতে দলকে জয়ের রাস্তায় ফিরিয়ে আনা যে নতুন প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গৃহে ইডি হানা

রায়পুর, ১০ মার্চ : দিল্লির পর এবার ছত্তিশগড়। আবগারি দুর্নীতি মামলায় আরও একটি রাজ্যে সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার দুর্গ জেলার ভিলাইয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ভূপেশ বাঘেলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। তল্লাশি চলেছে বাঘেল-পুত্র চৈতন্যের বাড়িতেও। সব মিলিয়ে ১৪টি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি-র দল। ২০১৮ থেকে '২৩ পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভূপেশ বাঘেল। ইডির দাবি, ২০১৯-'২৩-এর মধ্যে ছত্তিশগড়ে আবগারি ক্ষেত্রে ২,১০০ কোটি টাকার বেশি দুর্নীতি হয়েছে। বাঘেল অবশ্য দুর্নীতির যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা জানান, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের হয়েছে।

বোমাতঙ্কে ফিরল বিমান

মুম্বই, ১০ মার্চ : এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৭৭ বিমানটি ওড়ার আট ঘণ্টা পরে ফের মুম্বই বিমানবন্দরে ফিরে এল। সোমবার মুম্বই থেকে নিউ ইয়র্কগামী যাত্রীবাহী বিমানে বোমা রাখা আছে বলে চিরকুট মিলেছিল। বিমান তখন আজারবাইজানের আকাশে ৩০ হাজার ফুট উঁচুতে। তৎক্ষণাৎ বিমানের মুখ ঘোরান পাইলট। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান নামার সঙ্গে সঙ্গে সব যাত্রীকে নামিয়ে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে কোনও বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ বিমানটি ফের রওনা দেবে। এয়ার ইন্ডিয়ার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আটকে পড়া যাত্রীদের প্রত্যেকের হোটেলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিমানটিতে যাত্রী ও কর্মী মিলিয়ে ৩২২জন ছিলেন।

এদিকে, এয়ার ইন্ডিয়ার শিকাগো থেকে দিল্লিগামী ফ্লাইট ২১৬-র ১২টি শৌচালয়ের মধ্যে ১১টি নোংরায় ভর্তি থাকায় মাঝ আকাশ থেকে বিমানটিকে ফিরতে হল শিকাগোয়। বিমানটি তখন গ্রিনল্যান্ড আকাশে। যাত্রী ও কর্মী মিলিয়ে বিমানে ৩০০ জন ছিলেন।

দুই পথ দুর্ঘটনা, নিহত ১৩

ভোপাল ও লখনউ, ১০ মার্চ : সপ্তাহের প্রথম দিনই দুই প্রান্তে দুটি পথ দুর্ঘটনা। দুটি ক্ষেত্রেই ট্রাক ও এসইউভি-র মুখোমুখি সংঘর্ষ। প্রাণ হারালেন ১৩ জন। আহত ১৬। প্রথমটি মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলায়। পুলিশ জানিয়েছে, এসইউভি-র যাত্রীরা একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাইহার যাওয়ার পথে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ৮ জনের। আহত ১৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গ্রেপ্তার ট্রাকচালক। মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ এবং আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশের বাস্তি থেকে অযোধ্যার দিকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে এসইউভি-র সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় পাঁচ জনের।

লাগল যে দোল... *হোলি উৎসবের আগেই সোমবার হায়দরাবাদে রংবাহারি একাদশী।*

হোলিতে ঘরবন্দি থাকুন, মুসলিমদের নিদান বিজেপির

পাটনা, ১০ মার্চ : শুক্রবার জুম্মাবারে হোলি পালিত হবে দেশজুড়ে। সেই কারণে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ওইদিন ঘরবন্দি থাকার নিদান দিয়েছেন বিহারের বিজেপি বিধায়ক হরিভূষণ ঠাকুর বাচাউল। বিসফি বিধানসভা কেন্দ্রের এই বিধায়ক বলেছেন, বছরে ৫২টি জুম্মাবার থাকে। এবার একটি জুম্মাবারে হোলি পড়েছে। তাই মুসলিমদের উচিত, হিন্দুদের হোলি উৎসব পালন করতে দেওয়া। যদি কেউ তাঁদের গায়ে রং-ও দেয়, তাহলে তা নিয়ে রাগারাগি করাও উচিত নয়। তবে যদি মুসলিমদের এতে কোনও সমস্যা থাকে, তাহলে তাঁদের উচিত ওইদিন ঘরবন্দি থাকা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তাঁদের এটা করা জরুরি। ওই বিজেপি বিধায়কের মন্তব্য, মুসলিমরা সবসময় দ্বিচারিতা করে। তাঁরা রঙিন আবির বিক্রি করে টাকা উপার্জন করবেন। অথচ তার রং যদি তাঁদের জামায় লাগে, তাহলে তাঁরা নরকযাত্রার ভয়ে ভীত থাকেন। বিজেপি বিধায়কের এহেন মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, এই ধরনের মন্তব্য করার উনি কে। এই রাজ্যটা কি ওঁর বাবার। এই দেশ রাম-রহিমে বিশ্বাসী। এটা বিহার। এখানে ৫-৬ জন হিন্দু একজন মুসলিম ভাইকে রক্ষা করার জন্য সবসময় পাশে দাঁড়ায়।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে নিশানা করে আরজেডি নেতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। যখন দলিত মহিলারা নিজেদের অধিকার ও সম্মানের কথা বলেন, তখন উনি তাঁদের বকাবকি করেছিলেন। এখন কি উনি ওই বিধায়ককে তিরস্কার করতে পারবেন। জেডিইউয়ের গায়েও এখন বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের রং লেগেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজের চেয়ার ছাড়া আর কিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন না। কংগ্রেসও বিজেপি বিধায়ককে একহাত নিয়েছে। দলের বিধায়ক আনন্দ শংকর বলেন, বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ইচ্ছা করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করছে। বিতর্কের মুখে জেডিইউ নেতা তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী জামা খান বলেন, হোলিতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হবে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রশাসনকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে।

“ এই ধরনের মন্তব্য করার উনি কে। এই রাজ্যটা কি ওঁর বাবার। এই দেশ রাম-রহিমে বিশ্বাসী। এটা বিহার। এখানে ৫-৬ জন হিন্দু একজন মুসলিম ভাইকে রক্ষা করার জন্য সবসময় পাশে দাঁড়ায়।

তেজস্বী যাদব

ঘটনা হল, জুম্মাবারে হোলি উপলক্ষ্যে মুসলিমদের ঘরবন্দি থাকার নিদান এর আগে দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের পুলিশ আধিকারিক অনুজ চৌধুরী। তাঁকে সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলেন, উনি একজন পালোয়ান। পালোয়ানের মতোই কথা বলেছেন। হোলি তো বছরে একবার হয়। জুম্মা তো প্রত্যেক সপ্তাহে আসে। অনেক মুসলিম ধর্মগুরুও সেই কথা মেনে নিয়েছেন। মসজিদে যাওয়া তো বাধ্যতামূলক নয়। যদি যেতেই হয় তাহলে যেন রং নিয়ে মাথা না ঘামান। ওই পুলিশ আধিকারিক মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলেছেন।

সংসদে অসুস্থ সৌগত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় অসুস্থ হয়ে দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হয়। সোমবার লোকসভায় বক্তব্য রাখার পরেই পিঠে তীব্র ব্যথা ও অস্বাভাবিক ক্লান্তি অনুভব করেন। এরপর তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর ইসিজি সহ একাধিক শারীরিক পরীক্ষা করা হয় এবং সতর্কতার কারণে তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সৌগত রায়ের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল।

সৌগত রায়কে সংসদ ভবনের মকর দ্বার দিয়েই হুইলচেয়ারে বসিয়ে মেডিকেল স্টাফ ও সংসদ ভবনের নিরাপত্তারক্ষীরা নিয়ে যান। অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠার সময়ও তাঁকে নিরাপত্তারক্ষীদের সাহায্য নিতে হয়।

সাংসদ সৌগত রায়কে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান তৃণমূলের অন্যান্য সাংসদরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা মণ্ডল, জুন মালিয়া, খলিলুর রহমান এবং আবু তাহের খান। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন দলীয় সহকর্মী ও সমর্থকরা।

ভাষা বিতর্কে তর্জা কেন্দ্র-ডিএমকে'র

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ১০ মার্চ : হিন্দি ভাষা নিয়ে বিতর্কের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সোমবার লোকসভায় তিনি তামিলনাড়ুর সাংসদদের অসভ্য এবং অগণতান্ত্রিক বলে নিশানা করেন। এর প্রতিবাদে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এক বিবৃতিতে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানকে। তিনি বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উচিত বাকসংযত হওয়া। তিনি যেন সম্রাটের মতো আচরণ না করেন।' তামিলনাড়ুর বিভিন্ন স্থানে ডিএমকে ক্যাডাররা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। প্রধানের কুশপুতুলও পোড়ানো হয়।

বেশ কিছুদিন ধরেই ত্রিভাষা নীতি এবং ডিলিমিটেশন নিয়ে কেন্দ্র বনাম ডিএমকের মধ্যে ঠান্ডাযুদ্ধ চলছে। সোমবার সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ডিএমকের সাংসদরা সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে কেন্দ্রের তরফে ২ হাজার কোটি টাকা আটকে রাখা নিয়ে সরব হন। তাঁদের অভিযোগ, পিএম-শ্রী প্রকল্প, জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ত্রিভাষা নীতি না মানার জন্য রাজ্যকে ওই টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। তাঁদের লাগাতার প্রতিবাদে অসন্তুষ্ট ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'ডিএমকে সাংসদরা তামিলনাড়ুর শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে। তাঁরা অসভ্য এবং অগণতান্ত্রিক। তাঁর তোপ, ডিএমকে অসৎ। তাঁরা মোটেও তামিলনাড়ুর পড়ুয়াদের প্রতি দায়বদ্ধ নন। তামিলনাড়ুর পড়ুয়াদের জীবন ধ্বংস করছে ডিএমকে। তাঁদের কাজই হল ভাষার প্রাচীর তুলে দেওয়া।'

প্রধানের মন্তব্যে লোকসভায় তুমুল হইহট্টগোল শুরু হয়। আধঘণ্টা অধিবেশনের কাজ মুলতুবি থাকে। প্রধানের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ স্ট্যালিনের তোপ, 'আপনি তামিলনাড়ুর মানুষকে অপমান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি এসব বরদাস্ত করবেন? আমরা আপনাদের ত্রিভাষা কার্যকর করতে এগিয়ে আসিনি। আমাদের কেউ একাজ করতে বাধ্যও করতে পারবে না।' ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারান এদিন লোকসভায় বলেন, 'ডিএমকে কখনও জাতীয় শিক্ষানীতি বা ত্রিভাষা নীতিকে সমর্থন করেনি। আমাদের পড়ুয়াদের তিনটি ভাষা শেখার প্রয়োজন নেই। উত্তর ভারতের ছেলেমেয়েরা একটি ভাষাই শেখে। আমরা হিন্দির বিরোধী নই। যদি কোনও পড়ুয়া শিখতে চায় তাহলে সে তা করতেই পারে। কিন্তু এটা কিছুতেই বাধ্যতামূলক করা যাবে না।'

এদিন রাজ্যসভায় তামিলনাড়ুতে জনসংখ্যাভিত্তিক আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন ইস্যুতে আলোচনা করার অনুমতি না দেওয়ায় ডিএমকে সাংসদরা রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করে। বিরোধীদের ওয়াকআউট বিরোধীদের আনা স্থগিতাদেশ প্রস্তাব নিয়ে ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা সমালোচনা করেন।

ললিত মোদির নাগরিকত্ব বাতিল

পোর্ট ভিলা (ভানুয়াতু) ও নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : আইপিএল-এর প্রধান থাকাকালীন বহু কোটি টাকা তছরুপে অভিযুক্ত ললিত ভারত থেকে পালিয়ে লন্ডনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে ভারতে প্রত্যর্পণ এড়াতে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র ভানুয়াতুর নাগরিক হন। ললিত মোদি সম্পর্কে সবকিছু জানার পর সোমবার ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রী জোথাম নাপাত তাঁর নাগরিকত্ব বাতিলের নির্দেশ দিলেন।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'লন্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনে পাসপোর্ট জমা করার আবেদন করেছেন ললিত মোদি। বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। আইন অনুযায়ী আমরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাব।'

সোমবার ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রী নাপাত এদিন বলেন, 'ললিত মোদির ভানুয়াতুর পাসপোর্ট অবিলম্বে বাতিলের জন্য আমি নাগরিকত্ব কমিশনকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।' ভারতের সঙ্গে ভানুয়াতুর প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই। সেটা বুঝেই পরিকল্পনা ছকেছিলেন ললিত। এদিকে ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রীর তরফে তাঁর পাসপোর্ট বাতিলের নিয়ে লোলিত বলেছেন, ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব কমিশনের চেয়ারম্যান এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আদালতের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করবেন।

গুলমার্গে ফ্যাশন শো, উত্তপ্ত কাশ্মীর

শ্রীনগর, ১০ মার্চ : পবিত্র রমজান মাস চলছে। ঠিক এইসময় কাশ্মীরে পর্যটকদের প্রিয় গন্তব্য গুলমার্গে ফ্যাশন শো-এর আয়োজন করেছিলেন পোশাকশিল্পী শিবন ভাটিয়া এবং নরেশ কুকরেজা। ৭ মার্চ গুলমার্গের স্কি-রিসর্টে আয়োজিত এই শো-এ একাধিক মডেলকে খোলামেলা পোশাকে র‌্যাম্প মাতাতে দেখা যায়। সেই শো-কে ঘিরেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনীতি। অঞ্চলের প্রায় সব রাজনৈতিক দল ফ্যাশন শো'র বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। সুর মিলিয়েছে উপত্যকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। অন্যদিকে, বিতর্ককে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছে বিজেপি।

সোমবার এই ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভার অধিবেশন। বিবৃতি দেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। ফ্যাশন শো আয়োজনের বিরোধিতা করার পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রশাসনের যোগাযোগ ছিল না বলেও দাবি করেছেন তিনি। ওমর বলেন, 'কিছু লোক বলছেন যে পবিত্র রমজান মাসে এর আয়োজন উচিত ছিল না। কিন্তু সেখানে যা দেখা

গিয়েছে তাতে আমার মনে হয়েছে রমজান বাদ যাক, বছরের কোনও মাসে এই ধরনের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত নয়।' অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের তরফে সরকারের কাছে অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল না। আয়োজকরা যদি অনুমতি চাইত, আমরা দিতাম না। এটি একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান ছিল, তবে আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ফ্যাশন শো আয়োজনের বিরোধিতা করেন কাশ্মীরের প্রধান ধর্মীয় নেতা মিরওয়াইজ ওমর ফারুক বলেন, 'পর্যটন প্রচারের নামে এই ধরনের অশ্লীলতা কাশ্মীরে সহ্য করা হবে না।' পিপলস কনফারেন্সের সভাপতি সাজ্জাদ লোনের মতে, প্রশাসন সতর্ক থাকলে চলতি বিতর্ক এড়ানো যেত। শ্রীনগরের সাংসদ আগা রুহুল্লাহ মেহেদি এবং কংগ্রেসনেত্রী দীপিকা পুষ্কর নাথও এর সমালোচনা করেন।

ওমর আবদুল্লা সরকার ও উপত্যকাভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে বিজেপি। দলের বিধায়ক রণবীর সিং পাঠানিয়া বলেন, 'এই ক্ষোভ অযৌক্তিক। কাশ্মীর উপত্যকায় রক্ষণশীলতার আগুন জ্বলছে। আমাদের সব ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।' সমালোচনার ঝড় ওঠায় ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দিয়েছে শো-এর আয়োজক ফ্যাশন ব্র্যান্ড শিবন অ্যান্ড নরেশ। এক্স পোস্টে তারা লিখেছে, 'পবিত্র রমজান মাসে গুলমার্গে আমাদের সাম্প্রতিক শো-এর কারণে কেউ আঘাত পেয়ে থাকলে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সৃজনশীলতা এবং স্কি জীবনধারাকে তুলে ধরা। কেউ বা কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার কোনও ইচ্ছা আমাদের ছিল না।'

রোহিত শর্মার হাতে খেতাব তুলে দিলেন আইসিসি সভাপতি জয় শা। দুবাইয়ে রবিবার রাতে।

পুরস্কার মঞ্চেই নেই আয়োজকরা!

পাকিস্তান-আইসিসি যুদ্ধ ফাইনাল ঘিরে

দুবাই, ১০ মার্চ : আয়োজক পাকিস্তান। অথচ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেই নেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কোনও প্রতিনিধি। জয় শা, রজার বিনি ও দেবজিৎ সইকিয়া-তিন ভারতীয়র সঙ্গে ছিলেন নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধি রজার টুজ।

পাকিস্তান ক্রিকেটমহল যা নিয়ে রীতিমতো অবাক এবং ক্ষুব্ধ। আর যা নিয়ে আইসিসি বনাম পিসিবি-র রীতিমতো যুদ্ধ লেগে গিয়েছে। পিসিবি-র দাবি, দুবাইয়ে রবিবার পিসিবি-র প্রতিনিধি বোর্ডের সিইও সুমাইর আহমেদ ছিলেন। অথচ, আইসিসি-র তরফে তাঁকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ডাকাই হয়নি।

পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এহেন পদক্ষেপে হতাশার পাশাপাশি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কেন এমন হল, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে জয় শা-র নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থার কাছে। সূত্রটি বলেছে, 'ফাইনালের দিন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি দুবাইয়ে ছিলেন না। পাক ক্যাবিনেটের বিশেষ বৈঠক ছিল। তাই সিইও-কে পাঠানো হয় দুবাইয়ে। কিন্তু কেন তাঁকে ডাকা হয়নি বোধগম্য নয়।'

অপর সূত্রের দাবি, আইসিসি এবং পিসিবি-র মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। পিসিবি-র সিইও মাঠে ছিলেন, আইসিসি-র কাছে সেই খবর সম্ভবত ছিল না। তবে কোন পরিস্থিতিতে কেন এরকম হল, পিসিবি-র তরফে লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হবে আইসিসি-র কাছে।

> ফাইনালের পুরস্কার মঞ্চে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। মঞ্চে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কেউ নেই! অথচ পিসিবি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক। কারণ আমার বোধগম্য নয়। আয়োজক হিসেবে প্রতিনিধি থাকা উচিত ছিল। এটা দেখে খারাপ লাগছে।
>
> **শোয়েব আখতার**

চলতি বিতর্কে পিসিবি-র কোর্টেই বল ঠেলেছে আইসিসি। পালটা দাবি, পিসিবি চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। আইসিসি-র এক মুখপাত্র বলেছেন, 'নিয়ম অনুযায়ী শুধু বোর্ড কর্তারাই পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে আমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। পিসিবি চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণও জানানো হয়। পিসিবি-র অন্য কোনও কর্তাও ছিলেন না। আয়োজক হিসেবে পিসিবি-র একজনের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।'

যে বিতর্কে পিসিবিকেই তুলোধোনা করেছেন শোয়েব আখতার। প্রাক্তন পাক পেসার বলেছেন, 'ফাইনালের পুরস্কার মঞ্চে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। মঞ্চে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কেউ নেই! অথচ পিসিবি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক। কারণ আমার বোধগম্য নয়। আয়োজক হিসেবে প্রতিনিধি থাকা উচিত ছিল। এটা দেখে খারাপ লাগছে।'

কাটা হল কেক, শ্যাম্পেনে স্নান ঋষভদের

পৃথক বিমানে দেশে রোহিত, গম্ভীররা

দুবাই, ১০ মার্চ : উৎসবের রাত। স্বপ্নপূরণের মাহেন্দ্রক্ষণ।

শুরুটা হয়েছিল রবীন্দ্র জাদেজার উইনিং শটের পর। ট্রফি নিয়ে বিজয়োল্লাস। দুবাইয়ের নীল সমুদ্রে ডুব দেওয়া। মিলল মহম্মদ সামির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বিরাট কোহলির প্রণাম, রীতিকা-অনুষ্কার চুটিয়ে আড্ডা, সুনীল গাভাসকারের খুশির নাচের মতো অদেখা, ভালোলাগার দৃশ্য।

টিম হোটেলে ফিরেও উৎসব জারি। কেক কাটা, রাতভর পার্টি। পুরো টুর্নামেন্টে কোনও ম্যাচ না খেলা ঋষভ পন্থকে শ্যাম্পেনে ভাসিয়ে দিলেন বিরাট। বাদ ছিল না অর্শদীপের ভাংরা। সবমিলিয়ে গতবছর বার্বাডোজ আর গতকালের দুবাই মিলেমিশে একাকার।

বুর্জ খালিফার শহরে বিজয়পতাকা উড়িয়ে স্বপ্নের রাত উপহার দেওয়া দেশবাসীকে। এবার ঘরে ফেরার পালা। সোমবার সাতসকালেই যে যার মতো করে দুবাই থেকে নিজের শহরে ফিরলেন ক্রিকেটাররা। গিয়েছিলেন এক বিমানে। কিন্তু ফিরলেন নিজের শহরে পৃথক পৃথক বিমানে।

পরিবার নিয়ে অধিনায়ক রোহিতের গন্তব্য মুম্বই, কোচ গৌতম গম্ভীর ধরলেন দিল্লিগামী বিমান। দলের বাকিরা কেউ দুবাই থেকে আলাদাভাবে বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ের পথে। সামনেই আইপিএল। পরিবারের সঙ্গে কয়েকটা দিন ছুটিতে কাটিয়ে মেগা লিগে প্রস্তুতিতে নেমে পড়ার তাড়া। সাতসকালেই হোটেল ছেড়ে বিমানবন্দরে চ্যাম্পিয়নরা।

দুই-একদিনের মধ্যেই অবশ্য ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ীরা একত্রিত হবেন। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ আমন্ত্রণ পেতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন রোহিত ব্রিগেড। নিজের বাসভবনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সংবর্ধনা দিতে চান বিজয়ীদের।

গতবছর টি২০ বিশ্বকাপের পর ট্রফি নিয়ে রোহিতরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এবারও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে গতবার সংবর্ধনা দেওয়া হয় দলকে। হুডখোলা গাড়িতে মুম্বইয়ে গণ অভ্যর্থনাও ছিল। তবে সামনে আইপিএল। ফলে বোর্ডের তরফে এখনই এরকম অনুষ্ঠান আয়োজনের সম্ভাবনা নেই। এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, পরে সময় বের করে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

এদিকে, আনন্দের আতিশয্যে সতীর্থ অক্ষর প্যাটেলের গালে আবার চুমু খেলেন হার্দিক। দুজনে মুখোমুখি হয়েছিলেন সম্প্রচার সংস্থার বিশেষ শোয়ে। সেখানে চাপের মুখে হার্দিকের দৃঢ় মানসিকতাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন অক্ষর। প্রত্যুত্তরে বন্ধু অক্ষরকে চুমু উপহার।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েই ঘুমোতে যান শুভমান গিল। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

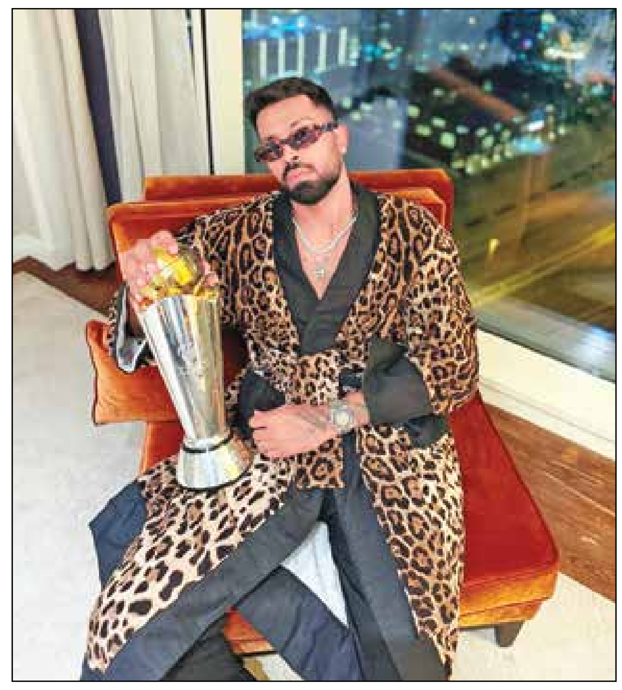

রাতের পোশাক পরেও হার্দিক পান্ডিয়া হাতছাড়া করছেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

> হার্দিক সম্পর্কে অন্যদের থেকে আমি অনেক বেশি জানি। যখন চাপের মধ্যে আমাদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়, তখন এই লোকটাই (হার্দিক) সবথেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকে। দেখে মনে হয় চুইংগাম চিবোচ্ছে, বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেখানোর চেষ্টা করছে। বাস্তব হল, কঠিন পরিস্থিতিতে সবথেকে ফোকাসড থাকে হার্দিকই, যা মোটেই সহজ নয়।
>
> **অক্ষর প্যাটেল**

অক্ষর বলেছেন, 'হার্দিক সম্পর্কে অন্যদের থেকে আমি অনেক বেশি জানি। যখন চাপের মধ্যে আমাদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়, তখন এই লোকটাই (হার্দিক) সবথেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকে। দেখে মনে হয় চুইংগাম চিবোচ্ছে, বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেখানোর চেষ্টা করছে। বাস্তব হল, কঠিন পরিস্থিতিতে সবথেকে ফোকাসড থাকে হার্দিকই, যা মোটেই সহজ নয়।'

শ্যাম্পেনের উৎসব থেকে মহম্মদ সামি আবার দূরেই থাকলেন। বাকি সতীর্থদের মতো সামির পরিবারও ছিল দুবাইয়ে। ম্যাচ শেষে মাঠে দেখা যায় সামি-জননীকে। বিরাটের সঙ্গে ছবিও তোলেন। তার ফাঁকে ভারতীয় সংস্কৃতি মনে করিয়ে দিয়ে সামির মাকে প্রণাম করেন বিরাট। সামি-জননী আশীর্বাদ করেন কোহলিকে।

রোজা না করায় সামিকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ধর্মকে অবহেলা করার জন্য অপরাধী বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও চলে। যদিও খেতাবি যুদ্ধের ধর্মকে গুরুত্ব দিয়েই শ্যাম্পেন উৎসবে শামিল হননি। ট্রফি হাতে মঞ্চে শ্রেয়সদের শ্যাম্পেন ছেটানোর সময় দূরে থাকলেন। অনেক পরে মঞ্চে উঠলেন। পাছে গায়ে শ্যাম্পেনের ছিটে গায়ে লাগে।

গুরুদক্ষিণা বলছেন রোহিতের কোচ

> দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে রোহিত বলেছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ফিরব। আমাকে দ্বিতীয় গুরুদক্ষিণা দিল ও।
>
> -দীনেশ লাড

চোখের জল থামছে না অক্ষরের মায়ের

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : ২০২৪ সালের পর ২০২৫।

টানা দুটি আইসিসি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা। ছেলের যে সাফল্যে আবেগতাড়িত অক্ষর প্যাটেলের গোটা পরিবার। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যখন ভারতীয় দল বিজয়োৎসবে মাতোয়ারা, তখন চোখের জল থামছে না অক্ষরের মায়ের।

ম্যাচ শুরুর আগেই টিভির সামনে বসে পড়েছিলেন অক্ষরের বাবা-মা সহ গোটা পরিবার। জয়ের পর উৎসব শুরু। মিষ্টিমুখের পালা। প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবরা চলে এসেছেন শুভেচ্ছা জানাতে। আবেগও বাঁধনহারা।

অক্ষরের বাবা রাজেশ প্যাটেল বলেছেন, 'ভারত জিতলে আমাদের গোটা পরিবার খুশিতে মেতে ওঠে। কারণ, ওই দলে আমার ছেলেও রয়েছে। গোটা দলের মিলিত প্রয়াসের ফল এই জয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী প্রত্যেকের জন্য অনেক আশীর্বাদ রইল।'

ছেলের গর্বে গর্বিত মা প্রীতি প্যাটেল বলেছেন, 'আজকের জয়ে এত খুশি হয়েছি যে, চোখের জল আটকাতেই পারছি না। ছেলে ভালো খেলেছে। গোটা দল দুর্দান্ত খেলল। যার ফল, ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরা।' অক্ষরের ভাই সনশীপ প্যাটেলের কথায়, গোটা পরিবার গতকাল থেকে উৎসবের মেজাজে। সবাই এসে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছে।

রোহিত শর্মার ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাডের কাছে কালকের সাফল্য আরও একটা 'গুরুদক্ষিণা'। প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'কী বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। সকাল থেকেই বিভিন্ন চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছি। দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে রোহিত বলেছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ফিরব। আমাকে দ্বিতীয় গুরুদক্ষিণা দিল ও।'

গত দুই বছরে ভারত চতুর্থ আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলল। এরমধ্যে দুইটিতে হার, দুইটিতে জয়। রোহিতের যে জোড়া সাফল্য দীনেশ লাডের কাছে গুরুদক্ষিণা।

অধিনায়ক হিসেবে আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালের সেরা

ক্রিকেটার	প্রতিযোগিতা	সাল
ক্লাইভ লয়েড	বিশ্বকাপ	১৯৭৫
রিকি পন্টিং	বিশ্বকাপ	২০০৩
মহেন্দ্র সিং ধোনি	বিশ্বকাপ	২০১১
রোহিত শর্মা	চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি	২০২৫

হিটম্যানের অবসর নিয়ে সৌরভ

এত কথার কী আছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চ : আপনি যে পেশাতেই থাকুন না কেন, সময়ের দাবি মেনে একদিন থামতে হবেই। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

কিন্তু কখন থামতে হবে, সেটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন। তাই অবসরের সিদ্ধান্তটা সবসময় সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াবিদের উপর ছেড়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বক্তার নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গতকাল রাতে অপরাজিত থেকে দুবাইয়ের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। দুর্দান্ত সাফল্যের পর প্রশংসার বন্যায় ভাসছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত, বিরাটদের বেশিরভাগই আজ দেশেও ফিরে এসেছেন। আর তার মধ্যেই চলছে ভারত অধিনায়ককে নিয়ে জল্পনা। ফাইনালের সেরা হয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেতাব জেতানো রোহিত আর কতদিন খেলবেন? হিটম্যান এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না বলে স্পষ্ট করে দেওয়ার পরও তাঁকে নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। আজ সন্ধ্যায় রোহিত প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন সৌরভ। সমালোচকদের একহাত নিয়ে মহারাজ বলেছেন, 'রোহিতের অবসর নিয়ে এত কথার কী আছে, বুঝতে পারছি না আমি। যেদিন ক্রিকেটটা আর উপভোগ করবে না ও, শরীর দেবে না, সেদিন ও অবসর নেবে। আর সেই সিদ্ধান্তটা একান্তভাবেই রোহিতের নিজস্ব। সেটা নিয়ে এত আলোচনার কোনও মানেই হয় না।'

> রোহিতের অবসর নিয়ে এত কথার কী আছে, বুঝতে পারছি না আমি। যেদিন ক্রিকেটটা আর উপভোগ করবে না ও, শরীর দেবে না, সেদিন ও অবসর নেবে। আর সেই সিদ্ধান্তটা রোহিতের নিজস্ব।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

দুবাইয়ে টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত জয়ের পরই সমাজমাধ্যমে ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মহারাজ। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে ফের একইভাবে রোহিতদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। ভারতের সাফল্যে তিনি একেবারেই অবাক নন বলে জানিয়ে মহারাজ বলেছেন, 'ভারতীয় দলের ভারসাম্য দুর্দান্ত। সব বিভাগে এক সে বড়কর এক ক্রিকেটার রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থতার পর রোহিতদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সাফল্যে একেবারেই অবাক নই আমি।' কেন এমন কথা বলছেন, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের কথায়, 'উপমহাদেশে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে বা এমন কোনও জায়গায় যেখানে স্পিনারদের জন্য সাহায্য থাকবে, এমন জায়গায় লাল হোক বা সাদা, ভারতীয় দল সফল হবেই।' ২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর দুবাইয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-অধিনায়ক রোহিতের সাফল্যে একেবারেই অবাক নন মহারাজ। বিরাট কোহলিকে অতীত করে নিয়ে রোহিতকে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সৌরভই। আজ রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'রোহিত দুর্দান্ত ক্রিকেটারের পাশে ভালো নেতাও। আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সাফল্য ওর জন্য কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট। জানি না রোহিত আর কতদিন খেলবে। কিন্তু যতদিন খেলবে, ভারতীয় দলকে আরও সাফল্য এনে দেবে।'

সরে দাঁড়ালেন হ্যারি ব্রুক

আইপিএলের শুরুতে হয়তো নেই রাহুল

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : টিম ইন্ডিয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অন্যতম নায়ক তিনি। কেএল রাহুলকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে চলছে হইচই। তার মধ্যেই আজ দুবাই থেকে দেশে ফিরেছেন রাহুল। আপাতত পরিবারের সঙ্গেই কয়েকদিন সময় কাটাবেন তিনি। রাহুলের স্ত্রী আথিয়া সন্তানসম্ভবা। আইপিএলের শুরুতেই বাবা হতে চলেছেন কেএল। তাই দিল্লি ক্যাপিটালস দলের হয়ে আইপিএলের শুরুর দিকে অন্তত দুটি ম্যাচে রাহুলকে পাওয়া যাবে না বলে খবর। দিল্লি ক্যাপিটালস সূত্রেই এমন খবর মিলেছে আজ।

শুধু শুরুর দিকের কয়েকটি ম্যাচেই নয়, আগামী ১৭ মার্চ থেকে ভাইজাগে দিল্লি ক্যাপিটালস দলের একটি প্রস্তুতি শিবির হতে চলেছে। সেই প্রস্তুতি শিবিরেও রাহুল থাকছে না বলেই খবর। এসবের মধ্যেই ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুককে নিয়ে অশান্তির আঁচ রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে। আজ জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে আইপিএলে দিল্লির হয়ে খেলতে পারবেন না হ্যারি। আচমকা তাঁর আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে তিনি শাস্তি পেতে পারেন। অন্তত দুই বছরের জন্য আইপিএলের আসর থেকে তাঁকে নির্বাসিত করা হতে পারে বলে খবর। শেষ মরশুমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলের হয়েও একই কাণ্ড করেছিলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার হ্যারি। আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তিনি সমাজমাধ্যমে দিল্লি ক্যাপিটালসের সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। যদিও তার জন্য শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারবেন, এমন সম্ভাবনা কম।

সেরা হয়েও যন্ত্রণায় রাচিন

দুবাই, ১০ মার্চ : টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ারের তকমা।

সর্বাধিক রানের নজিরও তাঁর মুকুটে। যদিও ফাইনাল যুদ্ধে পরাজিতদের দলে। যা মনে নিতে পারছেন না রাচিন রবীন্দ্র। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ডের তরুণ অলরাউন্ডার চেয়েছিলেন রোহিত শর্মা ব্রিগেডের পথে 'কাঁটা' বিছিয়ে দিতে।

ফাইনালের দ্বৈরথে শুরুটা দারুণভাবে করেও উত্তেজক ম্যাচে ট্রফি হাতছাড়া। যা যন্ত্রণা দিচ্ছে রাচিনকে। ম্যাচের পর বলেছেন, 'ফাইনালে হার এবং টুর্নামেন্ট সেরার শিরোপা--টক-ঝাল অনুভূতি। ট্রফিটা জিততে পারলে দারুণ হত। আসলে ক্রিকেট কখনও কখনও এমন নির্মম হয়।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার হাতে রাচিন রবীন্দ্র।

হারলেও রাচিনের দাবি সেয়ানে সেয়ানে টক্কর হয়েছে। ভারতকে এক ইঞ্চি ছাড়েননি তাঁরা। বলেছেন, 'আমাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল ফাইনালে ওঠা। প্রতিটি ম্যাচে দলগত ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করেছি। ভারতও দারুণ খেলেছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ওদের অভিনন্দন।'

বোলিংয়ে পরিশ্রম করছেন। রাচিন বলেছেন, 'বোলিং করতে ভালোবাসি। মিচেল স্যান্টনার মজা করে বলে, আমি নেটে বোলিংয়ে নাকি সেভাবে মন দিচ্ছি না। বোলিংয়ে নজর দিতে হবে এবার। আমাদের সম্পদ টিমগেম। সিনিয়ার হোক বা জুনিয়ার, প্রত্যেকের নিজের দায়িত্ব বোঝে।'

হারলেও দলকে নিয়ে গর্বিত অধিনায়ক স্যান্টনার। বলেছেন, 'দল হিসেবে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। প্রত্যেকেই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে যোগ্য দলের কাছেই হেরেছি আমরা। ওরা খুব ভালো বল করেছে। ভারতীয় স্পিনারদের প্রশংসা করতেই হয়। প্রত্যেকেই বিশ্বমানের বোলার। পাওয়ার প্লে-তে পরপর উইকেট হারানো আমাদের বিপক্ষে গিয়েছে। ২০-২৫ রান কম করেছি আমরা।'

রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। রাখঢাক না করেই বলে দিচ্ছেন রোহিতের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের কাছেই হার মেনেছেন তাঁরা। ঝুঁকি থাকলেও নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং থেকে সরে আসেনি রোহিত। রোহিতের দুর্দান্ত শুরুর হাত ধরে ওপেনিং জুটিতে ভারতের সেঞ্চুরি পারের পরই স্যান্টনার বুঝে যান, ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

রোহিতের কাছেই হার : স্যান্টনার

নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'এই উইকেটে বল প্রতি রান তোলা সহজ নয়। কিন্তু রোহিত শর্মা, শুভমান গিলরা সেটাই করে দেখাল। টুর্নামেন্টের আগে যদি রোহিতকে জিজ্ঞাসা করা হত, তাহলে ও বলত ফাইনালে সবথেকে বেশি রান করতে চায়। ওর ব্যাটিং বোলারদের মনে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে দিয়েছিল। ভালো বলেও ছক্কা মেরেছে। ওর ব্যাটিংই হারিয়ে দিল। ১১ জন নয়, একজনের কাছে হেরেছি আমরা।'

রোহিতকে ফেরানোর পর অবশ্য ম্যাচে ফিরে আসে নিউজিল্যান্ড। লোকেশ রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, হার্দিক পান্ডিয়ারা সামাল না দিলে যে কোনও কিছুই ঘটতে পারত। স্যান্টনার বলেছেন, 'বিশ্বাস ছিল, যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচ ঘুরে যেতে পারে। সেটাই হয়েছিল। রাচিনও বল হাতে নজর কাড়ল। অল্প বয়সেই পরিণত ক্রিকেট উপহার দিচ্ছে।'

ভাইরাল গাভাসকারের ডান্স-সেলিব্রেশন

পাকিস্তানেও জিতত ভারত : আক্রাম

দুবাই, ১০ মার্চ : সমালোচকদের চুপ করিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা।

গোটা টুর্নামেন্টে প্রতি বিভাগে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিয়েছে খেতাব জয়। উত্তেজক ফাইনালে যার সামনে শেষপর্যন্ত হার মানে নিউজিল্যান্ড। পাক কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামের মুখে যে দাপটের কথা। রোহিত ব্রিগেডের পাশে দাঁড়িয়ে আক্রামের বিরাট-দাবি-ভারত যেখানেই খেলত, জিতত।

'দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলার সুবিধা পেয়েছে', নিন্দুকদের যে দাবিকে নস্যাৎ করে আক্রামের পালটা দাবি, পাকিস্তানে খেললেও চ্যাম্পিয়ন হত ভারতই। পাক 'সুইং কিং' বলেন, 'বিশ্বের যে কোনও প্রান্তেই জিতত ভারত। দুবাইয়ে ভারতের সব ম্যাচ খেলা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক, সমালোচনা হয়েছে। তবে বাস্তব হল, ওরা যদি পাকিস্তানেও খেলত, তাও চ্যাম্পিয়ন হত।'

টি২০ বিশ্বকাপের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, পরপর দুই বছরে অপরাজিত থেকে আইসিসি ট্রফি জয়। আক্রাম যে পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেছেন, 'গতবছর কোনও ম্যাচ না হেরে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তারই পুনরাবৃত্তি। যা বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতা, ওদের লিডারশিপ দক্ষতা।'

পাক কিংবদন্তির মতে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে প্রবল চাপে ছিল ভারতীয় দল। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়া, অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থতা, শ্রীলঙ্কাকে গিয়েও হেরেছিল। নেতৃত্ব বদলের দাবি পর্যন্ত উঠছিল। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দল, কোচ, অধিনায়কের পাশে থেকেছে। যার প্রতিফলন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে।

অজয় জাদেজার অবশ্য একটাই আক্ষেপ, জয়টা যদি লাহোরে আসত। প্রাক্তন তারকা বলেছেন, 'আমি ভারতীয়। সবসময় চাইব দলকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখতে। তবে আমার মতে, সাফল্যটা লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে আসলে আরও ভালো হত। সবার জন্যই ভালো হত।'

এদিকে, ম্যাচের পর রোহিতদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত সুনীল গাভাসকারের 'নাচের ভিডিও' রীতিমতো ভাইরাল। বাচ্চাদের মতো নাচতে দেখা যায় কিংবদন্তিকে। আনন্দে কোমর দোলালেন, কে বলবে সত্তরের কোটায় ইতিমধ্যেই পা রেখেছেন!

সানির নাচ দেখে রীতিমতো অবাক সঞ্চালক মায়ান্তি ল্যাঙ্গারও। আপ্লুত হরভজন সিংরাও। কমেন্ট্রি বক্সে থাকা হরভজন বলেছেন, 'কারও উচিত নয় গাভাসকারজিকে আটকানো। এটা অসাধারণ মুহূর্ত। তাঁকে দেখে ক্রিকেট খেলতে শিখেছি আমরা। আমাদের সৌভাগ্য, এই সাফল্যের শরিক উনিও। আমাদের সঙ্গে উনিও আনন্দে মাতছেন।'

ভারতের খেতাব জয় নিশ্চিত হওয়ার পর মাঠের মধ্যেই নাচ সুনীল গাভাসকারের।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন
☺ বাবু, শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই।- কৌশিক, শিলিগুড়ি।

রবির কিরণে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২ (মার্ক, রবি)
পাঞ্জাব এফসি-২ (ভিদাল, মাজসেন)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চ : ম্যাচের বয়স তখন ৬৬ মিনিট। পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কার্লোস ফ্রাঙ্কা পাস বাড়ালেন রবি হাঁসদাকে। সেখান থেকে দুরন্ত শটে জাল কাঁপিয়ে দিলেন সন্তোষ ট্রফির সর্বাধিক গোলদাতা। সন্তোষ নায়ক রবির হাত ধরেই আইএসএলের শেষ ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ঘটল মহমেডানের।

সোমবার রক্ষণের ভুলে ম্যাচের ৯ মিনিটে পুলগা ভিদাল ও ৫২ মিনিটে লুকা মাজসেন গোল করে পাঞ্জাবকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। সেখান থেকে মহমেডানকে ম্যাচে ফেরালেন দুই পরিবর্ত ফুটবলার মার্ক আন্দ্রে সমারবাখ ও রবি। ৫৯ মিনিটে জটলার মধ্যে দিয়ে প্রথম গোলশোধ করেন মার্ক আন্দ্রে। মিনিট কয়েক পরে রবির গোল যেন শেষবেলায় স্বস্তির নিঃশ্বাস এনে দেয় সাদা-কালো শিবিরকে।

শেষ ম্যাচ ড্র হওয়ায় ২৪ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সবার শেষে থেকেই প্রথম আইএসএল শেষ করেছে মহমেডান। এদিকে, এই ম্যাচ ড্র করায় ২৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে উঠে এল পাঞ্জাব। ফলে লিগটেবিলে কেরালা ব্লাস্টার্স নবম ও ইস্টবেঙ্গল দশম স্থানে নেমে গিয়েছে।

মহমেডান : পদম, আদিঙ্গা, জোহেরলিয়ানা, ফ্লোরেন্ট, জুইডিকা, কাশিমভ, মাফেলা, মাকান (বিকাশ), অমরজিৎ (মার্ক আন্দ্রে), মনবীর (রবি) ও ফ্রাঙ্কা (ইসরাফিল)।

অনুশীলনে নিম্নমানের মাঠ ইস্টবেঙ্গলকে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ মার্চ : অবশেষে অনুশীলনে নামতে পারলেও মাঠ দেখে বিরক্ত লাল-হলুদ শিবির। এমনকি মূল স্টেডিয়ামের অবস্থাও তথৈবচ।

তবে এতটাই আতঙ্কিত দলের সদস্যরা যে এই বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করে বাড়তি সমস্যা তৈরি করতে চাইছেন না তাঁরা। কলকাতা থেকে লম্বা সফর করে তুর্কমেনিস্তান দিন দুয়েক আগে পৌঁছেও লাভ হয়নি। পুরো একটা দিন নষ্ট হওয়ার পর এদিন অবশেষে ইস্টবেঙ্গলকে অনুশীলনের মাঠ দেয় আর্কাদাগ কর্তৃপক্ষ। যা এফসি আল্টিন আসিরের মূল স্টেডিয়াম। মাঠ হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে না হলেও অত্যন্ত নিম্নমানের। কলকাতা ময়দানের খোলা মাঠের মতোই এবড়োখেবড়ো ও জায়গায় জায়গায় ঘাস ওঠা। যেখানে চোট হয়ে যেতে পারে। তবু এদিন ম্যাচের সময় অনুযায়ী প্রায় বিকেল চারটে নাগাদই দল নিয়ে অনুশীলন করেন অস্কার ব্রুজোঁ। মূল মাঠে অনুশীলন করতে দেওয়া হয়নি। দল নিয়ে সেখানে হাঁটাহাঁটি করার অনুমতি মেলায় খানিক ঘুরে দেখে গোটা দল। তবে এই মাঠের অবস্থাও খুব ভালো নয়। ফলে চোট পাওয়ার দুশ্চিন্তা থাকছেই। মূল স্টেডিয়াম অবশ্য হোটেলের কাছেই।

অনুশীলনের পর অবশ্য গোটা দলই হোটেলেই থাকছে। এমনিতেই বাইরে বেরোনোর অনুমতি নেই। তবে ইন্টারনেট পরিষেবা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। হোটেলের বাইরে অবশ্য যাচ্ছেন না কেউই। কারণ শহরজুড়েই অন্ধকার। সেটা রাজনৈতিক কারণ নাকি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নাকি অন্য কোনও কারণে, জানা নেই কারওই। তবে এরকম অভিজ্ঞতা আগে না থাকায় প্রত্যেকেই ভয় পাচ্ছেন। সবমিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা এখন ম্যাচ খেলে কোনওরকমে ফিরে আসতে পারলেই যেন বাঁচেন।

তুর্কমেনিস্তানে প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল। সোমবার।

শিল্ড জয়ের আনন্দেও রেশ নির্বাচনের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবল দলের লিগ-শিল্ড জয়ের পর্ব মিটতেই ক্লাবে নির্বাচনের দামামা।

এদিন শিল্ড জয়ের জন্য ক্লাবে পতাকা উত্তোলন হওয়ার পাশাপাশি দেখা গেল ক্লাব চত্বরে নির্বাচনি আবহ। এদিন ছিল কার্যনির্বাহী সমিতির সভাও। এদিনের এই সভা ঘিরেই ক্লাবে প্রচুর মানুষের বা বলা ভালো, বিপক্ষ শিবিরের সমাগমও ছিল দেখার মতো। প্রাক্তন ফুটবলার ও সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসেন এদিন ক্লাবের এই সাফল্যের অংশীদার হতে। ক্লাবের কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় এদিন সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ২০ মার্চ বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিটির হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে বলে জানান ক্লাবের সহ সভাপতি কুণাল ঘোষ। তার আগে সেদিনই বিকেল চারটায় ক্লাব-মালিদের জন্য যে ঘরগুলি তৈরি হয়েছে তার উদ্বোধন করা হবে

দেবাশিসকে খোঁচা সৃঞ্জয়ের

বলে জানালেন সচিব দেবাশিস দত্ত, 'বহুদিন ধরেই ক্লাবের মালিদের থাকার ঘর নতুন করে তৈরি করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছিল। যেটা আগে কখনও হয়নি, সেটাই এই কমিটি করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে। আর এই কমিটির আমলে ক্লাবের ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি দলের যে সাফল্য তা ঈর্ষণীয়। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের সঙ্গে ফুটবল দলের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সুন্দর সম্পর্কের জন্য। তিনি শুধুই বিনিয়োগকারী নন, ক্লাবের একজন শুভানুধ্যায়ীও।' পরে তিনি এবং ক্লাবের বাকি সদস্যরা শিল্ড জয়ের জন্য ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন করেন। সেখানে সদলবলে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল প্রাক্তন সচিব ও বর্তমানে ক্লাবের বিরোধীদের মুখ সৃঞ্জয় বসুকেও। তাঁদের তরফ থেকে সবুজ-মেরুন রসগোল্লা বিতরণ করা হয়। পতাকা উত্তোলনের পর সৃঞ্জয় নিজে হাতে করে বর্তমান সচিবকে মিষ্টি খাওয়ালে এক সৌহার্দ্যের বাতাবরণও তৈরি হয়। নির্বাচনে সমঝোতার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি খানিক ধোঁয়াশা রেখে বলেছেন, 'আপাতত সমঝোতার কোনও প্রস্তাব কোনওদিক থেকেই আসেনি। তাই আমরা নির্বাচনের কথাই ভাবছি। সদস্যরাও তাই চান। এরপর দেখা যাক।' তবে তিনি বর্তমান সচিবকে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি, 'উনি ক্রিকেট দলের পি সেন ট্রফি জয়ের কথা বলছেন অথচ সেই ট্রফিতে মোহনবাগান যুগ্মজয়ী হয়েছে ভবানীপুরের সঙ্গে। একটা ছোট দলকে কৃতিত্ব উনি দিতে পারছেন না। তাছাড়া একটা সময়ে উনিই বলেছিলেন, যে খেলা অলিম্পিকে নেই, সেটা মোহনবাগান খেলে না। সম্ভবত ওঁর কথা শুনেই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ক্রিকেটকে অলিম্পিকে সংযুক্ত করার কথা ভেবেছে!'

এদিনের সভার পর কুণালবাবু জানান, 'বিচারপতি অসীমকুমার রায়ই ২০ তারিখ জানাবেন, নির্বাচন পরিচালন কমিটিতে বাকি সদস্যরা কারা থাকবেন।' প্রসঙ্গত আগে ক্লাবের পাঠানো কিছু সদস্যের ব্যাপারে কয়েকটি সূত্র থেকে আপত্তি জানানোর জন্যই সম্ভবত বদল হতে চলেছে এই কমিটিতে।

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN

সেরা একাদশে বিরাট, শ্রেয়স

দুবাই, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপরাজিত শতরান করা ছাড়াও বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে ৫৪.৫ গড়ে এসেছে ২১৮ রান। যার পুরস্কার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আইসিসি-র সেরা একাদশে বিরাট জায়গা করে নিলেন। তিনি ছাড়াও ভারত থেকে আরও চারজন – শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল, বরুণ চক্রবর্তী ও মহম্মদ সামির নাম আছে। দ্বাদশ ব্যাক্তি হিসেবে রাখা হয়েছে অক্ষর প্যাটেলকে। দুরন্ত ৭৬ রান করে রোহিত শর্মা ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হলেও তাঁকে দলে রাখেনি আইসিসি। মিচেল স্যান্টনারকে এই দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। দলে নিউজিল্যান্ড থেকে রয়েছেন আরও তিনজন রাচিন রবীন্দ্র, গ্লেন ফিলিপস ও ম্যাট হেনরি। একাদশের বাকি দুই সদস্য আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান ও আজমাতুল্লাহ ওমরজাই।

আজ রাতে কলকাতায় পা রাহানে-রিঙ্কুদের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ। খেতাব জিতে দুবাই থেকে ভারতীয় ক্রিকেটাররাও দেশে ফিরতে শুরু করেছেন। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের দেশে ফেরার মাঝেই আজ থেকে আরও প্রবলভাবে বাজতে শুরু করে দিয়েছে অষ্টাদশ আইপিএলের বাজনা।

কলকাতায় আইপিএল উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে আগামীকাল সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে হাজির হচ্ছেন অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রিঙ্কু সিং, রামনদীপ সিং সহ কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটাররা। পরশু ভোরে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন কেকেআরের বিদেশি তারকারা। জানা গিয়েছে, পরশু ভোরে দলের নয়া মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো, ক্যারিবিয়ান তারকা আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণরাও পৌঁছে যাচ্ছেন কলকাতায়। বুধবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে নাইটদের চূড়ান্ত প্রস্তুতির শিবির শুরু হতে চলেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে থাকা দুই ক্রিকেটার বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা আগামীকাল কলকাতায় আসছেন না। তাঁদের ১৭ মার্চ কলকাতায় পৌঁছানোর কথা।

কাল আসছেন রাসেল, নারায়ণ

শেষবারের খেতাব জয়ী দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ফলে ইডেনে ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএলের আসরে কেকেআরকে নিয়ে এবার উৎসাহ, উন্মাদনা আরও বেশি। অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরুর সঙ্গেই তা কার্যত উড়ে গিয়েছে। টিকিটের দাম বাড়ার প্রভাব এখনও নেই। ইডেনে ২২ মার্চের আইপিএল বোধনের আসরেই রয়েছে মেগা ম্যাচ। বিরাট কোহলি, রজত পাতিদারদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে এবার আইপিএল অভিযান শুরু করছে রাহানের কেকেআর। তার আগে আজ মুম্বই থেকে নাইটদের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে দলের কর্ণধার শাহরুখ খানের হাজির হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

WOMEN'S PREMIER LEAGUE

ডব্লিউপিএলের সমাপ্তিতে পারফর্ম করবেন নোরা

মুম্বই, ১০ মার্চ : মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লিউপিএল) সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন নোরা ফাতেহি। আগামী শনিবার মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হবে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নোরা ছাড়াও পারফর্ম করবেন মরক্কান সংগীতশিল্পী ফ্রেঞ্চ মন্টানা, মিশরীয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা মহম্মদ রামাদান, মার্কিন সংগীতশিল্পী জেসমিন স্যাডলাস, ডিজে শ্যাডো।

পাকিস্তান-আইসিসি যুদ্ধ ফাইনাল ঘিরে

পাকিস্তানেও জিতত ভারত : আক্রাম

-খবর এগারোর পাতায়

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

আগামী ১৩ই মার্চ আমাদের সকলের প্রিয় **কাজল রায় (ছোট্ট)**র পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে নিজ বাসভবনে। সমস্ত শ্মশানবন্ধু ও পরিচিতদের অনুরোধ করছি আপনারা সেদিন উপস্থিত থেকে কাজলের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করবেন। ইতি, **শোকার্ত পরিবারবর্গ**, সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং-৩২।

HUMAIPUR PRAKASH FOUNDATION
Lucky Coupon Draw-2025
RESULT
1st: 8690, 2nd: 2411, 3rd: 6603, 4th: 1395, 5th: 3755, 6th: 4621, 7th 8739, 8th: 8791, 9th: 9239, 10th: 1192, 11th: 8667, 12th: 7750.
Consolation Prize (Electric Iron), Last 3 digit: 672, 456.
Consolation Prize (Tiffin Box), Last 2 digit: 05

ঈশানের ২৯১

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে সোমবার বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

ম্যাচের সেরা ঈশান মালি।
ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

৪০৮ রানে পতিরাম হাইস্কুলকে হারিয়েছে। পুলিশ লাইনের মাঠে বালুরঘাট টসে জিতে ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ৪৫৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ঈশান মালি ২৯১ রান করে। আদিত্য বর্মন ৪৩ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে পতিরাম ১১.১ ওভারে ৫০ রানে অল আউট হয়। সোহম সাহা ২১ রান করে। আদিত্য রায় ৫ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট। ভালো বোলিং ঈশানের (৭/৪)।

স্কুল ক্রিকেট শুরু

কোচবিহার, ১০ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৫ স্কুল ক্রিকেট সোমবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুল ১০ উইকেটে তুফানগঞ্জের নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলকে হারিয়েছে। টসে জিতে নৃপেন্দ্রনারায়ণ ১৫.৫ ওভারে ৫৬ রানে অল আউট হয়। দেবপ্রিয় দাস ১২ রান করে। অঙ্কিত গুপ্তা ১৩ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে রামভোলা ৮.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ৫৭ রান তুলে নেয়। শুভদীপ দাস ২৯ রান করে।

রাফিনহার হাতে ব্যালন ডি'অর দেখছেন ফ্লিক

বেকারের আশায় মাঠে নামতে নারাজ রবার্টসন

বার্সেলোনা ও লিভারপুল, ১০ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মায়াবী রাত জন্ম দেয় শত নতুন তারার। সমর্থকদের হৃদয়ে কারও প্রতিষ্ঠা হয় নতুন করে। কেউ আবার থেকে যান মেঘের আড়ালে।

গত সপ্তাহের তিন নায়ক লিভারপুলের গোলকিপার অ্যালিসন বেকার, বার্সেলোনা কিপার ওজসিয়েচ সেজনি এবং বায়ার্নের হ্যারি কেন মঙ্গলবার রাতে আবার নামছেন শেষ আটের লক্ষ্যে। অ্যালিসনের লিভারপুল এবং সেজনির বার্সা এগিয়ে ১ গোলের ব্যাবধানে। অন্যদিকে, কেনের বায়ার্ন কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায়। তারা এগিয়ে ৩-০ গোলে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ
বার্সেলোনা বনাম **বেনফিকা**
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট
ইন্টার মিলান বনাম **ফেনুর্দ**
লিভারপুল বনাম **প্যারিস সাঁ জাঁ**
বেয়ার লেভারকুসেন বনাম **বায়ার্ন মিউনিখ**
সময় : রাত ১.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

ঘরের মাঠে বেনফিকার বিরুদ্ধে নামার আগে শোকাহত বার্সা শিবির। শনিবার লা লিগায় ওসাসুনা ম্যাচের আগে দলের ডাক্তার কার্লেস মিনারো গার্সিয়ার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে টিম হোটেলেই। যে কারণে ওসাসুনার বিরুদ্ধে ম্যাচ স্থগিত করা হয়।

সোমবার প্র্যাকটিসের আগে সাংবাদিক বৈঠকে নীরবতা পালনের পর বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কার্লেস মানুষ হিসেবে যেমন অসাধারণ ছিল, তেমন ডাক্তার হিসেবেও। আমাদের সাফল্যে ওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ওর জন্যই আমরা ম্যাচটা জিততে চাই।' আর সেই ম্যাচ জিততে প্রথম লেগের দুই নায়ক সেজনি ও রাফিনহার প্রশংসা উঠে এল ফ্লিকের মুখে, 'সেজনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ। ওর বরফ-শীতল মানসিকতা আমাদের কাজে এসেছে। রাফিনহার অসম্ভব গোল খিদে। অবশ্যই ব্যালন ডি'অর জেতার অন্যতম দাবিদার ও। ওর খেলা দেখার আনন্দই আলাদা।'

অন্যদিকে, প্রথম লেগে অ্যালিসনের অতিমানবীয় পারফরমেন্সে প্যারিস থেকে ম্যাচ জিতে ফেরে লিভারপুল। ৯ সেভের সেই ম্যাচকে 'জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান কিপার। তবে অ্যান্ড্রু

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বেনফিকা ম্যাচের প্রস্তুতিতে বার্সেলোনার রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

রবার্টসন সতীর্থ অ্যালিসনকে আরও এক 'জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ' খেলার সুযোগ দিতে চান না। তাঁর মন্তব্য, 'কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। আমাদের অনেক উন্নতি করতে হবে। গত ম্যাচের মতো অ্যালিসন জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ খেলে আমাদের বাঁচিয়ে দেবে, এই আশায় থাকলে হবে না।'

ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় লেগ নতুন কোনও তারকার জন্ম দেয় কি না সেই আশায় রাত জাগবেন ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন বাসিন্দা বিপ্লব রায় - কে 30.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96G 34890 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটা আমার জন্য এক স্বপ্নপূরণের মুহূর্ত ছিল। আমি ডিয়ার লটারির অসংখ্য বিজয়ীদের দেখেছিলাম এবং আমি একজন কোটিপতি হতে চেয়েছিলাম। আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম এবং এখন এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা গৌতম রায়।
ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

৫ উইকেট গৌতমের

বালুরঘাট, ১০ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে সোমবার পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ১৩১ রানে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে পতিরাম টসে জিতে ৪৩ ওভারে ৯ উইকেটে ২২৫ রান তোলে। জিৎ সাহা ৪৪ ও সাহিল সরকার ৩৩ রান করেন। মিঠুন হালদার ২৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সাগর সাহা (২৪/২)। জবাবে নেতাজি ২৫ ওভারে ৯৪ রানে গুটিয়ে যায়। শুভজিৎ বসাক ১৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা গৌতম রায় ২৬ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট।

তৃতীয় আশিস, অসীম

আলিপুরদুয়ার, ১০ মার্চ : বেঙ্গালুরুতে জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে রাজ্য দলের হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার আশিস অধিকারী ৭০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৪x১০০ মিটার রিলে রেসে তৃতীয় হয়েছেন। ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ১৫০০ মিটার এবং ৪x১০০ মিটার রিলে রেসে তৃতীয় হয়েছেন অসীম বিশ্বাস।